MAJUMDAR'S SERIES.

MRICHCHHAKATIKA

A DRAMA

TRANSLATED FROM SANSKRIT.

BY

RAMAMAYA TARKARATNA,

PROFESSOR, GOVT. SANSKRIT COLLEGE.

মৃচ্ছকটিক নাটক।

কবিবর-শূদ্রক নরপতি কর্ত্তৃক বিরচিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক

শ্রীরামময় শর্ম্ম তর্করত্ন কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায়

অনুবাদিত ও পরিশোধিত।

কলিকাতা।

বি, পি, এম্স্ যন্ত্র।

সংবৎ ১৯৩১।

মূল্য ১) এক টাকা মাত্র।

Published by Majumdar's Depository, No. 11. College Street, Calcutta.

বিজ্ঞাপন।

সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নামক নাটক অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট। ইহার রচনা অতি প্রাঞ্জল ও মনোহর। ইহার রচনার লালিত্যদর্শনে এই নাটক অস্মদ্দেশ—প্রচলিত সকল দৃশ্যকাব্যের আদি বলিয়া বোধ হয়। ইহার প্রাচীনতার বিশেষ প্রমাণ এই ; কবিবর শূদ্রক নামে নরপতি এই নাটক রচনা করেন। কোন্ সময়ে ও কোন্ দেশে তাঁহার জন্ম হয়, বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে তাহার নির্ণয় করিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অন্তকালে অনলে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। উক্ত দুই ক্রিয়া অধুনা প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে বহুকাল হইতে নিষিদ্ধ এবং পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে (অধিক না হউক) শূদ্রক রাজা, রাজা বিক্রমাদিত্যের অনেক পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তৎ প্রণীত এই নাটকও যে অধুনা প্রচলিত তাবৎ দৃশ্যকাব্য অপেক্ষায় অতি প্রাচীন, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

উজ্জয়িনী নিবাসী বিবিধ গুণরাশি চারুদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ এই নাটকের নায়ক। বেশ্যাকুলোৎপন্না রূপলাবণ্য সম্পন্না বসন্তসেনা নামে এক অঙ্গনা সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর ন্যায় তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হইয়া ছিলেন। সুতরাং তিনিই এই নাটকের নায়িকা। অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন শূদ্রক রাজা এই সামান্য বিষয় অবলম্বন করিয়া অলৌকিক বুদ্ধি কৌশলে এরূপ অপূর্ব্ব নাটক রচনা করিয়াছেন, যে সহৃদয়গণ আবৃত্তি মাত্রেই অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

চারুচরিত্র চারুদত্ত অতিশয় দয়াবান, বদান্য ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হইয়াও নিয়ত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে এবং যাচকগণের অভিলাষ পূরণে ধনবিতরণ করিয়া পরিশেষে স্বয়ং দরিদ্র হয়েন। তিনি ক্রমে ক্রমে এমনি দারিদ্র্য দশায় পতিত হয়েন. যে তাঁহার পত্নীর গাত্রে কিছুমাত্র অলঙ্কার ছিল না। এবং তাঁহার অতি অল্পবয়স্ক একমাত্র পুত্র প্রতিবেশী কোন ধনবানের পুত্রকে স্বর্ণ-

নির্ম্মিত শকট লইয়া ক্রীড়া করিতে দেখিয়া সেইরূপ শকটের নিমিত্ত সাতিশয় রোদন করায় তাঁহার পরিচারিকা ধনাভাব বশতঃ নিরুপায় হইয়া বালককে সান্ত্বনা করিবার জন্য মৃত্তিকার শকট নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই জন্য গ্রন্থরচয়িতা সাতিশয় দুঃখসূচক বলিয়া এই গ্রন্থের নাম মৃচ্ছকটিক রাখিয়াছেন।

আমি শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ মজুমদার মহোদয়ের প্রার্থনায় বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করিলাম। অনুবাদ ও সংশোধন বিষয়ে সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই। এবং আশু হৃদয়ঙ্গম হইবার নিমিত্ত ইহার মধ্যে অধিক সংস্কৃত শব্দও প্রয়োগ করি নাই। এক্ষণ পাঠক গণের তুষ্টিকর হইলেই আমার পরিশ্রম সফল হয় ইতি।

শকাব্দ ১৭৯৬ তাং ৬ই পৌষ। শ্রী রামময় শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

কাব্যপ্রকাশিকার নিয়মানুসারে সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটকের অনুবাদ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহার অনুবাদের ভার সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুত রামময় তর্করত্ন মহাশয়কে দিয়াছিলাম। উক্ত তর্করত্ন মহাশয় যথাসাধ্য পরিশ্রম সহকারে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে ইহার দ্বারা পাঠকদিগের কিঞ্চিৎ উপকার হইলে অনুবাদকের পরিশ্রম এবং আমার অর্থ ব্যয় সফল হয় কিমধিক মিতি।

কলিকাতা
সংবৎ ১৯৩১।

শ্রী বরদাপ্রসাদ মজুমদার।

মৃচ্ছকটিকনাটক।

প্রথম অঙ্ক।

নান্দী। *

মহাদেব পর্য্যঙ্কনামক যোগশাস্ত্র প্রসিদ্ধ আসন বিশেষের সন্ধি-বন্ধন নিমিত্ত দ্বিগুণিত—সর্পদ্বারা জানুদ্বয় বেষ্টন করিয়া, প্রাণায়াম দ্বারা দেহের অভ্যন্তরে প্রাণ, অপান সমান, উদান, ব্যান নামক শরীর-স্থিত পঞ্চবায়ুর প্রতিরোধপূর্ব্বক ঘট, পট প্রভৃতি সমুদায় বাহ্য বিষয়ের জ্ঞানশূন্য হইয়া, নেত্র, জিহ্বা, নাসিকা, চর্ম্ম, কর্ণ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ স্বরূপ স্বীয় স্বীয় বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া, বাক্য, পাণি, পাদ, পায়ু, (মলদ্বার) উপস্থ, (মূত্রদ্বার) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, চর্ম্ম, জিহ্বা, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই ত্রয়োদশবিধ করণ শূন্য পরমাত্মাকে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা হৃদয় মধ্যে দর্শন করিবার নিমিত্ত তরু-লতাদিভৌতিক পদার্থ শূন্য প্রদেশের অবলোকন জনিত চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা সমাধি (ব্রহ্মবিষয়ক চিন্তা) করিতেছেন, সেই সমাধি তোমাদিগকে (সামাজিকদিগকে) রক্ষা করুন।

অপিচ।

বিদ্যুতের রেখার ন্যায় সুন্দরী গৌরীদেবীর বাহুলতার সংস্পর্শে সুশোভিত এবং নবজলধর—সদৃশ নীলবর্ণ, ভগবান্ নীলকণ্ঠের কণ্ঠ-প্রদেশ তোমাদিগের মঙ্গল করুন।

---

* স্তুতি পাঠ।

নান্দীপাঠের পর।

সূত্রধার। অভিনয়—দর্শনোৎসুক—সভ্যগণের কৌতূহল—বিমর্দ্দকারী অপর বিষয়ে অধিক পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই। আমি সৎকুল—সম্ভূত ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ মহোদয়গণকে প্রণাম পূর্ব্বক জানাইতেছি, আমরা যে এই মৃচ্ছকটিক নামক প্রকরণের (নাটক বিশেষের) অভিনয় করিতে উদ্যত হইয়াছি, ক্ষত্রিয় বংশাবতংস শূদ্রক রাজা ইহার রচয়িতা; তিনি গজেন্দ্রগামী, চকোরনয়ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, ও অতি রমণীয়াকৃতি এবং অসামান্য গুণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ঋগ্বেদ, সামবেদ, গণিতশাস্ত্র, নৃত্যগীতাদি ও গজশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, অভীষ্টদেব মহাদেবের আরাধনায় নির্ম্মল জ্ঞান চক্ষু ও বাহ্যচক্ষু লাভ করিয়া, পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া, এবং অতিসমারোহে অপূর্ব্বজ্ঞানজনক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, একশতবৎসর দশ দিবস জীবিত থাকিয়া অগ্নি প্রবেশ করেন। অপিচ, শূদ্রক রাজা সমরপ্রিয়, অপ্রমত্ত, বেদাধ্যায়িগণের অগ্রগণ্য, ও তপস্যানিরত এবং বাহুযুদ্ধবিশারদ ছিলেন। তৎপ্রণীত এই গ্রন্থে উজ্জয়িনীনিবাসী বাণিজ্যব্যবসায়ী চারুদত্ত নামে দরিদ্র এক ব্রাহ্মণযুবা এবং চারুদত্তের গুণানুরাগিণী বসন্তশোভার ন্যায় মনোহারিণী বসন্তসেনানাম্নী এক বারবিলাসিনী নায়ক ও নায়িকা রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। গ্রন্থকার শূদ্রক রাজা চারুদত্ত ও বসন্তসেনার নিরতিশয় প্রণয়—বর্ণন—প্রসঙ্গে নীতিপরতা, বিবাদ কালে লোকদিগের অসাধুতা ও খলতা এবং অবশ্যম্ভাবিতা এই সকল বিস্তারপূর্ব্বক প্রদর্শন করিয়াছেন। (ইতস্ততঃ ভ্রমণানন্তর অবলোকন করিয়া) একি! আমাদের নাট্যশালা শূন্য রহিয়াছে কেন?, নটেরা কোথায় গেল? (চিন্তাকরিয়া) হাঁ, জানিলাম, পুত্রহীন জনের গৃহ শূন্য, সচ্চরিত্র—মিত্র—বিহীনজনের চিরকালই শূন্য, মূর্খের দশদিক্ শূন্য ও দরিদ্রের গৃহাদি সকলই শূন্য। গান ত করিলাম; এক্ষণ বহুক্ষণ গান করায় অতিশয় ক্ষুধার উদ্রেকে আমার চক্ষুদ্বয়ের দুইটি তারা গ্রীষ্ম সময়ে প্রচণ্ডকর—দিনকরের কিরণ সম্পর্কে বিশুষ্ক

পদ্মবীজের ন্যায়, খটু খটু করিতেছে। অতএব গৃহিণীকে আহ্বান করিয়া প্রাতরাশ* কিছু আছে কি না? জিজ্ঞাসা করি। এক্ষণ আমি কার্য্যবশতঃ ও প্রয়োগবশতঃ প্রাকৃতভাষী হইলাম। অহো! বহু-ক্ষণ গান করায় শুষ্ক পদ্মনালের ন্যায় আমার অঙ্গসকল ক্ষুধায় ম্লান হইতেছে, এক্ষণ বাটীর মধ্যে গিয়া, গৃহিণী কিছু খাদ্যবস্তুর আয়োজন করিয়াছে কি না?, অবগত হই। (ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে আমাদের গৃহ, এখন প্রবেশ করি। (প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিয়া) একি! আমাদের গৃহে এক নূতন প্রকার কিসের আয়োজন হইতেছে?, প্রক্ষালিত—তণ্ডুল—জলের দীর্ঘতর রেখা দ্বারা পথ টি অঙ্কিত হইয়াছে, অঙ্গনভূমি লৌহ কটাহের ঘর্ষণ দ্বারা কৃষ্ণবর্ণা হইয়া তিলকধারিণী যুবতিকামিনীর ন্যায় শোভিতা হইয়া রহিয়াছে, ক্ষুধা সুগন্ধ—গন্ধ—দ্রব্যের মধুর গন্ধে উদ্দীপ্ত হইয়াই যেন আমাকে কাতর করিতেছে; তবে কি পূর্ব্ববিহিত নিধি প্রাপ্ত হইয়াছে? অথবা আমিই ক্ষুধায় অধিকতর কাতর হইয়া সকলই অন্নময় দেখিতেছি? আমাদের গৃহে ত প্রাতরাশ কিছুই নাই, ক্ষুধার প্রাণ যায় যায় হইতেছে; এদিকে সকলই নূতন প্রকার আয়োজন দেখিতেছি, একটি স্ত্রীলোক গন্ধদ্রব্য চূর্ণ করিতেছে, আর একজন পুষ্পের মালা গাঁথিতেছে। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, গৃহিণীকে ডাকিয়া যথার্থ বৃত্তান্ত জানা যাউক। আর্য্যে! এদিকে আইস।

নটী।। (প্রবেশ করিয়া) আর্য্য! এই আমি আসিয়াছি।

সূত্র। আর্য্যে! মঙ্গল ত?

নটী। আর্য্য! কি আজ্ঞা পালন করিব? অনুমতি করুন।

সূত্রধার। আর্য্যে! বহুক্ষণ গান করায় (ইত্যাদি বলিয়া) আমাদের গৃহে খাদ্য বস্তু কিছু আছে কি না?।

নটী। আর্য্য! সকলই আছে।

সূত্র। কি কি আছে?।

* প্রাতঃকালের খাদ্য বস্তু।

নটী! গুড়, অন্ন, ঘৃত, দধি, চাউল, এবং আপনার খাইবার যোগ্য সুস্বাদ সকল বস্তুই আছে; দেবতারা আপনাকে এইরূপেই আশীর্ব্বাদ করুন।

সূত্র। আমাদের গৃহে কি সমুদায়ই আছে? না পরিহাস করিতেছ?।

নটী। (স্বগত‡) একবার পরিহাস করা যাউক (প্রকাশ†) আর্য্য! দোকানে সমুদায় আছে।

সূত্র। (সক্রোধে) হা অনার্য্যে! তুমি যেমন এমন সময়ে বরণ্ড-লম্বুকের* ন্যায় আমাকে উপরে তুলিয়া ফেলিয়া দিলে, এইরূপ তোমারও আশা ছিন্ন ভিন্ন হইবে এবং তুমিও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

নটী। নাথ! ক্ষমা করুণ ক্ষমা করুন, আমি পরিহাস করিয়াছি।

সূত্র। তবে বল কি নিমিত্ত এই নূতনরকম আয়োজন হইতেছে? একটি স্ত্রীলোক গন্ধদ্রব্য চূর্ণ করিতেছে, আর একজন পুষ্পের মালা গাঁথিতেছে, এবং এই স্থানটি নানাবিধ পুষ্পে শোভিত হইয়া রহিয়াছে?

নটী। অদ্য ব্রত করিয়াছি।

সূত্র। এই ব্রতের নাম কি?।

নটী। ইহার নাম অভিরূপপতি‖।

সূত্র। আর্য্যে! এই জন্মে? অথবা জন্মান্তরে?

নটী। আর্য্য! জন্মান্তরে।

সূত্র। (সক্রোধে) দেখুন দেখুন মহাশয়রা! এ আমার অন্ন ব্যয় করিয়া পরকালে মনোমত পতি পাইবার চেষ্টা করিতেছে।

নটী। নাথ! প্রসন্ন হও প্রসন্ন হও, যে ব্রতের ফলে পরকালে তুমিই আমার পতি হও সেই ব্রত ধারণ করিয়াছি।

সূত্র। আচ্ছা, এ ব্রত করিতে কে বলিয়াছে?।

নটী। মহাশয়ের প্রিয়বয়স্য চূর্ণবৃদ্ধ।

---

‡ মনে ২ বিবেচনাপূর্ব্বক অবধারিত বিষয়ের নাম স্বগত।

† সকলের শ্রবণযোগ্য বিষয়ের নাম প্রকাশ।

* দীর্ঘতর কাষ্ঠের নাম বরণ্ড, তাহার অগ্রভাগে লম্বমান রজ্জু দ্বারা বদ্ধ মৃত্তিকারাশি বা প্রস্তরখণ্ড অথবা কাষ্ঠখণ্ডের নাম লম্বুক। ইহা ডোঙ্গাকলে জলসেচন সময়ে সকলেই করিয়া থাকে।

‖ যে ব্রত করিলে মনোমত পতি লাভ হয় তাহার নাম অভিরূপপতি।

সূত্র। আঃ, দাসীর পুত্রে চূর্ণবৃদ্ধ! রাজা পালক কুপিত হইয়া নব বধূর সুগন্ধ কেশকলাপের ন্যায় তোমার মস্তক ছেদন করিতেছেন ইহা কবে দেখিব?

নটী। নাথ! প্রসন্ন হও প্রসন্ন হও, জন্মান্তরে আপনাকেই পাইবার জন্য এই ব্রত করিতেছি। (এই বলিয়া পতির পদতলে পতিত হইল)।

সূত্র। আর্য্যে! উঠ উঠ, বল বল, এ ব্রতে কি করিতে হয়?

নটী। আমরা নটজাতি, আমাদের গৃহে ভোজন করিবার যোগ্য ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে হয়।

সূত্র। তবে তুমি যাও, আমিই আমাদের সদৃশ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতেছি।

নটী। যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া বহির্গতা হইল)।

সূত্র। (কিঞ্চিৎ পরিভ্রমণ করিয়া,) হায়! এতাদৃশ সমৃদ্ধিশালী উজ্জয়িনীতে আমাদের সদৃশ ব্রাহ্মণ কোথায় পাইব?। (অবলোকন করিয়া) এই যে চারুদত্তের মিত্র মৈত্রেয় এই দিকেই আসিতেছেন; অগ্রে ইহাঁকেই নিমন্ত্রণ করা যাউক। আর্য্য মৈত্রেয়! অদ্য আমাদের গৃহে আপনাকে ভোজন করিতে হইবে। (নেপথ্যে ‡ ওহে! অন্য ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ কর, এখন আমি বড় ব্যস্ত।

সূত্র। মহাশয়! ভোজ্যবস্তু প্রস্তুত হইয়াছে এবং নিঃশঙ্কে ভোজন করিতে পারিবেন, আর দক্ষিণাও কিঞ্চিৎ পাইবেন। (পুনর্ব্বার নেপথ্যে) আমি যখন প্রথমেই নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিয়াছি তখন বারংবার অনুরোধ করিতে তোমার এত আগ্রহ কেন?

সূত্র। ইনি ত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। আচ্ছা, অন্য ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করি। (এই বলিয়া বহির্গত হইল)

(প্রস্তাবনা)†

---

‡ বেশ পরিগ্রহের গৃহ, অর্থাৎ সাজঘর।

† নটী বা বিদূষক অথবা পারিপার্শিক ইহারা সূত্রধারের সহিত স্বীয় স্বীয় কার্য্যোপযোগী অথচ প্রস্তাবিতবিষয়সূচক নানাবিধ বাক্যদ্বারা যে কথোপকথন করে তাহার নাম প্রস্তাবনা।

(মৈত্রেয় একখানি উত্তরীয় বস্ত্র হস্তে ধারণপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া) অন্য ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ কর। (পুনর্ব্বার এই কথা বলিয়া) অথবা, আমি মৈত্রেয় হইয়া অন্যের গৃহে ভোজন করিতে যাইব ! হা দশা ! আমাকে এত হীন করিলে ? যে আমি আর্য্য চারুদত্তের সুখের সময়ে দিবারাত্র প্রযত্ন পরিপক্ক ও সুমধুর গন্ধযুক্ত মোদক ভক্ষণপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইয়া অন্তঃপুরবর্ত্তি গৃহদ্বারে উপবিষ্ট হইয়া, চিত্রকর যেরূপ রঙ্গপূর্ণ পাত্রকে স্পর্শদ্বারা অপকৃষ্টবোধে পরিত্যাগ করে, সেই রূপ ক্ষুধা না থাকায় ক্ষীরাদি পরিপূরিত—পাত্র সকল অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শমাত্র করিয়াই পরিত্যাগ করিতাম, চর্ব্বিত-চর্ব্বণকারী নগরীয় ষাঁড়ের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা উদ্গার তুলিতাম, সেই আমি এখন চারুদত্ত দরিদ্র হওয়ায় গৃহপারাবতের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণপূর্ব্বক উদরপূরণ করিয়া কেবল শয়নাদি জন্যই এখানে আসিয়া থাকি। আর্য্য চারুদত্তের প্রিয় সুহৃৎ চূর্ণবৃদ্ধ জাতিপুষ্পে সুবাসিত এই উত্তরীয় বস্ত্রখান পাঠাইয়াছেন আর্য্য চারুদত্ত পূজাদি করিয়া উঠিলে তাঁহাকে দিতে হইবে। অতএব আর্য্য চারুদত্তের নিকটে যাই। (পরিভ্রমণপূর্ব্বক অবলোকন করিয়া) এই যে চারুদত্ত দেবকার্য্য সমাপনান্তে গৃহদেবতাদিগের পূজা করিবার জন্য এই দিকেই আসিতেছেন।

(তাহার পর উক্তপ্রকার চারুদত্ত ও রদনিকার প্রবেশ)

চারু। (দুঃখিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) পূর্ব্বে গৃহদ্বারের যে সকল প্রান্তভাগে তণ্ডুল প্রভৃতি পূজার দ্রব্য দেবতোদ্দেশে অর্পণ করিলে তৎক্ষণাৎ হংস ও সারস পক্ষিগণ ভক্ষণ করিত, এক্ষণ সংস্কারাভাবে তৃণাচ্ছন্ন সেই সকল প্রদেশে কীট পতঙ্গাদির মুখভ্রষ্ট বীজসমূহ পতিত হইতেছে।

(এই বলিয়া মন্দ মন্দ গমনে পরিভ্রমণপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন)

বিদূ। এই আর্য্য চারুদত্ত ; এখন উঁহার নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া) আপনকার মঙ্গল হউক, আপনি ধনজন—সম্পন্ন হউন।

চারু। এই যে সকল সময়ের প্রিয়তম মিত্র মৈত্রেয় আসিয়া উপস্থিত হইল। মিত্র ! ভাল আছ ত ? এই খানে বস।

বিদূ। যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া উপবিষ্ট হইয়া) বয়স্য! আপনকার প্রিয় সুহৃৎ চূর্ণবৃদ্ধ. পূজাবিধি সমাপ্ত হইলে আর্য্য চারুদত্তকে দিবে এই বলিয়া জাতিপুষ্পে সুবাসিত এই উত্তরীয় বস্ত্র খানি দিয়াছেন, গ্রহণ করুন। (এই বলিয়া সমর্পণ করিল)

চারু। (গ্রহণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন)।

বিদূ। বয়স্য! কি চিন্তা করিতেছেন?

চারু। বয়স্য! নিবিড় অন্ধকার মধ্যে প্রদীপের আলোক যেরূপ শোভা পায় দুঃখভোগের পর সুখভোগ হইলে সেই রূপ সমধিক সন্তোষজনক হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি সুখভোগের পর দরিদ্র হইয়া দুঃখ-ভোগ করে সে কেবল শরীরমাত্র অবলম্বন করিয়া মৃত প্রায় হইয়া থাকে।

বিদূ। বয়স্য! মরণ ও দরিদ্রতা এই উভয়েয় মধ্যে কোন্‌টি আপনার প্রিয়?

চারু। বয়স্য! মরণ ও দরিদ্রতা এই উভয়ের মধ্যে মরণই আমার প্রিয়, দরিদ্রতা প্রিয় নহে, যে হেতু মরণ সময়ে অল্পকালমাত্র ক্লেশ পাইতে হয় কিন্তু দরিদ্রতায় যাবজ্জীবন অপরিসীম দুঃখভোগ করিতে হয়।

বিদূ। বয়স্য! পরিতাপ করিবেন না, সুরগণ সুধা পান করায় প্রতিপদের সুধাংশুর পরিক্ষয় যেরূপ প্রশংসনীয়, বন্ধু বান্ধব ও অতিথিজনে ধন বিতরণ করায় আপনার ধনক্ষয়ও সেইরূপ প্রশংস নীয়।

চারু। বয়স্য! আমি অর্থের নিমিত্ত দুঃখ প্রকাশ করিতেছিনা, কিন্তু দেখ, ভ্রমরগণ মদজল পানাভিলাষে হস্তীর গণ্ডদেশে উপবিষ্ট হইয়া মদজল না পাইলে যেরূপ হস্তীকে পরিত্যাগ করিরা যায় সেইরূপ অতিথিগণ অর্থ প্রার্থনায় আসিয়া আমার গৃহ ধনশূন্য দেখিয়া যে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে ইহাই আমাকে সাতিশয় তাপিত করিতেছে।

বিদূ। বয়স্য! রাখাল বালকেরা অরণ্যমধ্যে বোলতার দংশন-

ভয়ে ভীত হইয়া, যে যে স্থানে দংশনভয় না থাকে, সেই সেই স্থানে যেরূপ পলায়ন করে, সেইরূপ এই পাপিষ্ঠ প্রাতরাশ যোগ্য অর্থ-রাশিও যথায় যথায় উপভোগ ও দানাদি ক্রিয়া না থাকে সেই সেই স্থানেই (অর্থাৎ কৃপণের গৃহে) পলাইয়া যায়।

চারু। বয়স্য! আমার ঐশ্বর্য্য বিনাশে কিছুমাত্র দুঃখ হয় নাই যেহেতু ঐশ্বর্য্য ভাগ্যবশতই হয় ও ক্ষয়ওপায়; তবে ধনক্ষয় হইলে দরিদ্র ব্যক্তির সুহৃদ্গণ যে সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করে ইহাই আমার বিশেষ পরিতাপের বিষয়।

অপিচ, লোক দরিদ্র হইলে অতিথি প্রভৃতির নিকট লজ্জা পায়, লজ্জিত হইলে তেজের হ্রাস হয়, নিস্তেজ হইলে পরাভূত হয়, পরাভূত হইলে অবমাননা প্রাপ্ত হয়, অবমানিত হইলে শোকাতুর হয়, শোকাতুর হইলে বুদ্ধি ভ্রংশ হয়, এবং ভ্রষ্টবুদ্ধি হইলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অতএব দরিদ্রতাই সর্ব্বপ্রকার বিপদের আদিকারণ বলিতে হইবে।

বিদূ। বয়স্য! সেই প্রাতরাশস্বরূপ তুচ্ছ অর্থ স্মরণ করিয়া আর পরিতাপ করিবেন না।

চারু। বয়স্য! লোক দরিদ্রতানিবন্ধন চিন্তার ও পরাভবের আস্পদ হয়, মিত্রগণের নিকট নিন্দনীয় হয়, বন্ধু বান্ধব ও অপর জনগণের বিদ্বেষের আধার হয়, বনে গমন করিতেও উদ্যত হয় এবং পতিপ্রাণা পত্নীরও তিরস্কারের পাত্র হয়। সুতরাং মানসিক দুঃখাগ্নি দরিদ্রকে একবারে দগ্ধ করে না কিন্তু সাতিশয় সন্তাপিত করিয়া থাকে। যাহা হউক বয়স্য! আমি গৃহদেবতা দিগের পূজা করিয়াছি, তুমি চতুষ্পথে গিয়া মাতৃকাগণের পূজা করিয়া আইস।

বিদূ। আমি যাইব না।

চারু। কেন?

বিদূ। যেহেতু দেবতারা এইরূপে পূজিত হইয়াও যখন তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না তখন তাঁহাদের পূজা করায় ফল কি?।

চারু। বয়স্য! একথা বলিও না, ইহা গৃহস্থদিগের নিত্য কর্ম্ম।

দেবতারা তপস্যা, মন, বাক্য এবং বলি প্রদান দ্বারা আরাধিত হইলে, পরিতুষ্ট হইয়া অবশ্যই শুভপ্রদ হয়েন; বিচারের প্রয়োজন কি? অতএব তুমি চতুষ্পথে গিয়া মাতৃকাগণের পূজা কর।

বিদূ। মহাশয়! আমি যাইব না, অপর কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করুন, আমি ব্রাহ্মণ, আমার সমুদায়ই বিপরিত হইয়াছে; দর্পণতল-প্রবিষ্ট প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় বামভাগ দক্ষিণ, ও দক্ষিণভাগ বাম বলিয়া বোধ হইতেছে।

অপিচ। এই সন্ধ্যাসময়ে রাজপথে বেশ্যা এবং বিট, চেট ও রাজবল্লভ—প্রভৃতি পুরুষেরা পর্য্যটন করিতেছে, অতএব মণ্ডূকাভিলাষী কালসর্পের সম্মুখাগত মূষিকের ন্যায় আমি তাহাদের সম্মুখীন হইয়া বিনিষ্ট হইব; তুমি এখানে থাকিয়া কি করিতে পারিবে?

চারু। আচ্ছা, তুমি থাক, আমি অগ্রে যোগ সমাপন করি।

নেপথ্যে। দাঁড়াও বসন্তসেনে! দাঁড়াও

(তাহার পর বসন্তসেনার এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিট, শকার ও চেটের প্রবেশ) *

বিট। বসন্তসেনে! দাঁড়াও দাঁড়াও। তুমি ভয়বশতঃ গমন-লালিত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নৃত্যক্রিয়ায় সুনিপুণ চরণদ্বয় দ্রুতবেগে সঞ্চালিত করিয়া, পশ্চাদ্দর্শনার্থ চঞ্চল দৃষ্টি অপাঙ্গ দেশে বিক্ষেপ করিতে করিতে, পশ্চাদ্ধাবিত-ব্যাধ ভয়ে ভীতা হরিণীর ন্যায় কেন পলায়ন করিতেছ?

শকার। হে বালিকে! তুমি কেন যাইতেছ? কেন দৌড়াইতেছ? কেনই বা পলায়ন করিতেছ?; উন্নতানত পথে তোমার পাদস্খলন হইতেছে; তুমি প্রসন্না হও, মরিবে না, একবার দাঁড়াও; প্রজ্বলিত

* সুপসম্ভোগে ধনক্ষয়কারী, চতুর, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নৃত্য গীতাভিজ্ঞ, বেশবিন্যাসাদি-ব্যাপারে বিলক্ষণ দক্ষ ও মধুরভাষী এবং সামাজিকগণের আদরণীয় ব্যক্তিকে নাট্য-শাস্ত্রে বিট বলিয়া থাকে। মত্ততা ও মূর্খতাবশতঃ মনে মনে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অভিমানী, নীচকুলোৎপন্ন এবং ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, রাজার অনূঢ়া স্ত্রীর ভ্রাতার নাম শকার। শকার অতিবিলাসী ও অসম্বন্ধভাষী, অর্থাৎ তাহার বাক্য দেশ, কাল, যুক্তি ও শাস্ত্র এবং লৌকিক ব্যবহার বিরুদ্ধ, পুনরুক্ত ও প্রক্রমভঙ্গদোষে দুষিত এবং প্রায়ই পরস্পর অসঙ্গত। শকারের ভৃত্যের নাম চেট। চেটের বাক্যও প্রায় শকারের বাক্য সদৃশ।

অঙ্গার-রাশিমধ্যে নিপতিত মাংসখণ্ডের ন্যায় আমার মন কামানলে দগ্ধ হইতেছে।

চেট। আর্য্যে! দাঁড়াও দাঁড়াও। তুমি আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, সংপূর্ণ-পিচ্ছধারিণী গ্রীষ্মকালের ময়ূরীর ন্যায়, ভীতা হইয়া যাইতেছ; আমার স্বামী রাজা বনগত-কুক্কুট-শাবকের ন্যায় ব্যস্ত হইয়া আসিতেছেন।

বিট। বসন্তসেনে! দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি পবনকম্পিত-ছিলা-যুক্ত রক্ত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বালকদলীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে এবং টঙ্কনামক অস্ত্রদ্বারা বিদারিত রক্তবর্ণ-গৈরিকাদি ধাতু পূর্ণ গিরিগুহার সদৃশী হইয়া করকমলস্থিত রক্তকমল সকল বিক্ষেপ করিতে করিতে কেন যাইতেছ?

শকার। দাঁড়াও বসন্তসেনে! দাঁড়াও, তুমি আমার মদন, অনঙ্গ ও মন্মথ বাড়াইয়া এবং রাত্রিকালে শয্যায় নির্দ্দয়রূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া, রাবণের বশীভূতা কুন্তীর ন্যায়, আমার বশীভূতা হইয়া ভয়বশতঃ পড়িতে পড়িতে দৌড়াইতেছে।

বিট। বসন্তসেনে! তুমি মদপেক্ষায় দ্রুতবেগে পদবিক্ষেপ করিতে করিতে, গরুড়ভয়ে ভীতা সর্পীর ন্যায় কেন পলাইতেছে? আমি দ্রুতবেগে ধাবিত হইলে পবনেরও গতিরোধ করিতে পারি; কিন্তু, হে সুন্দরি! তোমাকে মারিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই।

শকার। ভাব! ভাব!* এই বেশ্যাপল্লীর বধূ বসন্তসেনা ধনাপহারি-চৌরগণের কামনাশিনী, কুলকলঙ্কিনী, মৎস্যভক্ষিকা, ক্ষুদ্রনাসিকা, নর্ত্তকী, অনায়ত্তা, কামদেবের আবাস ভূমি, সুবেশধারিণী ও বেশ্যাকুল-কামিনী এবং বেশ্যাপল্লীবাসিনী; ইহার এই দশটি নাম করিলাম, তথাপি আমাকে ভাল বাসিতেছে না।

বিট। তুমি ভয়বশতঃ দ্রুতবেগে গমন করায় চঞ্চল-কুণ্ডল দ্বারা গণ্ডস্থল ঘর্ষিত হওয়াতে, বিট জনের নখদ্বারা সঞ্চালিত বীণার ন্যায়

১৮২০০

* নাট্যশাস্ত্রে বিদ্বান ব্যক্তিকে ভাব বলিয়া সম্বোধন করিয়াথাকে।

এবং জলধরের গর্জন ভয়ে অভিভূত সারসীর ন্যায়, মৃদু মৃদু শব্দ করিতে করিতে কেন পলাইতেছ?।

শকার। তুমি কটক, কুণ্ডল, চন্দ্রহার প্রভৃতি নানাপ্রকার অলঙ্কা-রের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ করিতে করিতে, রামচন্দ্রের ভয়ে ভীতা দ্রৌপদীর ন্যায়, কেন পলাইতেছ? হনুমান্ যেরূপ বিশ্বাবসুর ভগিনী সুভ-দ্রাকে হরণ করিয়াছিল, সেইরূপ আমিও তোমাকে এখনই হরণ করিতেছি।

চেট। তুমি প্রথমে রমণাভিলাষী এই রাজবল্লভের সহিত আমোদ প্রমোদ কর, পরে মৎস্য মাংস খাইবে; দেখ, এই মৎস্য মাংসদ্বারা কুক্কুরেরাও শব ভক্ষণ করে না।

বিট। তুমি মুক্তাময় মনোহর চন্দ্রহার কটিদেশে বিন্যাশ পূর্ব্বক গৈরিকাদি-মিশ্রিত-অঙ্গরাগ দ্বারা মুখচন্দ্রের শোভা উজ্জ্বল করিয়া ও ভয়ে অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া নগর—দেবতার ন্যায় কেন যাইতেছ?।

শকার। অরণ্যমধ্যে কুক্কুরগণ শৃগালীর আক্রমণার্থে যেরূপ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সেইরূপ আমরাও দ্রুতবেগে তোমার অনুগামী হইয়াছি; তুমি আমার হৃদয় সমূলে হরণ করিয়া শীঘ্র, ত্বরায় ও দ্রুত বেগে পলায়ন করিতেছ।

বসন্তসেনা। পল্লবক! পল্লবক! পরভৃতিকে! পরভৃতিকে!। *

শকার। (সভয়ে) ভাব! ভাব! মানুষ মানুষ।

বিট। ভয় নাই ভয় নাই।

বসং। মাধবিকে! মাধবিকে!

বিট। (সহাস্যে (মূর্খ! পরিজনের অন্বেষণ করিতেছে।

শকার। ভাব! ভাব! স্ত্রীলোকের অন্বেষণ করিতেছে।

বিট। হাঁ।

শকার। আমি বড় বীর, একবারে শত শত স্ত্রীলোক মারিতে পারি।

বসং। (চারিদিক্ পরিজন শূন্য দেখিয়া) হায়! হায়! পরিজনে-রাও কি পলাইয়াছে! এসময়ে আপনাকে স্বয়ংই রক্ষা করিতে হইবে।

* পল্লবক, পরভৃতিকা প্রভৃতি বসন্তসেনার পরিজন

বিট। পরিজনকে ডাক ডাক।

শকার। বসন্তসেনে! তুমি পরভৃতিকাকেই ডাক, বা পল্লবককেই ডাক, কিংবা সমুদায় বসন্তমাসকেই ডাক, আমি যখন তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছি, তখন কে তোমাকে রক্ষা করিবে?; কি ভীমসেন রক্ষা করিবে? না জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম? কিংবা কুন্তীর পুত্র অর্জুন? অথবা দশকন্ধর রাবণ?, কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। আমি তোমার কেশপাশ ধরিয়া এখনই দুঃশাসনের অনুকরণ করিতেছি। বসন্তসেনে! দেখ দেখ; খড়্গ টা বড় তীক্ষ্ণ, এবং মস্তকও চলিতেছে; এখন মস্তক কাটি, কি মারি; তোমার পলায়ন করা বৃথা; যে ব্যক্তি মুমূর্ষু হয় সে কখনই বাঁচে না।

বসং! আর্য্য! আমি অবলা।

বিট। এই নিমিত্তই তোমাকে ধরিতেছি।

শকার। এই জন্যই তোমাকে মারিতেছি না।

বসং। (মনে মনে) ইহার বিনয়-বাক্যও যে ভয় জন্মাইতেছে! আচ্ছা, এই বলা যাউক, (প্রকাশ) আপনারা কি আমার কোন অলঙ্কার লইতে ইচ্ছা করিতেছেন?।

বিট। শান্ত! শান্ত! * বসন্তসেনে! প্রযত্ন-প্রতিপালিতা উদ্যান-লতাকে পুষ্পশূন্যা করিলে কি ভাল দেখায়? অতএব অলঙ্কারের প্রয়োজন নাই।

বসং। তবে আপনারা কি প্রার্থনা করেন?।

শকার। আমি দেবপুরুষ, মানুষ ও বাসুদেব, আমার প্রতি অনুরক্তা হও।

বসং। (সক্রোধে) শান্ত! শান্ত!, দূর হও, অন্যায় বলিতেছ।

শকার। (করতালি দিয়া হাসিয়া) ভাব! ভাব! দেখুন দেখুন, এই বারাঙ্গনা মনে মনে আমার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছে, যে হেতু আমাকে বলিতেছে যে এস, তুমি অতিশয় শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়াছ।

* অশ্রব্য ও অন্যায় বাক্য শ্রবণ করিলে যেরূপ রাম রাম! এই কথা বলিয়া থাকে সেইরূপ সংস্কৃত ভাষায় শান্ত শান্ত! এই রূপ বলিয়া থাকে।

বসন্তসেনে! আমি গ্রামান্তরে বা নগরান্তরে যাই নাই যে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইব; আমি এই মহাশয়ের (বিটের) মস্তকে পা দিয়া দিব্য করিয়া বলিতেছি, কেবল তোমারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়াছি।

বিট। (স্বগত) অহো! বসন্তসেনা 'শান্ত' এই কথা বলায় এই মূর্খ শ্রান্ত মনে করিয়াছ। (প্রকাশ) বসন্তসেনে! তুমি বেশ্যা-পল্লীতে বাস করিয়া তাহার বিরুদ্ধ কথা বলিয়াছ; দেখ, বেশ্যা-পল্লী যুবাপুরুষের বিশ্রামস্থান; তুমি বেশ্যা, এজন্য পথের প্রান্তজাত লতার ন্যায় তুমি সকলের উপভোগ্যা হইয়াছ; এবং বিক্রেয়দ্রব্যের ন্যায় ধনলভ্য শরীর ধারণ করিতেছ; অতএব কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, সকলের প্রতি তোমার সমভাবে স্নেহ প্রকাশ করা উচিত। আরও দেখ, যে দীর্ঘিকায় ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণ স্নান করেন তথায় অতি নীচজাতি ও মূর্খ ব্যক্তিরাও স্নান করিয়া থাকে; বিকসিত-পুষ্পে সুশোভিতা যে লতায় মনোহর ময়ূর উপবিষ্ট হয় তাহার উপরে পক্ষীর অধম কাকও বসিয়া থাকে; এবং যে নৌকায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি আরোহণ করেন তাহাতে চণ্ডাল প্রভৃতি নীচজাতিও আরোহণ করিয়া থাকে; তুমি বারবিলাসিনী. সুতরাং দীর্ঘিকা, লতা এবং নৌকার ন্যায় তোমার সকল পুরুষকেই সমভাবে আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য।

বসং। গুণই অনুরাগের কারণ, বলাৎকার কারণ নহে।

শকার। ভাব! ভাব! এই গর্ভদাসী কামদেবায়তননামক উপবন অবধি দরিদ্র চারুদত্তের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছে, আমার প্রতি অনুরক্তা হইতেছে না; বামভাগে চারুদত্তের গৃহ; যাহাতে বসন্ত-সেনা আপনকার ও আমার হস্ত হইতে পলাইতে না পারে তাহা আপনি করুন।

বিট। (স্বগত) যাহা গোপনীয়, এই মূর্খ তাহাই প্রকাশ করিল; বসন্তসেনা কি আর্য্য চারুদত্তে অনুরক্তা হইয়াছে?; 'রত্ন রত্নের সহিতই মিলিত হয়' লোকে ইহা যথার্থই বলিয়া থাকে। অতএব

বসন্তসেনা চারুদত্তের গৃহেই যাউক, এই মূর্খ শকারে কি প্রয়োজন? । (প্রকাশ) অরে অনূঢ়া-গর্ভজাত! বামদিকেই চারুদত্তের গৃহ।

শকার। হাঁ, মহাশয়! বামদিকেই তাহার গৃহ।

বসং। (স্বগত) অহো! বামদিকে তাঁহার গৃহ এটি সত্য কথা; এই দুষ্ট শকার অপরাধী হইয়াও আমার উপকার করিল, যে হেতু আমি এখনই প্রিয়তমের সাক্ষাৎকার লাভ করিব।

শকার। ভাব! বসন্তসেনা নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্না হইয়া, মাষরাশি-প্রবিষ্টা অঞ্জনবটিকার ন্যায়, দেখিতে দেখিতে অদৃষ্টা হইল।

বিট। অহো! কি ঘোরতর অন্ধকার! আমার বিস্তৃত নয়নযুগল গাঢ়তর-তিমির-পটলে আবৃত হইয়া বস্তু দর্শনার্থে উন্মীলিত হইলেও যেন মুদ্রিত হইয়াই রহিয়াছে! । অপিচ, অঙ্গ সকল গাঢ়তর অন্ধকারে যেন লিপ্তই হইতেছে!; গগনমণ্ডল যেন অঞ্জন বর্ষণই করিতেছে!; সুতরাং আমার দর্শনশক্তি, অসৎপুরুষের আরাধনার ন্যায়, নিষ্ফল হইতেছে। 33 + 34

শকার। ভাব! ভাব! বসন্তসেনার অন্বেষণ করি।

বিট। অরে অনূঢ়া-গর্ভজাত! এমন কোন চিহ্ন আছে? যদ্দ্বারা অন্বেষণ করিবে?

শকার। ভাব! কি প্রকার চিহ্ন?।

বিট। ভূষণশব্দ কিংবা মাল্যগন্ধ।

শকার। অন্ধকারে পরিপূরিত-নাসিকা দ্বারা মাল্যগন্ধ স্পষ্টরূপে শুনিতেছি, কিন্তু ভূষণশব্দ দেখিতে পাই নাই।

বিট। (জনান্তিক*) বসন্তসেনে! তুমি সন্ধ্যাকালীন অন্ধকারে আচ্ছন্না হইয়া, নবজলধরের অভ্যন্তরে লীনা বিদ্যুল্লেখার ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে অদৃষ্টা হইয়াছ; কিন্তু তোমার মাল্য সম্ভূত সৌগন্ধ এবং শব্দায়মান—নূপুরধ্বনি দ্বারাই তুমি লক্ষিত হইবে। বসন্তসেনে! শুনিলে ত? 35

* যাহার নিকট যে বিষয়ের গোপন করিতে হয় তাহাকে পৃথক্ স্থানে রাখিয়া অন্যের সহিত সেই বিষয়ের যে কথোপকথন করাযায় তাহার নাম জনান্তিক।

বসং। (স্বগত) শুনিলাম এবং অর্থও গ্রহণ করিলাম। (নৃত্য করিতে করিতে নূপুরদ্বয় খুলিয়া ও পুষ্পমালা দূরীভূত করিয়া ইতস্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক হস্তদ্বারা ভিত্তিস্পর্শ করিয়া) অহো! ভিত্তি-স্পর্শে জানিলাম এটি পক্ষদ্বার *; এবং হস্ত-সংস্পর্শে জানিতেছি দ্বার টি কপাট বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

চারু। বয়স্য! জপ সমাপ্ত হইল। এখন তুমি গিয়া মাতৃকা-গণের পূজা কর।

বিদূ। আমি যাইব না।

চারু। হা! কি কষ্ট!, লোক দরিদ্র হইলে বন্ধুজনেরা তাহার বাক্য প্রতিপালন করে না; প্রিয়তম সুহৃদ্গণও দরিদ্রের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করে; বিপদ্ সকল সর্ব্বতোমুখী হইয়া উপর্য্যুপরি-ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়; ন্যায়পরতা দয়ালুতা প্রভৃতি সদ্গুণ ও বল ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; এবং সুশীলতা-সুধাংশুর অংশু-মালাও ক্রমশঃ পরিম্লান হইয়া যায়; অধিক কি বলিব; একটি অসৎ কর্ম্ম অপর ব্যক্তি করিলেও এই দরিদ্রই করিয়াছে বলিয়া লোকে অনুমান করিয়া থাকে। অপিচ, কোন ব্যক্তি দরিদ্রের সহিত সহবাস ও আদর পূর্ব্বক সম্ভাষণও করে না; দরিদ্র ব্যক্তি উৎসব দর্শনে ধনিজনের ভবনে গমন করিলে সকলে তাহার প্রতি অবজ্ঞা পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে; সম্ভ্রান্ত ও পরিচিত ব্যক্তি দৃষ্ট হইলে তাদৃশ বস্ত্রাদি পরিচ্ছদের অভাবে লজ্জাবশতঃ দরিদ্রকে দূরে পলায়ন করিতে হয়; অতএব দরিদ্রতাকে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পঞ্চ মহাপতকের অতিরিক্ত একপ্রকার মহাপাতক বলিয়া বোধ হইতেছে। অপিচ, হে দারিদ্র্য! তুমি আমার দেহে বন্ধুভাবে বহুকাল বাস করিতেছ, দৌর্ভাগ্যবশতঃ আমার মৃত্যু হইলে তুমি কোথায় যাইবে? এই চিন্তায় আমি নিয়ত ব্যাকুল হইতেছি।

বিদূ। (সলজ্জ ও দুঃখিত হইয়া) বয়স্য! যদি আমাকেই যাইতে হয় তবে এই রদনিকা আমার সহায়িনী হউক।

* বাটীর এক পার্শে স্থিত ক্ষুদ্র দ্বারের নাম পক্ষদ্বার।

চারু। রদনিকে! তুমি মৈত্রেয়ের অনুগামিনী হও।

রদ। যে আজ্ঞা।

বিদূ। রদনিকে! তুমি পূজার উপকরণ ও প্রদীপ ধারণ কর, আমি পক্ষদ্বার উদ্‌ঘাটিত করি। (এই বলিয়া কপাট খুলিতে লাগিল)

বসং। বোধ হয় আমার প্রতি অনুগ্রহবশতই পক্ষদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল; এখন প্রবেশ করি। (দেখিয়া) হায়! এই যে প্রদীপ জ্বলিতেছে! (বস্ত্রের অঞ্চল দ্বারা নির্ব্বাণ করিয়া প্রবেশ করিল)

চারু। মৈত্রেয়! এ কি হইল?

বিদূ। পক্ষদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবামাত্র প্রবল-পবন-বেগে প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। রদনিকে! তুমি বাহিরে চল, আমি বাটীর মধ্যে গিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া আনি। (এই বলিয়া বহির্গত হইল)

শকার। ভাব! বসন্তসেনার অন্বেষণ করি।

বিট। আচ্ছা, অন্বেষণ কর।

শকার। (অন্বেষণ করিয়া) ভাব! ভাব! ধরিয়াছি ধরিয়াছি।

বিট। মূর্খ! এ যে আমি।

শকার। আপনি এই দিকে আসিয়া এক পার্শ্বে থাকুন। (পুনর্ব্বার অন্বেষণ করিয়া চেটকে ধরিয়া) ভাব! ভাব! ধরিয়াছি ধরিয়াছি।

চেট। মহাশয়! আমি চেট।

শকার। এই ভাব, এই চেট,—চেট ভাব, ভাব চেট। (এই বলিতে বলিতে নৃত্য করিয়া) তোমরা দুইজনেই একপার্শ্বে থাক।

(পুনর্ব্বার অন্বেষণ করিয়া রদনিকার কেশ ধারণ পূর্ব্বক) ভাব! ভাব! এবারে নিশ্চয়ই বসন্তসেনাকে ধরিয়াছি। বসন্তসেনা অন্ধকারে পলায়ন করিতেছিল, ইহার মাল্যগন্ধের অনুসারী হইয়া, চাণক্য যেরূপ দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও ইহার কেশাকর্ষণ করিয়াছি।

বিট। এই বসন্তসেনা যৌবনমদে মত্তা হইয়া চারুদত্তের নিকট অভিসার করিতে করিতে, সুরভি-কুসুম-শোভিত-কেশপাশেগৃহীতা হইল।

শকার। হে বালিকে! তুমি মস্তকে, কেশে ও শিরোরুহে গৃহীত হইয়াছ, তুমি উচ্চৈঃস্বরে রোদন কর, চীৎকার কর, অথবা শম্ভু, শিব, শঙ্কর বা ঈশ্বরকেই আহ্বান কর, ছাড়িব না। ৫১

রদ। আপনারা এ কি করেন?

বিট। অরে! অনূঢ়াগর্ব্ভজাত! এ স্বর যে অন্য প্রকার!

শকার। ভাব! ভাব! বিড়াল দধির শর ভক্ষণে লোলুপ হইয়া যেরূপ স্বর পরিবর্ত্ত করে, এই দাসীর কন্যা বসন্তসেনাও স্বর পরিবর্ত্ত করিয়াছে।

বিট। কি! স্বর পরিবর্ত্ত করিয়াছে!, কি আশ্চর্য্য!; অথবা আশ্চর্য্যই কি? এই বসন্তসেনা নাট্যশালায় গমন ও নৃত্যগীতাদির অভ্যাস দ্বারা এবং নায়ক প্রতারণায় চতুরতাবশতঃ স্বরবিশেষের উচ্চারণে নিপুণ হইয়াছে। ৫২

বিদূ। (প্রবেশ করিয়া) অহো! প্রদীপ টি, পশুমারণস্থানে সংস্থাপিত ছাগলের হৃদয়ের ন্যায়, প্রদোষ সময়ের মন্দ মন্দ সমীরণ সঞ্চারে ফুর্ ফুর্ করিতেছে। (রদনিকার নিকটে গিয়া দেখিয়া) রদনিকে!

শকার। ভাব! ভাব! মানুষ মানুষ।

বিদূ। আর্য্য চারুদত্ত দরিদ্র হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার গৃহে পরপুরুষের প্রবেশ করা অতি অন্যায় ও যুক্তি বিরুদ্ধ।

রদ। আর্য্য মৈত্রেয়! আমার অবমাননা দেখ।

বিদূ। কি তোমার অবমাননা? না আমাদের?।

রদ। এ তোমাদেরই অবমাননা।

বিদূ। ইহা কি বলাৎকার?।

রদ। হ্যাঁ।

বিদূ। সত্য?

রদ। হ্যাঁ সত্য।

বিদূ। (ক্রোধপূর্ব্বক দণ্ডকাষ্ঠ তুলিয়া) নিজ গৃহে কুক্কুরও প্রচণ্ড হইয়া থাকে, আমি ত ব্রাহ্মণ, প্রচণ্ড না হইব কেন? আমাদের ভাগ্যের

ন্যায় কুটিল এই দণ্ডকাষ্ঠদ্বারা প্রহার করিয়া শুষ্কবংশের ন্যায় এই দুষ্টের মস্তক ভাঙ্গিব।

বিট। ভো মহাব্রাহ্মণ! ক্ষমা করুন ক্ষমা করুন।

বিদূ। (বিটকে দেখিয়া) এ ব্যক্তি অপরাধী নহে। (শকারকে দেখিয়া) এই ব্যক্তিই অপরাধী, অরে রে রাজশ্যাল! সংস্থানক! * দুর্জন! দুর্মনুষ্য! এটি অতি অন্যায়; যদিও আর্য্য চারুদত্ত দরিদ্র হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার গুণাবলিদ্বারা এই উজ্জয়িনী কি অলঙ্কৃতা হয় নাই? যে তোমরা বলপূর্ব্বক তাঁহার গৃহ প্রবেশ করিয়া পরিজনের অবমাননা করিতেছ। দরিদ্র বলিয়া পরাভব করা উচিত হয় না, যে হেতু চারুদত্ত কৃতান্তের নিকট দরিদ্র নহেন; দুশ্চরিত্র ব্যক্তি ধনশালী হইলেও তাঁহার নিকট দরিদ্র হইয়া থাকে।

বিট। (সলজ্জ হইয়া) ভো মহাব্রাহ্মণ! ক্ষমা করুন। ভ্রমবশতই ইহা ঘটিয়াছে, অহঙ্কার বশতঃ নহে; দেখুন, আমরা কামুকী স্ত্রীর অনুসন্ধান করিতেছি।

বিদূ। এই স্ত্রী কি কামুকী?।

বিট। শান্ত! শান্ত! সে এক যুবতী বারবিলাসিনী; সে আমাদের দৃষ্টিপথের বহির্গতা হইয়াছে, তাহার ভ্রমেই ইহাকে ধরিয়া আমরা লজ্জিত হইলাম। এক্ষণ ভবৎসমীপে বিনীতভাবে অনুনয় করিতেছি (এই বলিয়া খড়্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া পদতলে পতিত হইল)।

বিদূ। সৎপুরুষ! উঠ উঠ; আমি না জানিয়াই তিরস্কার করিয়াছি, এক্ষণে নির্দ্দোষিতা জানিয়া অনুনয় করিতেছি।

বিট। মহাশয়! আপনকার নিকট আমাদেরই অনুনয় করা উচিত; যদি আপনি একটি প্রতিজ্ঞা করেন তাহা হইলে আমি উঠি।

বিদূ! কি প্রতিজ্ঞা? বল।

বিট। যদি এই বৃত্তান্ত আর্য্য চারুদত্তের নিকটে না বলেন।

বিদূ। আচ্ছা, বলিব না।

* শকারের নাম সংস্থানক

বিট। মহাশয়! আপনকার প্রণয় শিরোধার্য্য করিলাম, যে হেতু আমরা শস্ত্রধারী হইয়াও গুণশস্ত্রধারী আপনাদের নিকটে পরাজিত হইয়াছি। 45

শকার। (ক্রোধপূর্ব্বক) ভাব! কি কারণে কৃতাঞ্জলি হইয়া এই দুষ্ট ব্রাহ্মণের পদতলে পড়িলেন?

বিট। ভয়বশতঃ

শকার। আপনার ভয়ের কারণ কি?

বিট। চারুদত্তের গুণগ্রামই ভয়ের কারণ।

শকার। যাহার গৃহে প্রবেশ করিলে খাদ্যবস্তু কিছুই পাওয়া যায় না, তাহার আবার গুণ কি?

বিট। ও কথা বলিও না।

বহুজলপরিপূর্ণ সরোবর গ্রীষ্ম সময়ে মনুষ্যাদির পিপাসা অপনয়নার্থ জলদান করিয়া যেরূপ শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ চারুদত্তও মাদৃশ জনগণের প্রার্থনা পূরণ করিয়া দরিদ্র হইয়াছেন। এবং তিনি ঐশ্বর্য্য বলে কখন কাহারও অবমাননা করেন নাই; 46

শকার। কে সে গর্ব্ভদাসীর পুত্র?, সে কি অসীমপরাক্রমশালী বীর? কি পাণ্ডুতনয় অর্জুন? না রাধার পুত্র কর্ণ? না রাবণ? না ইন্দ্রপুত্র বালী? কিংবা কুন্তীর গর্ব্ভজাত রামচন্দ্রের ঔরসপুত্র অশ্বত্থামা? অথবা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির? না জটায়ু?, কে সে?।

বিট। মূর্খ! তিনি আর্য্য চারুদত্ত। তিনি দীনও দুঃখীগণের পক্ষে স্বীয়গুণস্বরূপফলভরে অবনত কল্পতরু; সাধুদিগের আশ্রয়প্রদ; শিক্ষিত শাস্ত্রের দর্পণস্বরূপ; বিশুদ্ধ চরিত্রের পরীক্ষাস্থান; সুশীলতা সলিলের জলধিস্বরূপ; এবং নিয়ত সৎকর্ম্মকারী; লোকমর্য্যাদারক্ষক; সরলভাবাপন্ন ও ঔদার্য্যাদি পৌরুষ গুণ সম্পন্ন; অতএব মনুষ্যগণের মধ্যে কেবল তিনিই সর্ব্বজন প্রশংসনীয় হইয়া জীবিত আছেন অন্যেরা কেবল প্রাণধারণ করিতেছেন। এক্ষণে আমরা এ স্থান হইতে যাই চল। 48

শকার। বসন্তসেনাকে না লইয়া যাইব?

বিট। বসন্তসেনা পলাইয়াছে।

শকার। কি প্রকার?

বিট। অন্ধের দৃষ্টি, রুগ্নের পুষ্টি, মূর্খের বুদ্ধি, অলসের কার্য্যসিদ্ধি, মেধাশূন্য ও বিপন্ন ব্যক্তির বিদ্যা এবং শত্রু জনের প্রতি রতির ন্যায় সেই বসন্তসেনা অদৃষ্ট হইয়াছে।

শকার। বসন্তসেনাকে না লইয়া যাইব না।

বিট। তুমি কি ইহাও শ্রবণ কর নাই? যে হস্তীকে বন্ধনস্তম্ভে বান্ধিতে পারিলেই আয়ত্ত হয়, ঘোটকের মুখে লাগাম দিতে পারিলেই বশীভূত হয়, এবং কামিনীর মন হরণ করিতে পারিলেই অনুরক্তা হয়, অতএব যদি তাহার মন হরণ করিতে না পারিয়া থাক তবে গমন কর, এখানে থাকিবার প্রয়োজন কি?

শকার। যাইতে ইচ্ছা হয় তুমি যাও, আমি যাইব না।

বিট। আমি চলিলাম। (এই বলিয়া বহির্গত হইল)

শকার। ভাব ত নিশ্চয়ই গমন করিলেন। (বিদূষকের প্রতি) অরে! কাকপদের ন্যায় কতিপয় কেশধারী দুষ্ট ব্রাহ্মণকুমার! বস, বস।

বিদূ। আমরা বহুকাল বসিয়া আছি।

শকার। কে বসাইয়াছে?।

বিদূ। দৈব বসাইয়াছেন।

শকার। অরে উঠ উঠ।

বিদূ। পরে উঠিব।

শকার। কবে উঠিবে?

বিদূ। যখন দৈব পুনর্ব্বার অনুকূল হইবেন।

শকার। অরে! কাঁদ কাঁদ।

বিদূ। আমরা বহুকাল অবধি কাঁদিতেছি।

শকার। কে কাঁদাইতেছে?

বিদূ। দরিদ্রতা।

শকার। অরে! হাস হাস।

বিদূ। হাসিব।

শকার। কবে হাসিবে?

বিদূ। যখন আর্য্য চারুদত্তের পুনর্ব্বার সম্পত্তি হইবে।

শকার। অরে! দুষ্ট ব্রাহ্মণকুমার! তুমি আমার কথায় সেই দরিদ্র চারুদত্তকে বলিবে, যে নবনাটকের অভিনয়নিমিত্ত উপস্থিত সূত্রধারপত্নীর ন্যায় সুবর্ণধারিণী ও হিরণ্যধারিণী বসন্তসেনা নামে এক বেশ্যার কন্যা, কামদেবায়তন উপবন হইতে তোমার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে, আমরা বলপূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া বহুবিধ অনুনয় করিলেও সে তোমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। অতএব যদি তুমি তাহাকে আমার হস্তে স্বয়ং সমর্পণ কর, তবে বিচারালয়ে নালিশ না করিতে করিতে ত্বরায় প্রত্যর্পণ করিলে তোমার সহিত আমার অকৃত্রিম প্রণয় হইবে, অন্যথা ত্বরায় প্রত্যর্পণ না করিলে আমরণান্তিক শত্রুতা জন্মিবে। অপিচ, দেখ দেখ। (বৃন্তভাগে গোময়লিপ্ত কুষ্মাণ্ড, শুষ্ক শাক, তৈলাদিতে ভর্জ্জিত মাংস, এবং শীতকালের রাত্রি-পক্ক অন্ন, ইহারা বহুকাল থাকিলেও নষ্ট হয় না।) ভালরূপ বলিও, শীঘ্র বলিও, এবং সেইরূপে বলিও যেরূপে আমি আপন অট্টালিকার উপরিভাগের গৃহে বসিয়া শুনিতে পাই; যদি না বল, তবে কপাটের অধোভাগে প্রবিষ্ট কয়েত ফল যেরূপ মড়্ মড়্ শব্দে ভাঙ্গিয়া যায় সেইরূপ তোমার মস্তক ভাঙ্গিব।

বিদূ। বলিব।

শকার। (কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া) চেট! ভাব সত্যই গিয়াছেন।

চেট। হাঁ মহাশয়!

শকার। তবে আমরাও যাই চল।

চেট। মহাশয়! আপনি এই খড়্গ ধারণ করুন।

শকার। তোমার হস্তেই থাকুক।

চেট। এই খড়্গ আপনার হস্তেরই যোগ্য, অতএব আপনিই ধারণ করুন।

শকার। (খড়্গের অগ্রভাগে ধরিয়া) কোষ শূন্য ও মূলক পুষ্প সদৃশ শুক্লবর্ণ খড়্গকে কোষের মধ্যগত করিয়া স্কন্ধে ধারণ পূর্ব্বক,

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত কুক্কুর ও কুক্কুরীর শব্দে পলায়মান শৃগালের ন্যায় গৃহে যাই। (এই বলিয়া বহির্গত হইল)।

বিদূ! রদনিকে? তোমার এই অবমাননা চারুদত্তের নিকট বলিও না, তিনি একত ধনাভাবেই ক্লেশ পাইতেছেন, তাহাতে আবার একথা শ্রবণ করিলে অন্তঃকরণে দ্বিগুণতর দুঃখিত হইবেন।

রদ। আর্য্যমৈত্রেয়! আমি রদনিকা, আমাকে সংবৃতমুখী জানিবেন।

বিদূ। তুমি এই প্রকারই বট।

চারু। (বসন্তসেনার প্রতি) রদনিকে! মারুতাভিলাষী রোহসেন (চারুদত্তের পুত্র) প্রদোষ সময়ের সমীরণ সঞ্চারে শীতার্ত্ত হইয়াছেন। অতএব উহাকে ভবনের অভ্যন্তরে আনয়ন কর এবং এই উত্তরীয় উহার গাত্রে দাও। (এই বলিয়া উত্তরীয় প্রদান করিলেন)।

বসং। (স্বগত) ইনি আমাকে পরিজন মনে করিতেছেন! (উত্তরীয় লইয়া আঘ্রাণ পূর্ব্বক মনে মনে সকামা হইয়া) অহো! এই উত্তরীয় জাতিপুষ্পে সুবাসিত; বোধ হইতেছে—ইহার যৌবনকাল সুখোপভোগে অদ্যাপি সতৃষ্ণ হইয়া রহিয়াছে (কিঞ্চিৎ সরিয়া উত্তরীয় দ্বারা আপন দেহ আবৃত করিল।

চারু। রদনিকে! রোহসেনকে লইয়া অভ্যন্তরে আইস।

বসং। (স্বগত) এ অভাগিনী তোমার অভ্যন্তরের অযোগ্যা।

চারু। রদনিকে! প্রত্যুত্তরও দিতে নাই?; হায়! কি কষ্ট! লোক যখন দৌর্ভাগ্যবশতঃ দৈবজাত দীনদশা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার মিত্রগণও শত্রু হইয়া উঠে, এবং চিরানুরক্ত ব্যক্তিরাও বিরক্ত হইতে থাকে। (ইত্যবসরে রদনিকা ও বিদূষক আসিয়া উপস্থিত হইল।) 53

বিদূ। মহাশয়! এই রদনিকা।

চারু। এ রদনিকা! তবে এ স্ত্রীলোকটি কে?, রদনিকার ভ্রমে উত্তরীয় বস্ত্র প্রদান করায় ইনি পরপুরুষীয়বস্ত্র স্পর্শে দূষিতা হইয়া।

বসং। (স্বগত) দূষিতা না হইয়া বরং ভূষিতা হইলাম।

চারু। শরৎকালীন জলশূন্য জলধরে আবৃত চন্দ্র লেখার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। অথবা পরস্ত্রীদর্শনে প্রয়োজন নাই।

বিদূ। মহাশয়! পরস্ত্রীদর্শনের শঙ্কা করিবেন না; এই বসন্তসেনা কামদেবায়তন উপবন হইতে আপনকার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছেন।

চারু। অয়ে! ইনিই বসন্তসেনা! (স্বগত) যাহার দর্শনে আমার অন্তঃকরণে সম্ভোগেচ্ছা বলবতী হইয়াও কুপুরুষের ক্রোধের ন্যায় স্বীয়শরীরেই লয় পাইতেছে। ১৮

বিদূ। বয়স্য! রাজশ্যাল শকার এই কথা বলিতেছে।

চারু। কি বলিতেছে?।

বিদূ। নবনাটকের অভিনয় করিবার জন্য সমুপস্থিতা সূত্রধার পত্নীর ন্যায় সুবর্ণধারিণী ও হিরণ্যধারিণী বসন্তসেনা নামে বেশ্যাকন্যা কামদেবায়তন উপবন হইতে তোমার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছে, আমরা বলপূর্ব্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া অনুনয় করিলেও তোমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে।

বসং। (স্বগত) বলপূর্ব্বক অনুনয় করিলেও, এটি সত্য কথা, এই কয়েকটি—অক্ষর দ্বারা অলঙ্কৃতা হইয়াছি।

বিদূ। অতএব যদি তুমি তাহাকে আমার হস্তে স্বয়ং সমর্পণ কর, তাহা হইলে বিচারালয়ে নালিশ না করিতে করিতে শীঘ্র পাঠাইলে তোমার সহিত আমার অকৃত্রিম প্রণয় হইবে, অথবা যাবজ্জীবন শত্রুতা জন্মিবে।

চারু। (অবজ্ঞাপূর্ব্বক) সে অতিমূর্খ। (স্বগত) এই যুবতী দেবতাদিগেরও আরাধন যোগ্যা, সেই হেতু তৎকালে, গৃহে প্রবেশ কর এই বলিয়া অনুরোধ করিলেও, আমার দৌর্ভাগ্যজাত দুঃখের দশা দেখিয়া গমনকরেন নাই। যদিও পুরুষসংসর্গে বাচালতা বশতঃ বহুবিধ কথা বলিয়াছিলেন তথাপি প্রগল্‌ভতা সূচক একটিও কথাবলেন নাই (প্রকাশ) বসন্তসেনে! আমি না জানিয়া তোমার যথোচিত সম্মান না করায় অপরাধী হইয়াছি অতএব প্রণামপূর্ব্বক অনুনয় করিতেছি।

বসং। অনুমতি ব্যতিরেকে, আমার প্রবেশের অযোগ্য অভ্যন্তরে

প্রবেশ করিয়া আমিই অপরাধিনী হইয়াছি অতএব আমিও নতশিরা হইয়া অনুনয় করিতেছি অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

বিদূ। তোমরা উভয়ে পরস্পর প্রণাম করায়, পরিপক্ক ধান্যের অগ্রভাগ ও ক্ষেত্রের উপরিভাগ উভয়ে যেরূপ পরস্পর মিলিত হয়, সেই রূপ আপনাদের উভয়ের মস্তক দ্বয় পরস্পর মিলিত হইল এক্ষণ আমি উষ্ট্রশিশুর জানু সদৃশ এই মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া তোমাদের উভয়কেই অনুনয় করিতেছি, তোমরা উঠ উঠ।

চারু। আচ্ছা প্রণয় থাকুক।

বসং। (স্বগত) ইহার এই বাক্যটি চতুরতাসূচক ও অতিমনোহর, কিন্তু এতাদৃশভাবে আসিয়া অদ্য এখানে থাকা উচিত হয় না। আচ্ছা এই প্রকার বলা যাউক (প্রকাশ) আর্য্য! যদি আমি আপনকার অনুগ্রহের পাত্র হই তবে আমি এই অলঙ্কার আপনকার গৃহে রাখিতে ইচ্ছাকরি; অলঙ্কার জন্যই এই পাপিষ্ঠ শকার প্রভৃতিরা আমার অনুগামী হইয়াছে।

চারু। আমার গৃহ পরের বস্তু গচ্ছিত রাখিবার অযোগ্য।

বসং। এটি অলীক কথা; লোকেরা সৎপুরুষ দেখিয়াই বস্তু গচ্ছিত রাখে গৃহ দেখিয়া রাখে না।

চারু। মৈত্রেয়! এই অলঙ্কার গ্রহণ কর।

বসং। অনুগৃহীতা হইলাম (এই বলিয়া অলঙ্কার প্রদান করিল)।

বিদূ। (লইয়া) বসন্তসেনার মঙ্গল হউক।

চারু। মূর্খ! ইহা গচ্ছিত বস্তু, দান নহে।

বিদূ। (বসন্তসেনার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া) যদি ইহা দান না হয়, তবে ইহাকে চৌরে লইয়া যাউক।

চারু। অল্পকালের মধ্যেই।

বিদূ। এই অলঙ্কার কি আমাদের হইবে?।

চারু। প্রত্যর্পণ করিতে হইবে!

বসং। আর্য্য! আমি এই আর্য্য বিদূষকের সহিত আপন ভবনে গমন করিতে ইচ্ছাকরি।

চারু। মৈত্রেয়! তুমি ইহাঁর অনুগামী হও।

বিদূ। বয়স্য! তুমিই এই কলহংসগামিনী বসন্তসেনার অনুগামী হইলে রাজহংসের ন্যায় শোভা পাইবে; আমি ব্রাহ্মণ, যেখানে সেখানে দুষ্টলোকেরা ভ্রমণ করিতেছে; কুক্কুরেরা চতুষ্পথে পতিত খাদ্য বস্তু পাইলেই যেরূপ ভক্ষণ করে, সেইরূপ তাহারা আমাকে পাইয়া খাইলেই মরিয়া যাইব।

চারু। আচ্ছা, আমিই ইহাঁর অনুগামী হইব; তুমি রাজপথের উপযুক্ত দীপাবলি প্রজ্বলিত কর।

বিদূ। বর্দ্ধমানক! দীপাবলী জ্বালিয়া আন।

চেট। (জনান্তিক) অরে! তৈল ব্যতিরেকে কি দীপাবলি প্রজ্বলিত হয়?।

বিদূ। (জনান্তিক) অহো! নির্ধনকামুকের অপমানকারিণী বারবিলাসিনী যেরূপ স্নেহ শূন্যা হয়, সেইরূপ আমাদের দীপশ্রেণীও তৈলশূন্যা হইয়াছে।

চারু। মৈত্রেয়! আচ্ছা, প্রদীপের প্রয়োজন নাই। দেখ। কামিনীর গণ্ডসদৃশ পাণ্ডুবর্ণ, রাজপথের প্রদীপস্বরূপ নিশানাথ গ্রহগণ সমভিব্যাহারে উদয় পাইতেছেন; যাহাঁর শুক্লবর্ণ কিরণাবলি, আর্দ্র পঙ্ক মধ্যে ক্ষীরধারার ন্যায়, তিমিরপটলমধ্যে পতিত হইতেছে। (অনুরাগপূর্ব্বক) বসন্তসেনে! এই তোমার গৃহ, প্রবেশ কর। (বসন্তসেনা সস্নেহে চারুদত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বহির্গতা হইল)।

চারু। বয়স্য! বসন্তসেনা গিয়াছেন, আইস আমরাও গৃহে যাই; রাজপথ জনশূন্য হইয়াছে, রক্ষিপুরুষেরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, দুষ্টলোকের প্রতারণা পরিহার করিতে হইবে, যেহেতু রাত্রিকাল প্রতারণা, চৌর্য্য, লাম্পট্যাদি নানা দোষের আকর। (ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া) এই অলঙ্কারের পাত্রটি তুমি রাত্রিতে ও বর্দ্ধমানক দিবসে রক্ষা করিবে।

বিদূ। যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া সকলে প্রস্থান করিল)

(মৃচ্ছকটিকের অলঙ্কার ন্যাস নামক প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইল)

মৃচ্ছকটিকনাটক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চেটী (প্রবেশ করিয়া) মাতা (বসন্তসেনার মাতা) আমাকে আর্য্যার (বসন্তসেনার) নিকট বার্ত্তা লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন ; এখন অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আর্য্যার নিকটে যাই (ইতস্ততঃ ভ্রমণ-পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া) এই যে আর্য্যা মনে মনে চিন্তান্বিতা হইয়া বসিয়া আছেন ; ইহাঁর নিকটে যাই। (তাহার পর আসনে উপবিষ্টা ও চিন্তাকুলমানসা বসন্তসেনা ও মদনিকা প্রবেশ করিল)।

বসং। মদনিকে ! তাহার পর ? তাহার পর ? ।

মদ। আর্য্যে ! কৈ আপনি ত কিছুই বলেন নাই, তাহার পর তাহার পর কি ? ।

বসং। আমি কি বলিলাম ? ।

মদ। তাহার পর ? তাহার পর ? এই কথা বলিলেন।

বসং। (ভ্রূভঙ্গী করিয়া) হাঁ এই বটে।

(বসন্তসেনার মাতার চেটী নিকটে আসিয়া) আর্য্যে ! মাতা আপনাকে আদেশ করিয়াছেন, স্নান করিয়া দেবতাদিগের পূজা করিতে হইবে।

বসং ! চেটি : তুমি মাতার নিকট গিয়া বল, আমি অদ্য স্নান করিব না, ব্রাহ্মণ দ্বারা দেবতাদিগের পূজা করিতে হইবে।

চেটী। যে আজ্ঞা (এই বলিয়া বহির্গত হইল)

মদ। আর্য্যে ! স্নেহবশতই জিজ্ঞাসা করিতেছি, দোষ দর্শনাভি-প্রায়ে নহে, তোমাকে এপ্রকার দেখিতেছি কেন ? ।

বসং। মদনিকে! আমাকে কি প্রকার দেখিতেছ?।

মদ। আপনাকে অন্যমনা দেখিয়া বুঝিতেছি, আপনি হৃদয়গত কোন পুরুষের বিষয় চিন্তা করিতেছেন।

বসং। তুমি যথার্থই জানিয়াছ, না জানিবে কেন, পরের মনোগতভাব-গ্রহণে চতুরা মদনিকা তুমি।

মদ। ভাল ভাল! অদ্য তরুণজনের মদন-মহোৎসব টি অনুগৃহীত হইল; আপনি রাজার বা রাজবল্লভ কোন ধনি পুরুষের সেবা করিবেন? বলুন।

বসং। মদনিকে! আমি কেবল রমণার্থিনী হইয়াছি, ধনলালসায় রাজাদির সেবাভিলাষিণী নহি।

মদ। আপনি কি বিদ্বান্ কোন ব্রাহ্মণযুবার প্রার্থনা করেন?।

বসং। না; ব্রাহ্মণ জাতি আমার পূজনীয়।

মদ। তবে কি দেশ বিদেশে বাণিজ্যব্যবসায়ে অসীম ঐশ্বর্য্যশালী কোন বণিক্‌যুবার প্রতি আপনার ইচ্ছা হইয়াছে?

বসং। বণিকযুবা অনুরাগিণী প্রণয়িনী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশান্তরে গমন করায় প্রণয়িনীকে বিষম বিরহব্যথা ভোগ করিতে হয়।

মদ। আর্য্যে! না রাজা, না রাজবল্লভ, না ব্রাহ্মণ, না বণিক্, তবে কোন্ ব্যক্তির প্রতি আপনকার অনুরাগ জন্মিয়াছে?।

বসং। মদনিকে! তুমি ত আমার সহিত কামদেবায়তন উপবনে গিয়াছিলে?।

মদ। হ্যাঁ গিয়াছিলাম।

বসং। তথাপি উদাসীনার ন্যায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ?

মদ। জানিলাম, কি সেই ব্যক্তি? যিনি, আপনি শরণাগতা হইলে, অনুগ্রহ করিয়াছিলেন?

বসং। তাহাঁর নাম কি?

মদ। তিনি বণিক্ পল্লীতে বাস করেন।

বসং। অয়ি! তাহাঁর নাম জিজ্ঞাসা করিতেছি।

মদ। আর্য্যে! সেই মহাত্মার নাম চারুদত্ত।

বসং। (সহর্ষে) সাধু মদনিকে! সাধু। তুমি ভাল মনে করিয়াছ।

মদ। (স্বগত) আচ্ছা এই বলা যাউক। (প্রকাশ) আর্য্যে!। শুনিতেছি তিনি বড় দরিদ্র।

বসং। এই নিমিত্তই তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছি, বার-বিলাসিনী দরিদ্রজনে অনুরাগিণী হইলে জনসমীপে নিন্দাভাগিনী হয় না।

মদ। আর্য্যে! মধুকরীরা কি কুসুমশূন্য আম্রতরুর নিকটে যায়?

বসং। এই নিমিত্তই তাহাদিগকে মধুকরী * বলিয়া থাকে।

মদ। আর্য্যে! যদি সেই ব্যক্তিই আপনার মনোমত হইয়াছে, তাহা হইলে কেন সত্বর অভিসার করিতেছেন না?

বসং। মদনিকে! সহসা অভিসার করিলে, কি জানি, প্রত্যুপকারে দৌর্ব্বল্যবশতঃ পুনর্ব্বার তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ দুর্লভ হইলেও হইতে পারে।

মদ। এই নিমিত্তই কি? সেই অলঙ্কার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন?

বসং। মদনিকে! তুমি বেশ বুঝিয়াছ।

(নেপথ্যে) অহে ভট্টারক! দ্যূতকর (সংবাহক) দশ মোহরের নিমিত্ত অবরুদ্ধ হইয়া পলাইতেছে পলাইতেছে; ধর ধর; পলাবে কোথায়? দূর হইতে দেখিতে পাইতেছি। ‡। (সংবাহক ব্যস্ত হইয়া বস্ত্রের আবরণ ব্যতিরেকে প্রবেশ পূর্ব্বক) দ্যূতক্রীড়া অশেষ ক্লেশের আকর। নববন্ধন-মুক্ত-গর্দ্দভীর ন্যায় এই পণরূপা গর্দ্দভীদ্বারা তাড়িত হইয়াছি; অঙ্গরাজ কর্ণের অস্ত্রবলে ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচ যেরূপ আহত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও ইহাদের শক্তিদ্বারা আহত

* মধুকরীরা নিয়ত মধু পান করিয়া মত্ত হইয়া থাকে, মত্ত ব্যক্তিরা কৃতজ্ঞতা, গুণপরতন্ত্রতা প্রভৃতি ভুলিয়া যায়; সুতরাং কুসুম শূন্য আম্রতরু পরিত্যাগে মধুকরী-দিগের নিন্দা নাই।

‡ সংবাহক ও দ্যূতকর ইহারা দ্যূতক্রীড়া করিতেছিল, মাথুর দ্যূত সভার অধ্যক্ষ এই জন্য কখন কখন তাহার নাম সভিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সংবাহক দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া ও পণের টাকা না দিয়া পলাইতেছে, মাথুর ও দ্যূতকর উভয়ে উহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎগামী হইয়াছে।

হইয়াছি। সভিক লিখনে ব্যাপৃতমনা হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া তথা হইতে সত্বর বহির্গত হইয়া রাজপথে আসিয়াছি; এখন কাহার শরণাগত হইব ! । যাহা হউক, এই সভিক ও দ্যূতকর অন্যদিকে আমার অন্বেষণ করিতেছে. আমি এই সময়ে এই দেবতা-শূন্য দেবভবনে পশ্চাৎগমনে প্রবেশ করিয়া দেবপ্রতিমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকি। (এই বলিয়া বহুবিধ নৃত্য করিয়া সেইরূপ হইয়া রহিল। তাহার পর মাথুর ও দ্যূতকর প্রবেশ করিল)

মাথুর। অহে ভট্টারক ! দ্যূতকর সংবাহক দশ মোহরের জন্য অবরুদ্ধ হইয়া পলাইতেছে পলাইতেছে; ধর ধর; দাঁড়াও দাঁড়াও; দূর হইতে দেখিতে পাইতেছি।

দ্যূতকর। যদি তুমি পাতালেও প্রবেশ কর, অথবা দেবরাজ ইন্দ্রেরও শরণাগত হও, তথাপি কেবল সভিক ব্যতিরেকে মহাদেবও তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

মাথু। অরে সভিক-প্রতারক সংবাহক ! তুমি ভয়ে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া, উন্নতানত পথে পাদস্খলন হেতু পড়িতে পড়িতে কোথায় পলাইতেছ? এবং পলাইয়া কেবল নিজকুল ও যশকে কলঙ্কিত করিতেছ।

দ্যূত। (পদচিহ্ন দেখিয়া) এই যাইতেছে এই যাইতেছে; আর যে পদচিহ্ন দেখা যায় না।

মাথু। (দেখিয়া ও তর্ক করিয়া) অরে ! পদচিহ্ন বিপরীত দেখিতেছি, যেন কেহ দেবালয় হইতে বাহিরে আসিয়াছে: দেবালয়ে দেবতা নাই, সুতরাং এখানে মানুষের আগমনই সম্ভবে না। (চিন্তা করিয়া) অরে ! সেই ধূর্ত্ত সংবাহক পশ্চাৎ ভাগে গমন করিয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছে।

দ্যূত। তবে দেবালয়ে প্রবেশ করা যাউক।

মাথু। আচ্ছা, তাহাই করা যাউক। (এই বলিয়া প্রবেশপূর্ব্বক দেখিয়া, সংবাহকই প্রতিমার ন্যায় রহিয়াছে, ইহা নেত্র ভঙ্গী দ্বারা পরস্পরকে বলিয়া)

দ্যূত। এ কি কাষ্ঠময়ী প্রতিমা?

মাথু। অরে! না, না, প্রস্তর ময়ী প্রতিমা।

(উভয়ে সংবাহককে নানা প্রকার সঞ্চালিত করিয়া, সংবাহকই এ, অন্য কেহ নহে, ইহা সংকেত দ্বারা পরস্পরকে বলিয়া)

আচ্ছা, এস, আমরা দ্যূতক্রীড়া করি। (এই বলিয়া উভয়ে নানা প্রকার ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল)।

সংবা। (নানাপ্রকারে দ্যূতক্রীড়ার ইচ্ছা সংবরণ করিয়া স্বগত)

অরে! ঢাকের শব্দে রাজ্যভ্রষ্ট ভূপতির ন্যায় দ্যূত ক্রীড়ার শব্দে ধনবিহীন জনের মন চঞ্চল হয়। আমি নিশ্চয়ই জানিতেছি আর দ্যূতক্রীড়া করিব না, যে হেতু সুমেরুপর্ব্বতের শিখর হইতে পতনের ন্যায় এই দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বনাশ হয়, কিন্তু কোকিলের কলরব সদৃশ সুমধুর এই দ্যূতক্রীড়ার শব্দটি আমার মন হরণ করিয়া লইতেছে।

দ্যূত। এবার আমার খেলা, আমার খেলা।

মাথু। না, না, আমার খেলা, আমার খেলা।

সংবা। (দেবতামূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য দিক্ হইতে আসিয়া) ওহে! আমার খেলা।

দ্যূত। সংবাহক কে পাওয়া গিয়াছে।

মাথু। (ধরিয়া) অরে লুপ্তদণ্ডক! তোমাকে ধরিয়াছি। দশ মোহর দাও।

সংবা। আজ্ দিব।

মাথু। এখনই দাও।

সংবা। দিব, প্রসন্ন হও।

মাথু। অহে! তুমি এখনই দাও।

সংবা। মাথা ঘুরিতেছে। (এই বলিয়া ভূতলে পড়িল। মাথুর ও দ্যূতকর উভয়ে নানা প্রকার তাড়না করিতে লাগিল)

মাথু। এই তুমি দ্যূতকরের মণ্ডলী দ্বারা বদ্ধ হইলে।

সংবা। (উঠিয়া বিষণ্ণ হইয়া) আমি দ্যূতকরের মণ্ডলী দ্বারা বদ্ধ

হইলাম!। হায়! এই ব্যবহার টি মাদৃশ দ্যূতকরদিগের অলঙ্ঘনীয়। এখন কিরূপে টাকা দিব?

মাথু। অরে! বন্দোবস্ত কর।

সংবা। আচ্ছা, তাহাই করি। (দ্যূতকরের হস্তে ধরিয়া) ভাই! আমি তোমাকে অর্দ্ধেক দিব, তুমি অর্দ্ধেক ত্যাগ কর।

দ্যূত। আচ্ছা, তাহাই হউক।

সংবা। (সভিকের নিকটে গিয়া) মহাশয়! অর্দ্ধেকের বন্দোবস্ত করি, আপনি অর্দ্ধেক ত্যাগ করুন।

মাথু। দোষ কি, তাহাই হউক।

সংবা। (প্রকাশ) মহাশয়! আপনি অর্দ্ধেক ত্যাগ করিলেন?

মাথু। হাঁ ত্যাগ করিলাম।

সংবা। (দ্যূতকরের নিকটে গিয়া) তুমিও অর্দ্ধেক ত্যাগ করিলে?

দ্যূত। হাঁ অর্দ্ধেক ত্যাগ করিলাম।

সংবা। তবে আমি এখন চলিলাম।

মাথু। কোথায় যাইতেছ? দশ মোহর দিয়া যাও।

সংবা। দেখুন্ দেখুন মহাশয়রা। ইহাঁরা এখনই অর্দ্ধাংশে বন্দোবস্ত করিলেন, অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি এখনই চাহিতেছেন।

মাথু। (সংবাহককে ধরিয়া) ধূর্ত্ত! আমি মাথুর, বড় চতুর, এ বিষয়ে তোমাকে ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিতে দিব না। তুমি এখনই সমুদায় দাও।

সংবা। কি রূপে দিব?।

মাথু। পিতাকে বিক্রয় করিয়া দাও।

সংবা। আমার পিতা কোথায়?।

মাথু। মাতাকে বিক্রয় করিয়া দাও।

সংবা। আমার মাতা কোথায়?।

মাথু। তুমি আপনাকেই বিক্রয় করিয়া দাও।

সংবা। আচ্ছা, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে রাজপথে লইয়া চলুন্।

মাথু। আচ্ছা, চল।

সংবা। আচ্ছা, আসুন! (এই বলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া) হে মহোদয়গণ! দশ মোহর দিয়া এই সভিকের হস্ত হইতে আমাকে ক্রয় করুন। (আকাশে দৃষ্টি পাত পূর্ব্বক) কি বলিতেছেন? কি করিবে? এই কথা?, আমি আপনার গৃহে ভৃত্য হইয়া কর্ম্ম করিব। ইনি যে প্রত্যুত্তর না দিয়াই চলিয়া গেলেন; আচ্ছা, অন্যের নিকট আবার এই রূপ বলিয়া দেখি। (এই বলিয়া পুনর্ব্বার ঐ কথা বলিল) এই যে ইনিও অবজ্ঞা পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। হায়! আর্য্যচারুদত্ত দরিদ্র হওয়াতেই আমাকে এতাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াই থাকিতে হইল।

মাথু। অরে! দাও দাও।

সংবা। কিরূপে দিব। (এই বলিয়া পতিত হইল। মাথুর ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল)

সংবা। হে মহোদয়গণ! আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

(তাহার পর দর্দ্দুরক প্রবিষ্ট হইল)

দর্দ্দু। অহো! দ্যূতক্রীড়া লোকের সিংহাসনশূন্য রাজ্যস্বরূপ। যে হেতু, দ্যূতকরেরা কোন ব্যক্তির নিকট পরাভব গণ্য করেনা, এবং প্রত্যহ অসীম অর্থের উপার্জ্জন ও বিতরণ করিয়া থাকে; এই জন্য ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন লোকেরা অপরিমিত আয়শালী নরপতির ন্যায় দ্যূতের সেবা করিয়া থাকে।

অপিচ। দ্যূতব্যবসায়েই আমার অর্থলাভ হইয়াছে, দ্যূতব্যবসায়েই দারপরিগ্রহ ও মিত্র সংগ্রহ হইয়াছে, দ্যূতব্যবসায়েই দান করিয়াছি ও সুখসম্ভোগে কাল কাটাইয়াছি এবং দ্যূতব্যবসায়েই সর্ব্বস্ব হরাইয়াছি।

অপিচ। তীয়া অর্থাৎ তিন, সাত, এগার প্রভৃতির পতনে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি; দুয়া অর্থাৎ দুই, ছয়, দশ প্রভৃতির পতনে পরাজয়শঙ্কায় শরীর শুষ্ক হইয়াছে; নান্দী ও নক্ক অর্থাৎ এক, পাঁচ, নয় ইত্যাদির পতনে গৃহে যাইবার পথ দেখিয়াছি, পূরা অথাৎ চারি, আট, বার ইত্যাদির পতনে তাড়িত হইয়া সংপ্রতি পলাইতেছি (অগ্রভাগে দৃষ্টিপাত

করিয়া) এই যে আমাদের পূর্ব্বসভার অধ্যক্ষ মাথুর এই দিকেই আসিতেছে; এখন আর পলাইতে পারি না; এজন্য উত্তরীয় বস্ত্র-দ্বারা আবৃত হইয়া থাকি (এই বলিয়া বহুবিধ নৃত্য করিয়া রহিল। উত্তরীয় বস্ত্র বিস্তার করিয়া দেখিয়া) এই বস্ত্রটি সূত্র বিষয়ে দরিদ্র ও শত শত ছিদ্রে ভূষিত হইয়াছে অতএব ইহা খুলিয়া গাত্রে দিবার যোগ্য নহে কিন্তু গুড়িয়া রাখিলেই শোভা পায়। অথবা এই দুর্ব্বল ব্যক্তি আমার কি করিবে ? ; আমি এক পদ আকাশ মণ্ডলে ও অপর পদ ভূতলে দিয়া সমস্ত দিবা লম্বমান হইয়া থাকিতে পারি।

মাথু। টাকা দাও টাকা দাও।

সংবা। কিরূপে দিব। (মাথুর টানাটানি করিতে লাগিল)

দর্দ্দু। ওরে! সম্মুখে এ কি হইতেছে? (আকাশে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) আপনি কি বলিতেছেন? সভিক দ্যূতকরকে ক্লেশ দিতেছে, কোন ব্যক্তিই উহাকে রক্ষা করিতেছে না, এই কথা? ; এই দর্দুরকই রক্ষা করিবে। (এই বলিয়া নিকটে গিয়া) সকলে সর সর। (এই বলিয়া জনসমূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিয়া) আরে! এই ধূর্ত্ত মাথুর! এবং অতিভালমানুষ সংবাহক!।

পণের টাকা দিতে না পারায়, যাহাকে বৃক্ষে লম্বমান ও অবনত-মস্তক হইয়া নিস্পন্দরূপে সমস্ত দিবাভাগ যাপন করিতে হয়, যাহার পৃষ্ঠ দেশে নিয়ত লোষ্টের আঘাতে কড়া পড়িয়াছে এবং কুক্কুরগণ যাহার জঙ্ঘাদ্বয় প্রতিদিবস চর্ব্বণ করিয়া থাকে, দীর্ঘতর ও কোমলাঙ্গ সেই সংবাহকের দ্যূতক্রীড়ায় প্রয়োজন কি?। যাহা হউক প্রথমতঃ মাথুরকে সান্ত্বনা করি (নিকটে গিয়া) মাথুর! নমস্কার।

মাথু। প্রতি নমস্কার।

দর্দু। এ কি?

মাথু। এই ব্যক্তি দশটি মোহর ধারে।

দর্দু। দশ মোহর ত কল্যবর্ত্ত *

মাথু। (দর্দুরকের কক্ষ দেশ হইতে জড়ীকত উত্তরীয় আকর্ষণ

* প্রাতঃকালের ভোজন।

পূর্ব্বক) দেখুন দেখুন মহাশয় রা! যাহার উত্তরীয় এত জীর্ণ ও ছিন্ন সে ব্যক্তি দশ মোহরকে কল্যবর্ত্ত বলিতেছে।

দর্দ্দু। অরে মূর্খ! দশ মোহর ত এখনই একবার খেলা করিলেই দিতে পারি। যাহার ধন আছে, সে কি অঞ্চলে করিয়া সকলকে দেখাইয়া বেড়ায়? অহে! তুমি অতি নরাধম এবং এখনই বিনষ্ট হইলে। যে হেতু দশটি মোহরের নিমিত্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট মানুষের প্রাণবধে উদ্যত হইয়াছ।

মাথু। মহাশয়! দশ মোহর তোমার পক্ষে প্রাতরাশ, কিন্তু আমার পক্ষে ইহাই ঐশ্বর্য্য।

দর্দ্দু। ওহে! যদি দশ মোহর আদায় করিতে হয় তবে একটি কথা শ্রবণ কর, ইহাকে আর দশ মোহর দাও, এ ব্যক্তি পুনর্ব্বার খেলা করুক।

মাথু। তাহা হইলে কি হইবে?।

দর্দ্দু। যদি জয়ী হয় তবে দিবে।

মাথু। যদি জয়ী না হয়?

দর্দ্দু। তবে দিবে না।

মাথু। একথা যুক্তি যুক্ত নহে; ওরে ধূর্ত্ত! তুমি একথা বলিতেছ তুমিই ইহাকে দশ মোহর দাও। আমি মাথুর, ধূর্ত্তের অগ্রগণ্য, আমি দ্যূতক্রীড়ায় অন্যকে অনায়াসে প্রতারিত করিতে পারি; আমি কাহাকেও ভয় করি না; অরে ধূর্ত্ত! তুই ভ্রষ্ট চরিত্র।

দর্দ্দু। অরে! কে ভ্রষ্টচরিত্র?।

মাথু। তুই ভ্রষ্টচরিত্র।

দর্দ্দু। তোর বাপ ভ্রষ্টচরিত্র। (সংবাহককে পলায়ন করিতে সংকেত করিল)

মাথু। ওরে বেশ্যার পুত্র! তুমি এই প্রকার খেলা শিখিয়াছ?

দর্দ্দু। হাঁ আমি এই প্রকারই শিখিয়াছি।

মাথু। অরে সংবাহক! দশ মোহর দাও।

সংবা। আজ দিব দিব। (মাথুর সংবাহককে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল)।

দর্দু। অরে মূর্খ! তুমি আমার অসাক্ষাতে উহাকে ক্লেশ দিতে পার, সাক্ষাতে পার না। (মাথুর সংবাহকের নাসিকায় মুষ্টি প্রহার করিল। সংবাহক রক্তপাতের সহিত মূর্চ্ছিত হইয়া ভুমিতে পড়িল। দর্দুরক আসিয়া উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইল। মাথুর দর্দুরককে মারিতে লাগিল। দর্দুরকও মাথুরকে মারিতে লাগিল)।

মাথু। অরে অরে দুষ্ট বেশ্যার পুত্র! ইহার প্রতিফল পাইবে।

দর্দু। অরে মূর্খ! তুমি আমাকে পথে পাইয়াই মারিতেছ, কল্য যদি রাজদ্বারে মারিতে পার তবে দেখিতে পাইবে।

মাথু। আচ্ছা, দেখিব।

দর্দু। কি রূপে দেখিবে?

মাথু। (চক্ষুর্দ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক) এইরূপে দেখিব।

(দর্দুরক মাথুরের চক্ষুতে ধূলিমুষ্টি-প্রক্ষেপ করিয়া সংবাহক কে পলায়ন করিতে সঙ্কেত করিল। মাথুর চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া ভুতলে পড়িল। সংবাহক পলাইল)

দর্দু। (স্বগত) আমি ত প্রধান সভিক মাথুরের সহিত বিবাদ করিলাম, অতএব এখন আর এখানে থাকা উচিত হয় না। আমার প্রিয়বয়স্য শর্বিলক বলিয়াছেন যে আর্য্যকনামে এক গোপের পুত্র রাজা হইবে, ইহা এক সিদ্ধপুরুষের আদেশে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; মৎসদৃশ ভাবব্যক্তিই তাহার অনুগামী হইতেছে; অতএব আমিও তাহার নিকটে যাই। (এই বলিয়া বহির্গত হইল)।

সংবা। (সভয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া) এই গৃহটি কোন মহদ্ব্যক্তির হইবে, ইহার পার্শ্বদ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে; অতএব এই গৃহেই প্রবেশ করিব। (এই বলিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক বসন্ত-সেনাকে দেখিয়া) আর্য্যে! শরণাগত হইলাম।

বসং। শরণাগত নির্ভয় হউক; চেটি! পার্শ্বদ্বার রুদ্ধকর।

(চেটী দ্বার রুদ্ধ করিল)

বসং। তুমি কাহাকে ভয় করিতেছ?

সংবা। আর্য্যে! উত্তমর্ণকে (মহাজন) ভয় করিতেছি।

বসং। চেটি! তবে এখন দ্বার খুলিয়া রাখ।

সংবা। (আত্মগত) ইহাঁর পক্ষে উত্তমর্ণের ভয় যে সামান্য বোধ হইল। লোকে ইহা যথার্থই বলিয়া থাকেন, যে, যে ব্যক্তি আপন বল বিবেচনা করিয়া উত্তোলনযোগ্য ভার বহন করে তাহার কখনই পাদস্খলন হয় না এবং অরণ্যমধ্যে বা দুর্গম পথে গমন করিলেও তাহার বিপদ্ ঘটে না। এস্থলে আমিই দৃষ্টান্তরূপে লক্ষিত হইতেছি। *

মাথুর। (চক্ষুর ধূলি মুছিয়া দ্যূতকরের প্রতি) অরে! দাও দাও।

দ্যূত। মহাশয়! যে সময়ে আমরা দর্দুরকের সহিত বিবাদ করিতেছিলাম সেই সময়েই সংবাহক পলাইয়াছে।

মাথু। আমার মুষ্টি প্রহারে তাহার নাসিকা ভগ্ন হইয়াছে অতএব এস, রক্তযুক্ত পথে গমন করিয়া তাহার অনুসন্ধান করি।

দ্যূত। (ইতস্তত গমন করিয়া) মহাশয়! সে বসন্তসেনার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে।

মাথু। তবে ত পণের টাকা পাওয়াই গিয়াছে।

দ্যূত। রাজভবনে গিয়া সংবাহকের নামে নালিস করা যাউক।

মাথু। সেই ধূর্ত্ত এখান হইতে বহির্গত হইয়া স্থানান্তরে যাইবে অতএব এই বাটী অবরোধ করিয়া তাহাকে ধরা যাউক।

(বসন্তসেনা সংবাহকের পরিচয় লইবার আশয়ে মদনিকাকে সংকেত করিলেন)

মদনিকা। আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? আপনি কে? কাহার বা পুত্র? কোন্ বৃত্তিই বা করিয়া থাকেন? এবং ভয়েরই বা কারণ কি?

সংবা। আর্য্যে! শ্রবণ করুন। পাটলিপুত্র নামক নগরে আমার

* অর্থাৎ যদি আমি দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই পণ দিতে পারিব কি না বিবেচনা করিতাম তাহা হইলে আমাকে এতাদৃশ বিপদ্গ্রস্ত হইতে হইত না।

জন্মস্থান, আমি গৃহপতির (গৃহস্থ বা মন্ত্রী) পুত্র, অঙ্গবর্দ্দনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি।

বসং। অতি রমণীয় বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন।

সংবা। আর্য্যে! পূর্ব্বে বিদ্যা মনে করিয়াই শিক্ষা করিয়াছিলাম এক্ষণ এটি জীবনোপায় হইয়াছে।

চেটী। আহা! আপনি অতিদুঃখসূচক উত্তর দিলেন। তাহার পর?।

সংবা। পরে ইতস্ততঃ ভ্রমণকারি ভিক্ষুক প্রভৃতির প্রমুখাৎ এই উজ্জয়িনীর শোভাসৌন্দর্য্যাদি শ্রবণ করিয়া অপূর্ব্বদেশ দর্শনে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া এখানে আসিয়াছি, এই নগরীতে প্রবিষ্ট হইয়াই এক মহাপুরুষের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হই, যে ব্যক্তি অতি সৌম্যাকৃতি, সত্যবাদী, প্রার্থনাধিক ধন দান করিয়াও স্বমুখে স্বীয়গৌরব প্রকাশ করেন না এবং অপরে অপকার করিলেও তাহা ভুলিয়া যান, অধিক কি বলিব স্বীয় আত্মাকে পরকীয় মনে করিয়া থাকেন এবং পুত্রনির্ব্বিশেষে শরণাগত পালন করেন।

চেটী। কোন্ ব্যক্তি আপনকার দ্বিতীয়মনোরথের গুণাবলি অপহরণ করিয়া এই উজ্জয়িনীকে ভূষিত করিতেছে?

বসং। সাধু, চেটি! সাধু, আমিও মনে মনে এইটি আলোচনা করিতেছিলাম।

চেটী। আর্য্য! তাহার পর তাহার পর?।

সংবা। সেই মহাত্মা এক্ষণ দয়া বশতঃ অপরিমিত দান করিয়া।

বসং। কি দরিদ্র হইয়াছেন?

সংবা। আমি না বলিতে বলিতেই আপনি কিরূপে জানিলেন?।

বসং। এ বিষয়ে আর জানিতে হইবে কি? গুণও ঐশ্বর্য্য একাধারে দুর্লভ; দেখ, যে সরোবরের জল পান করিবার যোগ্য নহে তাহাতেই অনেকজল থাকে।

চেটী। সেই মহাত্মার নাম কি?

সংবা। আর্য্যে! সেই ভূতল শশধরের নাম কোন্ ব্যক্তি না জানে? তিনি বণিক্ পল্লীতে বাস করেন, তাহার নাম আর্য্য চারুদত্ত।

বসং। (সানন্দে আসন হইতে উঠিয়া) আপনকারই এই গৃহ। চেটি! ইহাঁকে বসিতে আসন দাও এবং ইহাঁর নিকটে তালবৃন্ত পরিচালন কর, ইহাঁর সাতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে।

(চেটী তাহাই করিতে লাগিল)

সংবা। (স্বগত) এ কি! আর্য্য চারুদত্তের নামোচ্চারণমাত্রেই যে আমার এত আদর হইল। সাধু আর্য্য চারুদত্ত! সাধু। এই পৃথিবীতে কেবল তুমিই জীবিত আছ, অন্যেরা কেবল নিশ্বাসমাত্র ত্যাগ করিতেছে (মনে মনে ইহা বিবেচনা করিয়া বসন্তসেনার পদতলে পতিত হইয়া) আর্য্যে! থাকুক থাকুক, এত বাড়া বাড়ি কেন? আপনি আসনে উপবিষ্টা হউন।

বসং। (আসনে বসিয়া) আপনকার সেই উত্তমর্ণ কোথায়?

সংবা। সাধু ব্যক্তিরা পরোপকারাদি সৎক্রিয়াকেই ধন বলিয়া গণ্য করেন, প্রকৃতধনকে ধন বলিয়া গণ্য করেন না, যে হেতু সেই ধন অতি চঞ্চল, একস্থানে স্থিরতররূপে কখনই থাকে না। যিনি পূজা করিতে জানেন তিনি তাহার অন্তর্গত বিশেষ বিধিও অবগত আছেন।

বসং। তাহার পর তাহার পর?।

সংবা। তাহার পর আর্য্য চারুদত্ত বেতন দানপূর্ব্বক আমাকে পরিচারক রূপে নিযুক্ত করেন, পরে তিনি দরিদ্র হইলে আমি দ্যূতকরের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, এক্ষণ দৌভাগ্যবশতঃ দ্যূতক্রীড়ায় দশটি মোহর হারিয়াছি।

মাথু। উৎসন্ন হইলাম অপহৃত হইলাম।

সংবা। এই সেই সভিক ও দ্যূতকর উভয়ে আমার অন্বেষণ করিতেছে, এক্ষণ যাহা করিতে হয় আপনি করুন।

বসং। মদনিকে! পক্ষীরা আবাসবৃক্ষ দেখিতে না পাইলে যেরূপ ইতস্তত; ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, সেইরূপ ভ্রমণকারী এই সভিক ও দ্যূতকরের নিকটে গিয়া আর্য্যসংবাহকই দিয়াছেন এই বলিয়া এই বলয় দিয়া আইস (এই বলিয়া হস্ত হইতে বলয় খুলিয়া চেটীর হস্তে প্রদান করিলেন)।

চেটী। (বলয় গ্রহণ পূর্ব্বক) যে আজ্ঞা (বলিয়া প্রস্থান করিল।)

মাথু। উৎসন্ন হইলাম অপহৃত হইলাম।

চেটী। যখন ইহারা ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতেছে, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, দুঃখিত হইতেছে ও দ্বারদেশে দৃষ্টিপাত পুরঃসর বিলাপ করিতেছে, তখন অনুমান হয় ইহারাই সভিক ও দ্যূতকর হইবে (নিকটে গিয়া) আর্য্য প্রণাম করি।

মাথু। সুখে থাক।

চেটী। মহাশয় ! আপনাদের মধ্যে সভিক কে ?

মাথু। হে কৃশোদরি ! তুমি কটাক্ষে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দন্তদষ্ট অধর সঞ্চালন করিতে করিতে সুমধুর বচনবিন্যাস করিতেছ, তুমি কাহার ? আমার ধন নাই, তুমি অন্য পুরুষের নিকটে যাও।

চেটী। যদি তোমরা এতাদৃশ কথা বল তবে বোধ হয় তোমরা দ্যূতকর না হবে। কেহ তোমাদের ঋণী আছে ?

মাথু। আছে, এক জন দশ মোহর ধারে, তাহার কি ?

চেটী। তাহার ঋণ পরিশোধ জন্য আর্য্যা এই বলয় দিয়াছেন, না না, সেই ব্যক্তিই দিয়াছে।

মাথু। (সহর্ষে গ্রহণপূর্ব্বক) অগো ! তুমি সেই ব্যক্তিকে বলিও, যে, তোমার দেয় দশ মোহর পাওয়া গিয়াছে এখন আসিয়া পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া কর।

(এই বলিয়া প্রস্থান করিল)

চেটী। (বসন্তসেনার নিকটে গিয়া) আর্য্যে ! সভিক ও দ্যূতকর পরিতুষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বসং। এক্ষণে আপনি স্বীয় বন্ধুগণকে সুস্থকরিবার জন্য স্বস্থানে গমন করুন।

সংবা। যখন আপনি আমার এতাদৃশ উপকার করিলেন তখন এই বিদ্যা নিজ পরিজনের হস্তগত করুন (অর্থাৎ আমাকে পরিজন ভাবে নিযুক্ত করুন)।

বসং। যাঁহার নিমিত্ত এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন এবং পূর্ব্বে যাঁহার শুশ্রূষা করিয়া ছিলেন এক্ষণ তাঁহারই শুশ্রূষা করা উচিত।

সংবা। (স্বগত) ইনি ত অতি উত্তম উপদেশ দিলেন, কিরূপে ইহাঁর প্রত্যুপকার করিব। (প্রকাশ) আর্য্যে! আমি দ্যূতকর কৃত এতাদৃশ অপমানে বৌদ্ধসন্যাসী হইব, অতএব, সেই দ্যূতকর সংবাহক বৌদ্ধসন্যাসী হইয়াছে, এই কয়েকটী অক্ষর যেন আপনকার স্মরণ থাকে।

বসং। মহাশয়! সহসা এরূপ করিবেন না।

সংবা। আর্য্যে! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি অবশ্যই সন্যাসী হইব। (এই বলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ পূর্ব্বক) দ্যূতক্রীড়া আমার এই উপকার করিল যাহাতে আমার প্রতি আর কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। অতঃপর রাজপথে সর্ব্বজনসমক্ষে অনাবৃত মস্তকে ভ্রমণ করিব। (নেপথ্যে কল কল ধ্বনি)

সংবা। শ্রবণ করিয়া) অরে! এ কিসের শব্দ?। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) কি বলিতেছেন? এই খুণ্টমোড়ক (স্তম্ভভঞ্জক) নামে বসন্ত-সেনার দুষ্ট হস্তী রাজপথে ভ্রমণ করিতেছে?। অহো! অদ্য আর্য্যার গন্ধগজ * দর্শন করিব। অথবা হস্তী দর্শনে কি হইবে যে বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহাই করিব (এই বলিয়া বহির্গত হইল)!

(তাহার পর বিকট বেশধারী কর্ণপূরক হৃষ্টচিত্ত হইয়া বস্ত্রাবরণ ব্যতিরেকে প্রবিষ্ট হইল)।

কর্ণ। আর্য্যা কোথায় কোথায়?

চেটী। অরে! দুর্ম্মনুষ্য! তুমি এত উদ্বিগ্ন হইয়াছ যে আর্য্যা অগ্রে বসিয়া রহিয়াছেন তথাপি তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছ না। তোমার উদ্বেগের কারণ কি?

কর্ণ। (দেখিয়া) আর্য্যে! প্রণাম করি।

* যে হস্তীর মদজলের গন্ধ আঘ্রাণ করিবামাত্র অপর হস্তীরা পলায়ন করে তাহার নাম গন্ধগজ, সেই গজ রাজার বিজয় প্রদ হয়।

বসং। কর্ণপূরক! তোমাকে অতিশয় হৃষ্টচিত্ত দেখিতেছি, ইহার কারণ কি?

কর্ণ। (বিস্ময়াপন্ন হইয়া) আপনি যখন অদ্য কর্ণপূরকের পরাক্রম দেখিতে পাইলেন না তখন এক প্রকার বঞ্চিতা হইলেন।

বসং। কর্ণপূরক! কি? কি?

কর্ণ। শ্রবণ করুন। আপনকার সেই খুণ্টমোড়ক (স্তম্ভভঞ্জক) নামক দুষ্ট হস্তী বন্ধনস্তম্ভ ভাঙ্গিয়া এবং হস্তিপকের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক জনগণকে ব্যস্ত করিয়া রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলিল, সকলে রাজমার্গ হইতে বালকগণকে আনয়ন কর, এবং সত্বরে বৃক্ষে ও অট্টালিকায় আরোহণ কর। দুষ্টহস্তী এইদিকেই আসিতেছে, তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না?। অপিচ। হস্তিভয়ে ভীত ও ইতস্ততঃ ধাবিত যুবতিগণের নূপুর সকল চঞ্চল হইতেছে, মণিময় মেখলা সকল ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে. এবং রত্নাঙ্কুরজালে সুশোভিত বলয় সকল পতিত হইতেছে। অনন্তর সেই দুষ্টহস্তী যেরূপ বিকসিত নলিনীবনে প্রবিষ্ট হইয়া কর, চরণ ও দন্তদ্বারা তাহাকে ছিন্নভিন্ন করে, সেইরূপ এই উজ্জয়িনী নগরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক নাগরিক জনগণকে বিত্রস্ত করিয়া এক সন্ন্যাসীকে ধরিল। তাহাকে ধরিবামাত্র তাহার হস্ত হইতে দণ্ড ও কমণ্ডলু পতিত হইল। সেই দুষ্টহস্তী নাসিকারন্ধ্র হইতে বিনির্গত জল শীকর দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া তাহাকে দন্তদ্বয়ের মধ্য ভাগে স্থাপিত করিল দেখিয়া, সন্ন্যাসীকে মারিল, এই বলিয়া এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

বসং। (ব্যাকুল চিত্ত হইয়া) হায়! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

কর্ণ। এত ব্যাকুল হইবেন না। তাহার পর শ্রবণ করুন। সেই দুষ্টহস্তী সন্ন্যাসীকে ধারণ পূর্ব্বক যাইতেছে দেখিয়া এই কর্ণপূরক, না, না, আপনকার অন্নোপজীবী এই ভৃত্য সত্বরে দোকানে গিয়া এক লৌহদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক আয়ুত বলিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

বসং। তাহার পর তাহার পর?।

কর্ণ। পরে বিন্ধ্যগিরির শিখর সদৃশ সেই দুষ্টহস্তীর উপরে আঘাত করিয়া তাহার দন্তদ্বয়ের মধ্য হইতে সন্যাসীকে মুক্ত করিলাম।

বসং। অতি উত্তম করিয়াছ। তাহার পর ? !

কর্ণ। তাহার পর, আর্য্যে ! সাধু রে কর্ণপূরক ! সাধু এই বলিতে বলিতে তাবৎ উজ্জয়িনী নগর টি আসিয়া, বিষমভারে আক্রান্ত নৌকার ন্যায়, একদিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল। অনন্তর এক ব্যক্তি আপন অঙ্গের আভরণ স্থান শূন্য দেখিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই উত্তরীয় বস্ত্র টি আমার উপরে নিক্ষেপ করিলেন।

বসং। কর্ণপূরক ! জান দি কি ইহা জাতিপুষ্পে বাসিত কি না ?।

কর্ণ। আর্য্যে ! আমার নাসিকারন্ধ্র হস্তীর মদগন্ধে পরিপূরিত হওয়ায় পুষ্পের গন্ধ বিশেষরূপে জানিতে পারিতেছি না।

বসং। উত্তরীয় বস্ত্রে কাহার নাম আছে দেখ।

কর্ণ। এই নাম আপনিই পাঠ করুন। (এই বলিয়া উত্তরীয় বস্ত্র বসন্তসেনার সমীপে রাখিল)।

বসং। ইহা আর্য্য চারুদত্তের। (এই বলিয়া সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক আপনগাত্রে দিলেন)।

চেটী। কর্ণপূরক ! দেখ, এই বস্ত্র আর্য্যার গাত্রে কেমন শোভা পাইতেছে।

কর্ণ। হাঁ, আর্য্যার গাত্রেই শোভা পাইতেছে।

বসং। কর্ণপূরক ! এই তোমার পারিতোষিক। (এই বলিয়া এক অলঙ্কার দিলেন)

কর্ণ। (অলঙ্কার মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া) উত্তরীয় অর্য্যার গাত্রেই এখন উত্তমরূপে শোভা পাইতে লাগিল।

বসং। কর্ণপূরক ! এখন আর্য্য চারুদত্ত কোথায় !।

কর্ণ। তিনি এই পথেই গৃহে যাইতেছেন।

বসং। চেটি ! আইস, গৃহের উপরিভাগে গিয়া আর্য্য চারুদত্তকে দেখি।

(এই বলিয়া সকলে প্রস্থান করিল।)

(মৃচ্ছকটিকের দ্যূতকর সংবাহক নামক দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত হইল)

তৃতীয় অঙ্ক।

অনন্তর চেট প্রবেশ করিল।

চেট। প্রভু যদি সুজন ও অনুগত পালক হন, তাহা হইলে তিনি দরিদ্র হইলেও শোভা পান। কিন্তু তিনি পরশুভদ্বেষী ও ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইলে পরিণামে ভয়ঙ্কর হইয়া থাকেন।

অপিচ।

বলীবর্দ্দ শস্য ভক্ষণে লোলুপ হইলে, কামুক ব্যক্তি পরকলত্রে অনুরক্ত হইলে, এবং মনুষ্য দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হইলে, ইহাদিগকে নিবারণ করিতে পারা যায় না। এবং যে দোষটি স্বভাবসিদ্ধ, তাহা-রও পরিহার করিতে পারা যায় না। আর্য্য চারুদত্ত গান শুনিতে এখন কি গিয়াছেন। রাত্রি দুই প্রহর হইল, তথাপি এখনও আসি-তেছেন না। যাহা হউক, বহির্দ্বারের নিকটস্থ গৃহে শয়ন করি। (এই বলিয়া তথায় গিয়া শয়ন করিল। অনন্তর চারুদত্ত ও বিদূষক প্রবেশ করিলেন)।

চারু। আহা! রেভিল * অতি উত্তম গান করিয়াছে। বীণাটি অসমুদ্রোৎপন্ন রত্নস্বরূপ। যে হেতু বীণা উৎকণ্ঠিত জনের মনো-হারিণী ও মধুর ভাষিণী সখী স্বরূপ। নায়ক বা নায়িকা সঙ্কেত স্থানে গমন করিতে বিলম্ব করিলে, নায়িকা বা নায়কের চিত্তবিনোদনের এক উৎকৃষ্ট উপায়। বিরহাতুর জনগণের প্রিয়তমা কামিনীর ন্যায় মনের স্থৈর্য্য সম্পাদিনী। এবং পরস্পর অনুরক্ত নায়ক ও নায়িকার প্রণয় পরিবর্দ্ধিনী।

বিদূ। মহাশয়! আসুন, আমরা গৃহে যাই।

* একজন গায়কের নাম?

চারু। অহো! রেভিল অতি উত্তম গান করিয়াছে।

বিদূ। স্ত্রীলোকের সংস্কৃত পাঠ শ্রবণে এবং পুরুষের অতি মৃদুস্বরে গীত শ্রবণে আমার হাস্য পাইতেছে। স্ত্রীলোকটি সংস্কৃত পাঠ করিতে গিয়া, নাসারন্ধ্রে নব রজ্জু ধারিণী এক প্রসবা গাভির ন্যায়, সোঁ সোঁ শব্দ করিতেছে। পুরুষটিও অতি সূক্ষ্ম স্বরে গান করায় পর্য্যুষিত পুষ্পমালা ধারী ও মন্ত্রজপকারী বৃদ্ধ পুরোহিতের ন্যায় সন্তোষজনক হইতেছেনা।

চারু। মিত্র! আজ রেভিল উত্তম গান করিয়াছে। তাহা শুনিয়া তুমি কি সন্তুষ্ট হও নাই? । রেভিলের গান গুলি ভৈরব, মালব, সারঙ্গ প্রভৃতি রাগযুক্ত, মাধুর্য্য, ওজঃ, প্রসাদাদি গুণান্বিত, ও রত্যাদি ভাবে বিভূষিত, এবং সুললিত রচনায় বিরচিত হওয়ায় অতি মনোহর। অতএব যে শুনিয়াছে সেই মোহিত হইয়াছে। গানের মাধুর্য্যাদি বিষয়ে অধিক কি বলিব, আমার বোধ হয়, যেন মধুরভাষিণী কোন কামিনী অদৃশ্যারূপা হইয়া গান করিতেছে। নতুবা গান গুলি কর্কশস্বর পুরুষের মুখোচ্চারিত হইলে চিত্ত এত চমৎকৃত হইবে কেন?। অপিচ। কোকিল কণ্ঠ রেভিলের নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়্‌জ, মধ্যম, ধৈবত, ও পঞ্চম, এই সপ্তস্বরের সময়ে সময়ে দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা, সেই স্বরের সহিত সম্মীলিত মধ্যে মধ্যে উন্নত ও অবসানে মৃদু বীণার সুমধুর ধ্বনি, এবং ভৈরব, মালব প্রভৃতি রাগের অনুগত ও সময়ে সময়ে দুই বার উচ্চারিত এবং রচনার লালিত্যগুণে ভূষিত গানগুলি, যাহা পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি, সেই গানের সময় অতীত হইলেও তাহা মনোমধ্যে সংলগ্ন থাকায় বোধ হইতেছে যেন এখনই শ্রবণ করিতে করিতে যাইতেছি।

বিদূ। মিত্র! বাজারের পথে কুক্কুরেরাও সুখে নিদ্রা যাইতেছে। অতএব রাত্রি অধিক হইয়াছে, গৃহে যাওয়া যাউক। (অগ্রভাগে দেখিয়া) মিত্র! দেখ দেখ, ভগবান্ নিশানাথ অন্ধকারগণের সুখে সঞ্চারার্থ অবকাশ দিবার নিমিত্তই যেন গগনমণ্ডল হইতে অস্তাচলে অবতীর্ণ হইতেছেন।

চারু। ঠিক বলিয়াছ, এই সুধাংশু ভুবনমণ্ডলে তিমিরপটলের সঞ্চারার্থ অবকাশ প্রদান পূর্ব্বক, জল মগ্ন বন্যগজের মগ্নাবশিষ্ট দন্ত দ্বয়ের অগ্রভাগের ন্যায়, নিজ কোটিদ্বয় উন্নত করিয়া অস্তাচলে প্রস্থান করিতেছেন।

বিদূ। মহাশয়! এই আমাদের গৃহ। বর্দ্ধমানক! বর্দ্ধমানক! দ্বার খুলিয়া দাও।

চেট। আর্য্য মৈত্রেয়ের স্বরসংযোগ শুনিতেছি, আর্য্য চারুদত্ত আসিয়াছেন, অতএব দ্বার খুলিয়া দিই। (দ্বার খুলিয়া) আর্য্য! প্রনাম করি, আর্য্য মৈত্রেয়! তোমাকেও প্রণাম করি। এই আসনে উপবিষ্ট হউন। (উভয়ে নৃত্য করিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক বসিলেন)।

বিদূ। বর্দ্ধমানক! পাদ প্রক্ষালন করিবার জন্য রদনিকাকে আহ্বান কর।

চারু। (সদয় হইয়া) নিদ্রিত জনকে জাগরিত করিবার প্রয়োজন নাই।

চেট। আর্য্য মৈত্রেয়! আমি জল ঢালিয়া দিই, তুমি পা ধোয়াইয়া দাও।

বিদূ। (ক্রোধপূর্ব্বক) বয়স্য! এ বেটা দাসীর পুত্র হইয়া জল দিবে, আর আমি ব্রাহ্মণ হইয়া পা ধোয়াইব?

চারু। মৈত্রেয়! তুমি জল ঢালিয়া দাও, বর্দ্ধমানক পা ধোয়াইয়া দেউক।

চেট। মৈত্রেয়! জল ঢালিয়া দাও।

(বিদূষক জল দিল, চেট চারুদত্তের পাদ প্রক্ষালন করিয়া সরিয়া গেল)

চারু। বর্দ্ধমানক! এই ব্রাহ্মণকেও পাদপ্রক্ষালনের জল দাও।

বিদূ। আমাকে জল দিবার প্রয়োজন কি? তাড়িত গর্দ্দভের ন্যায় আমাকে পুনর্ব্বার এখনই এই ভূমিতেই লুঠিতে হইবে।

চেট। আর্য্য মৈত্রেয়! তুমিও ত ব্রাহ্মণ বঠ।

বিদূ। সকল সর্পের মধ্যে ঢোঁড়া যেরূপ সর্প, সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে আমিও সেইরূপ ব্রাহ্মণ।

চেট। (আর্য্য মৈত্রেয়! তথাপি তোমার পা ধোয়াইব। (এই বলিয়া পাদপ্রক্ষালন করিয়া) আর্য্য মৈত্রেয়! এই সেই সুবর্ণভাণ্ড, দিবসে আমার, রাত্রিতে তোমার। অতএব এখন তুমি গ্রহণ কর। (এই বলিয়া সুবর্ণভাণ্ড দিয়া প্রস্থান করিল)।

বিদূ। (লইয়া) আঃ, ইহা অদ্যাপি রহিয়াছে! এই উজ্জয়িনীতে কি চৌরও নাই, যে, এই নিদ্রাবিঘাতক সুবর্ণভাণ্ডকে অপহরণ করে?। বয়স্য! এই সুবর্ণভাণ্ড বাটীর ভিতরে লইয়া যাই!

চারু। না, বেশ্যার জিনিষ বাটীর ভিতরে লইয়া যাওয়া হইবে না। যে পর্য্যন্ত বসন্তসেনার নিকটে পাঠান না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমার নিকটেই থাকুক। (এই বলিয়া নিদ্রার অবস্থা প্রকাশ পূর্ব্বক, তাহার সেই স্বরের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা ইত্যাদি পাঠ করিতে লাগিলেন)

বিদূ। আপনি কি নিদ্রিত হইলেন?

চারু। হাঁ। এই নিদ্রা বোধহয় যেন ললাটদেশ হইতেই আসিয়া আমার নেত্রাকর্ষণ করিতেছে এবং অদৃশ্যরূপ, অথচ চঞ্চল জরার ন্যায় আমার বল অপহরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিদূ। তবে আমিও শয়ন করি। (এই বলিয়া নৃত্য করিয়া শয়ন করিল। অনন্তর শর্ব্বিলক * প্রবেশ করিল)।

শর্ব্বি। শক্তিবলেও শিক্ষাবলে বিস্তৃত স্বীয়শরীরের পরিমাণানুরূপ ও অনায়াসে প্রবেশযোগ্য সন্ধিচ্ছেদ করিয়া, ভূমিঘর্ষণ জন্য পার্শ্বদ্বয়ের চর্ম্ম ছিন্ন হওয়ায় জরাজীর্ণ ও নির্ম্মোক শূন্য সর্পের ন্যায় যাইতেছি। (আকাশে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আনন্দিত হইয়া) অহো! এই যে ভগবান নিশানাথ অস্তাচলে গমন করিতেছেন। আমি পরের গৃহে সিঁদ কাটিতে অদ্বিতীয় বীর হইলেও নগর রক্ষী রাজপুরুষগণের ভয়ে ভীত হইয়া বহির্গত হইতে পরিতেছি না, কিন্তু এই রজনী নায়ক চন্দ্র অস্তাভিমুখে গমন করায়, বৃক্ষ, লতা জীব, জন্তু প্রভৃতি তাবৎ পদার্থই ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতেছে, সুতরাং এই রজনী স্বীয় জননীর ন্যায় আমাকে

* শর্ব্বিলক নামে একজন চোর।

আবৃত করিয়া রাখিতেছে। আমি এই উপবনের প্রান্তভাগে সিঁদ কাটিয়া মধ্য মহলে আসিয়াছি. এখন গৃহে সিঁদ কাটা যাউক।

লোক নিদ্রিত হইলেই চৌর্য্যবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হয়, এই জন্য সকলে ইহাকে অতি নীচবৃত্তি বলিয়া থাকেন। বিশ্বস্ত জনগণের প্রতারণা পূর্ব্বক পরিভব কারী চৌর্য্যকে বীরত্বও বলা যায় না। ইত্যাদি কারণে চৌর্যাবৃত্তি জনসমাজে নিন্দনীয় হইলেও ইহা স্বাধীনবৃত্তি, অতএব ইহা, পরের উপাসনা নিমিত্ত অঞ্জলিবন্ধন অপেক্ষায়, কতক অংশে প্রিয় বলিতে হইবে। কেবল আমিই এই বৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছি এরূপ নহে, পাণ্ডব পক্ষপাতি ভূপতিগণের সুপ্ত সৈনিক পুরুষসমূহের বধ জন্য দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামাই এই বৃত্তির আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। এখন কোন্ স্থানে সন্ধি করা যায়?। যে স্থানে সন্ধি করিলে শব্দ হইবে না ও যে স্থান সন্তত সলিল সম্পর্কে সরস রহিয়াছে, এমত স্থান কোথায়?। ভিত্তির যে প্রদেশে সন্ধি করিলে রক্ষিগণের দৃষ্টিগোচর হইবে না, এ তাদৃশ প্রদেশ কোথায়?। ক্ষারসংযোগে যে গৃহের ইষ্টক গুলি শীর্ণ ও জরা জীর্ণ হইয়াছে, এবং যথায় সন্ধি কাটিয়া প্রবেশ করিলে স্ত্রীলোকের সন্দর্শন না হয়, অথচ আপন অভিলষিত সিদ্ধ হয়, এমত গৃহ কোথায়? (হস্ত দ্বারা ভিত্তিস্পর্শ করিয়া) এই স্থানটি নিয়ত রৌদ্র ও জলসম্পর্কে জীর্ণ ও লবণ সংযোগে সার শূন্য হইয়াছে, এবং এই স্থানে রাশি রাশি ইন্দুর মৃত্তিকা রহিয়াছে, অতএব এই স্থানটিই সিঁদ কাটিবার যোগ্য হওয়ায় আমার অভীষ্ট একপ্রকার সিদ্ধপ্রায় হইয়াছে বলিতে হইবে।

প্রথমতঃ এতাদৃশ স্থানপ্রাপ্তিই কার্ত্তিকেয়োপজীবী চৌরাচার্য্যদিগের কার্য্য সিদ্ধির প্রধান চিহ্ন। এখন কর্ম্মারম্ভ সময়ে. কি প্রকার সন্ধি করা যায়, অগ্রে ইহাই বিচার্য্য। এই স্থলে চৌর্য্যশাস্ত্র প্রণয়িতা ভগবান্ কার্ত্তিকেয় চতুর্বিধ সন্ধির লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভিত্তি পক্ক ইষ্টকের হইলে আকর্ষণ, অপক্ক ইষ্টকের হইলে ছেদন, ও কেবল মৃত্তিকার হইলে জল সেচন করিতে হয়, এবং কাষ্ঠের হইলে কাটিতে হয়। এই ভিত্তি পক্ক ইষ্টকনির্ম্মিত, সুতরাং এস্থলে ইষ্টকের আকর্ষণ করিতে হইবে। তন্মধ্যে, সন্ধি ছয় প্রকার। প্রফুল্ল পদ্মসদৃশ, সূর্য্যমণ্ডল তুল্য গোলাকার,

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, দীর্ঘিকার ন্যায় বিস্তৃত, বিবাহাদি মাঙ্গল্য কর্ম্ম সময়ে বিরচিত স্বস্তিক নামক দ্রব্যের সদৃশ, এবং সম্পূর্ণ ঘটিত কলসাকৃতি। এই ছয় প্রকার সন্ধির মধ্যে একপ্রকার নির্ম্মাণ করিয়া এরূপ শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিতে হইবে, যাহা দেখিয়া প্রাতঃকালে পুরবাসিগণ বিস্ময়াপন্ন হয়। পক্কইষ্টক নির্ম্মিত এই ভিত্তিতে পূর্ণকুম্ভাকৃতি সন্ধি কাটিলেই ভাল হয়; অতএব পূর্ণকুম্ভাকৃতি সন্ধিই করা যাউক। আমি ক্ষারসংযোগে জর্জরিত ও উন্নতানত ভিত্তি সকলে রাত্রিকালে যথায় যে প্রকার সন্ধি করিয়া থাকি, পরদিনে তদ্দর্শনে প্রতিবাসিগণ চৌর বলিয়া আমার নিন্দা ও এতৎ কর্ম্মে বিলক্ষণ দক্ষ বলিয়া প্রশংসাও করিয়া থাকে। বরদায়ী কুমার কার্ত্তিকেয়ের চরণকমলে নমস্কার। কনকশক্তি ব্রহ্মণ্যদেব দেবব্রতের পাদ পদ্মে নমস্কার। ভাস্করনন্দীর পদারবিন্দে প্রনাম। এবং ভগবান্ কার্ত্তিকেয়ের শিষ্য সেই যোগাচার্য্যের চরণ পঙ্কজে প্রণাম, যাঁহার আমিই প্রথম শিষ্য। তিনি আমার ভক্তি দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া এক প্রকার ঔষধ প্রদান করিয়াছেন, যাহা অঙ্গে মর্দ্দন করিলে রক্ষিপুরুষেরা আমাকে দেখিতে পায় না, এবং অস্ত্রের আঘাতেও কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না (এই বলিয়া সেই ঔষধ অঙ্গে মাখিতে লাগিল) হায়! কি কষ্ট! পরিমাণ সূত্রটি আনিতে বিস্মৃত হইয়াছি! (ক্ষণকাল চিন্তাপূর্ব্বক স্মরণ করিয়া) এই যজ্ঞোপবীত টিই পরিমাণ সূত্র হইবে। যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণের, বিশেষতঃ অস্মৎ সদৃশ ব্যক্তির পরম উপকারী দ্রব্য। যে হেতু, এতদ্দ্বারা সন্ধি করিবার স্থান মাপিয়া লওয়া যায়। এতদ্দ্বারা অঙ্গে পরিধৃত অলঙ্কার খুলিয়া লওয়া যায়। এতদ্দ্বারা দৃঢ়তর বদ্ধ কপাটের খিল খুলিতে পারা যায়। এবং কীট সর্পাদি দংশন করিলে এতদ্দ্বারা তাগা বান্ধা যায়। এখন এই যজ্ঞোপবীত দ্বারাই স্থান মাপিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করি। (তাহাই করিয়া কতক সন্ধি কাটিয়া দর্শন পূর্ব্বক) সন্ধি প্রায় শেষ হইল, আর একখান ইষ্টক টানিলেই হয়। হায় কি কষ্ট! সর্পে দংশন করিল! (যজ্ঞোপবীতদ্বারা অঙ্গুলী বান্ধিয়া বিষের সঞ্চার প্রকাশ করিয়া) এখন চিকিৎসাদ্বারা সুস্থ হইলাম (পুনর্ব্বার সন্ধিকাটিয়া দেখিয়া) এই যে প্রদীপ

জ্বলিতেছে। সুবর্ণ সদৃশ পিঙ্গলবর্ণ প্রদীপ শিখা সন্ধির ভিতর দিয়া বাহিরে আসিয়া ভূতলে পতিত ও তমঃপটলে বেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ কষ্টি প্রস্তরে অর্পিত সুবর্ণরেখার ন্যায় শোভা পাইতেছে। (পুনর্ব্বার কর্ম্ম করিয়া) সন্ধি ত নিঃশেষে কাটা হইল, এখন ভিতরে প্রবেশ করি। অথবা হটাৎ প্রবেশ করা উচিত হয় না, অগ্রে কৃত্রিম পুরুষ প্রবেশ করাই। (তাহাই করিয়া) অয়ে! ভিতরে কেহই নাই। কার্ত্তিকেয়কে নমস্কার। (তাহার পর গৃহের ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিয়া) এই যে দুইজন পুরুষ শয়ন করিয়া রহিয়াছে! যাহা হউক, আপন রক্ষার্থে অগ্রে দ্বার খুলিয়া রাখি। একি! গৃহটি জীর্ণ হওয়ায় কপাট যে শব্দকরিতে লাগিল! অগ্রে জলের অন্বেষণ করি। এখানে জল কোথায় পাইব?। (ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাতানন্তর জল গ্রহণপূর্ব্বক কপাটের উপরিভাগে প্রক্ষেপ করিতে করিতেই শঙ্কিত হইয়া) এই জল ভূমিতে পতিত হইলেই শব্দ হইবে, অতএব এই করা যাউক। (এই ভাবিয়া প্রক্ষিপ্তজলের নিম্নভাগে পৃষ্ঠ পাতিয়া জল গ্রহণানন্তর কপাট খুলিয়া) ইহারা ছলপূর্ব্বক নিদ্রিত অথবা পরমার্থতঃ নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, অগ্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। (এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া) অরে! ইহারা যথার্থই নিদ্রিত হইয়াছে। যে হেতু ইহাদের নিশ্বাস বায়ু নাসারন্ধ্র হইতে নিঃশব্দে ও দীর্ঘাকারে বহির্গত হইতেছে। ইহারা মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেখিতেছে। ইহাদের নেত্র সকল মুদ্রিত ও অভ্যন্তরে স্থিরীভূত হইয়া রহিয়াছে। এবং ইহাদের হস্ত পদাদির সন্ধিস্থল শিথিল ও শরীর শয্যার সমান বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। যদি ইহারা ছলপূর্ব্বক নিদ্রিত হইত, তাহা হইলে নেত্রে পতিত সম্মুখস্থিত দীপশিখার প্রভা কখনই সহ্য করিতে পারিত না। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) এই যে পাখোয়াজ! এই যে বীণা! এই যে বংশী! এই পুস্তক! তবে কি ইহা যাত্রাকরের গৃহ?। অথবা আমি বাটী বড় দেখিয়াই প্রবেশ করিয়াছি. গৃহস্বামী কি যথার্থই দরিদ্র? কিংবা রাজভয়ে অথবা চৌরভয়ে দ্রব্য সকল ভূমিতে পুতিয়া রাখিয়াছে?। যদি পুতিয়া রাখিয়া থাকে, তবে আমি শর্বিলক,

আমার নিকটে দ্রব্য সকল কি ভূমিতে থাকিতে পারে? কখনই না। যাহা হউক অগ্রে বীজ প্রক্ষেপ করি। (তাহা করিয়া) কৈ প্রক্ষিপ্ত বীজ ত বিস্তৃত হইল না। তবে জানিলাম এই ব্যক্তি যথার্থই দরিদ্র। যাহা হউক ফিরিয়া যাই।

বিদূ। (স্বপ্ন দেখিতে লাগিল) ভো বয়স্য! ভো বয়স্য! যেন সিঁধ দেখিতেছি, গৃহে যেন চোর প্রবেশ করিয়াছে। এখন তুমি এই সুবর্ণভাণ্ড রক্ষাকর।

শর্বি। এই ব্যক্তি আমাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ও দরিদ্র বলিয়া কি উপহাস করিতেছে? ইহাকে কি মারিব? কিংবা লঘুচিত্ত বলিয়া স্বপ্নই দেখিতেছে? (দেখিয়া) এই যে জর্জর স্নানশাটীবদ্ধ ও দীপ প্রভায় উজ্জ্বল যথার্থই স্বর্ণালঙ্কার! যাহা হউক গ্রহণ করি। অথবা আমার ন্যায় দরিদ্র ও সৎকুল সম্ভূত ভদ্র ব্যক্তিকে ক্লেশ দেওয়া উচিত হয় না, আমি ফিরিয়া যাই।

বিদূ। ভো বয়স্য! যদি ইহা না লও, তবে তোমাকে গো এবং ব্রাহ্মণের দিব্য।

শর্বি। এই দিব্য অপরিহার্য্য, সুতরাং লইতেই হইল। অথবা এখন লওয়া হইবে না, প্রদীপ জ্বলিতেছে। আমি প্রদীপ নির্ব্বাণ করিবার জন্য ভদ্রপীঠনামক আগ্নেয় পতঙ্গ আনিয়াছি, এবং তাহা ছাড়িবার এই সময়। এই যে ছাড়িবামাত্র পতঙ্গ দীপশিখার উপরি ভাগে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে করিতে পক্ষদ্বয়ের বায়ুদ্বারা প্রদীপ নির্ব্বাণ করিল!। এখন আমি প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া এই স্থানে অন্ধকার করিলাম। অথবা কেবল এই স্থানেই অন্ধকার করিলাম এরূপ নহে, আমি চতুর্ব্বেদজ্ঞ ও অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া বেশ্যা মদনিকার নিমিত্ত চৌর্য্যাদিরূপ নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া আপন ব্রাহ্মণ কুলেও অন্ধকার করিলাম। যাহা হউক এখন ব্রাহ্মণ বিদূষকের প্রার্থনা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। (এই বলিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক লইবার উদ্যোগ করিল।)

বিদূ। ভো বয়স্য! তোমার অগ্রহস্ত অত্যন্ত শীতল।

শর্ব্বি। অহো! সলিল সম্পার্কে আমার অগ্রহস্ত যথার্থই শীতল

হইয়াছে। আচ্ছা, কক্ষের ভিতরে হস্ত রাখিয়া উষ্ণ করি। (এই বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে অগ্র হস্ত উষ্ণ করিয়া সুবর্ণভাণ্ড গ্রহণ করিল)।

বিদূ। বয়স্য! লইলে ত?

শর্ব্বি। ব্রাহ্মণের প্রার্থনা অনতিক্রমণীয়, সুতরাং লইলাম।

বিদূ। বনিক্‌জন পণ্যদ্রব্য বিক্রীত হইলে যেমন নিঃশঙ্কে নিদ্রা যায়, সেইরূপ আমিও এখন সুখে নিদ্রা যাই।

শর্ব্বি। এখন তুমি একশত বৎসর ব্যাপিয়া সুখে নিদ্রা যাও। হায়! কি কষ্ট! আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এক বেশ্যা মদনিকার নিমিত্ত ব্রাহ্মণকুল নরকে পাতিত করিলাম! অথবা আত্মাকেই পাপ-পঙ্কে নিক্ষিপ্ত করিলাম। হায়! দরিদ্রতার কি মোহিনী শক্তি! হিতাহিত বিবেকশালী ব্যক্তিও দরিদ্রতায় আক্রান্ত হইলে নিন্দনীয় কর্ম্ম জানিয়াও তদনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য! আমি এই চৌর্য্যবৃত্তি সাধুবিগর্হিত বলিয়া নিন্দাও করিতেছি এবং তাহাতেই আবার প্রবৃত্তও হইয়াছি। যাহা হউক, এখন মদনিকার সন্তোষার্থে বসন্তসেনার গৃহে যাই। (পরিভ্রমণপূর্ব্বক শুনিয়া) অহো! যেন পায়ের শব্দ শুনিতেছি, তবে কি রক্ষিপুরুষেরা আসিতেছে? যাহা হউক, স্তম্ভের ন্যায় স্থির হইয়া থাকি। অথবা, আমি শর্ব্বিলক, আমার কাছে আবার রক্ষিপুরুষ! আমি বিড়ালের ন্যায় নিঃশব্দে গমন করিতে পারি। মৃগের ন্যায় দ্রুতবেগে দৌড়াইতে পারি। শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সহসা গ্রাহ্যবস্তু ধরিতে ও খণ্ড খণ্ড করিতে পারি। কুক্কুরের ন্যায় নিদ্রিত ও জাগরিত ব্যক্তির বল পরীক্ষা করিতে পারি। সর্পের ন্যায় বক্ষঃস্থলেও গমন করিতে পারি। এবং আমি নানাবিধ রূপ ধারণে ও বিবিধবেশ বিন্যাসে ঐন্দ্রজালিকের সদৃশ, সর্ব্বদেশীয় ভাষার উচ্চারণে দক্ষ, এবং স্থলপথে ঘোটকের, ও জলপথে নৌকার তুল্য। (রদনিকা প্রবেশ করিয়া) হা ধিক! হা ধিক! বাহিরের গৃহে বর্দ্ধমানক শয়ন করিয়াছিল তাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যাহা হোক, অগ্রে মৈত্রেয়কে ডাকি (এই বলিয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল)।

শর্ব্বি। (রদনিকাকে প্রহার করিতে উদ্যত, হইয়া দেখিয়া) এ যে

স্ত্রীলোক! তবে আমি বাহিরে যাই (এই বলিয়া বহির্গত হইল)।

রদ। (সভয়ে ভিতরে গিয়া) হা ধিক! হা ধিক! আমাদের গৃহে সিঁধ কাটিয়া চোর পলাইতেছে! এখন মৈত্রেয়ের নিকটে গিয়া তাহাকে উঠাই (এই বলিয়া বিদূষকের নিকটে গিয়া) আর্য্য মৈত্রেয়! আর্য্য মৈত্রেয়! উঠ উঠ; আমাদের গৃহে সিঁধ কাটিয়া চোর পলাইতেছে।

বিদূ। (উঠিয়া) আঃ! দাসীর বেটি! কি বলিতেছিস্ চোর কাটিয়া সিঁধ পলাইতেছে?

রদ। পরিহাসে কাজ নাই। তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না?।

বিদূ। (সন্ধি দেখিয়া) আঃ! কি বলিতেছিস্, সিঁধ কি! এ যেন দ্বিতীয় দ্বার কাটিয়াছে। ভো বয়স্য চারুদত্ত! উঠ উঠ আমাদের গৃহে সিঁধ দিয়া চোর পলাইতেছে।

চারু। আচ্ছা গো আচ্ছা, আর পরিহাসে কাজ নাই।

বিদূ। পরিহাস নয়, একবার আসিয়া দেখুন।

চারু। কোথায়?

বিদূ। এই যে।

চারু। (তথায় গিয়া দেখিয়া)। অহো সন্ধিটি দেখিবার যোগ্য বটে। সন্ধির উপরিভাগ ও অধোভাগ হইতে ইষ্টক সকল আকৃষ্ট হইয়াছে সন্ধির উপরিভাগ অল্প বিস্তৃত, কিন্তু মধ্যভাগ অধিক বিস্তৃত। আমি দরিদ্র হইয়া এতাদৃশ বৃহৎ বাটীতে বাস করিবার অযোগ্য এই নিমিত্তই এবং অযোগ্য ব্যক্তির সম্পর্কে নানা প্রকার আপদ্ ঘটিবে এই ভয় বশতই যেন এই গৃহের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে?। কি আশ্চর্য্য! এই সন্ধি কর্ত্তনেও সন্ধিনির্ম্মাতার কৌশল প্রকাশ পাইতেছে।

বিদূ। মহাশয়! বোধ হয় আগন্তুক ব্যক্তি অথবা সন্ধিকর্ত্তনশিক্ষার্থী ব্যক্তিই এই সন্ধি কাটিয়াছে, তাহা না হইলে, আমরা ধনহীন, ইহা এই উজ্জয়িনীর মধ্যে কোন্ ব্যক্তি না জানে?।

চারু। বোধ হয় বিদেশীয় ব্যক্তিই সন্ধি কাটিয়াছে, আমি দরিদ্র, সুতরাং নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছি ইহা সে জানিত না। সেই ব্যক্তি

মদীয়ভবনের আয়তন অতি বিস্তৃত দেখিয়া অপরিমিত ধন প্রাপ্তির আশয়ে সাতিশয় পরিশ্রমে সন্ধি কাটিয়া পরিশেষে পরিশ্রান্ত ও নিরাশ হইয়া গিয়াছে। আহা! সে বন্ধুগণের নিকট কি বলিবে? বণিক্ ব্যবসায়ীর গৃহে প্রবেশ করিয়া কিছুই পাইলাম না বোধ হয় এই কথাই বলিবে।

বিদূ। মহাশয়! চোর বিমুখ হইয়া গিয়াছে বলিয়া এত দুঃখিত হইতেছেন কেন? সে মনে করিয়াছিল, এইবাটী অতিবৃহৎ ইহাতে প্রবেশ করিলে অপরিমিত সুবর্ণভাণ্ড বা রৌপ্যভাণ্ড পাইব। (এই বলিয়াই স্মরণ পূর্ব্বক বিষণ্ণ মনে চিন্তা করিতে করিতে) কৈ সেই সুবর্ণভাণ্ড কোথায়? (অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া প্রকাশ পূর্ব্বক) মহাশয়! আপনি সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, মৈত্রেয় মূর্খ, মৈত্রেয় অনভিজ্ঞ। কিন্তু আমি সেই সুবর্ণভাণ্ড আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়া বুদ্ধিমানের কর্ম্ম করিয়াছি। তাহা না করিলে এই দাসীর পুত্র পাপিষ্ঠ চোর এখনই চুরি করিয়া লইত।

চারু। ওগো! আর পরিহাসে কাজ নাই।

বিদূ। যদিও আমি মূর্খ, তথাপি কি পরিহাসের দেশ কাল বুঝিতে পারি না?

চারু। কোন্ সময়ে দিয়াছ?

বিদূ। যখন আমি বলিয়াছিলাম আপনকার অগ্র হস্ত অত্যন্ত শীতল।

চারু। কখনও ইহা হইলেও হইতে পারে। (ক্ষণকাল ভাবিয়া সানন্দে) বয়স্য! তোমাকে একটা প্রিয় কথা বলিব।

বিদূ। সুবর্ণভাণ্ড কি অপহৃত হয় নাই?

চারু। অপহৃত হইয়াছে।

বিদূ। তবে প্রিয় কথা কি?

চারু। যে হেতু চোর কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে।

বিদূ। সে যে গচ্ছিত বস্তু।

চারু। সে গচ্ছিত বস্তু! (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন)

বিদূ। সুস্থ হউন। গচ্ছিত বস্তু হইলেও যখন চোরে লইয়াছে তখন মূর্চ্ছিত হইবার প্রয়োজন কি?

চারু। (সুস্থ হইয়া) বয়স্য! বসন্তসেনার বস্তু চোরে লইয়াছে ইহা যথার্থ বলিলেও কেহই বিশ্বাস করিবে না, অথচ সকলে আমাকে নীচ ব্যক্তির ন্যায় তুচ্ছ বোধ করিবে। যে হেতু দরিদ্রতায় কোন গুণ নাই অথচ নানাপ্রকার শঙ্কার আস্পদ। হায় কি কষ্ট! যদি নিষ্ঠুর কৃতান্ত আমার অর্থ লইতে ইচ্ছাই করিয়াছিল, লউক, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত হইনাই, কিন্তু আমার অমূল্যধন চরিত্রকে দূষিত করিল কেন?

বিদূ। আপনি এত ভয় করিতেছেন কেন? কে দিয়াছে? কে লইয়াছে? কোন্ ব্যক্তিই বা সাক্ষী আছে? এই কথা বলিয়া আমি অপলাপ করিব।

চারু। তবে কি আমি মিথ্যা বলিব? গচ্ছিত বস্তুর পরিশোধার্থে ধনিগণের দ্বারে দ্বারে বরং ভিক্ষা করিব, তথাপি অমূল্য চারিত্রনাশিনী মিথ্যা বাণী কখনই বলিব না।

রদ। যাহা হউক, আমি আর্য্যা ধূতার (চারুদত্তের বধূ) নিকটে গিয়া সমুদায় কথা বলি। (এই বলিয়া বহির্গত হইল)

(চারুদত্তের বধূ চেটীর সহিত প্রবেশ করিয়া) চেটি! আর্য্যপুত্র ও মৈত্রেয় উভয়ে অক্ষতশরীরে আছেন ইহা সত্য বলিতেছ?।

চেটী। আর্য্যে! সত্যই বলিতেছি, কিন্তু সেই যে বেশ্যার অলঙ্কার ছিল, কেবল তাহাই অপহৃত হইয়াছে। (ইহা শুনিয়া বধূ মূর্চ্ছিতা হইলেন)

চেটী। আর্য্যে? সুস্থা হউন।

বধূ। (সুস্থা হইয়া) চেটি! তবে আর্যপুত্র অক্ষতশরীরে আছেন ইহা কিরূপে বলিলে? তাঁহার শরীর ক্ষত হয় সেও স্বীকার্য্য, তথাপি তাঁহার চরিত্রের প্রতি দোষারোপ হইবে ইহা নিতান্তই অসহ্য। এখনই এই উজ্জয়িনীর লোকেরা ইহাই মনে করিবে যে দরিদ্রতা বশতঃ আর্য্যপুত্রই এতাদৃশ অসৎকার্য্য করিয়াছেন। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা বিধাতঃ! দরিদ্রপুরুষের

ভাগ্য পদ্মপত্রে পতিত জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল, তুমি তাহা লইয়াও ক্রীড়া করিতে লাগিলে?। আমার মাতৃগৃহলব্ধ একছড়া রত্নাবলী আছে। ইহা দিলেও বোধ হয় আর্যপুত্র বদান্যতা নিবন্ধন অভি-মানিতা বশতঃ লইবেন না। চেটি! আর্য্য মৈত্রেয়কে একবার ডাকিয়া আন।

চেটি। যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া বিদূষকের নিকটে গিয়া) আর্য্যমৈত্রেয়! আর্য্যা ডাকিতেছেন।

বিদূ। তিনি কোথায়?

চেটী। এই রহিয়াছেন, তুমি নিকটে যাও।

বধূ। আর্য্য! প্রণাম। আমার নিকটে আসুন্।

বিদূ। আর্য্যে! নিকটে আসিয়াছি।

বধূ। আর্য্য! ইহা গ্রহণ করুন।

বিদূ। কি এ?।

বধূ। আমি রত্নষষ্ঠী নামক ব্রত করিয়াছিলাম, তাহাতে বিভবানু-সারে ব্রাহ্মণকে কিছু দান করিতে হয়, কিন্তু এপর্য্যন্ত কাহাকেও কিছু দিই নাই। এজন্য এই রত্নাবলী দিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন।

বিদূ। (লইয়া) আপনকার মঙ্গল হউক, আমি গিয়া প্রিয়বয়স্যের নিকটে বলিব।

বধূ। আমাকে আর লজ্জা দিবেন না। (এই বলিয়া বহির্গত হইলেন)।

বিদূ। (বিস্ময়াপন্ন হইয়া) অহো! ইঁহার কি সদাশয়তা!

চারু। মৈত্রেয় এখনও আসিলেন না, এত বিলম্ব কেন? লজ্জাভয়ে আত্মহত্যা করিবেন না ত! মৈত্রেয়! মৈত্রেয়!।

বিদূ। (নিকটে গিয়া) আমি আসিয়াছি। ইহা গ্রহণ করুন। (এই বলিয়া রত্নাবলী দেখাইল)

চারু। এ কি?

বিদূ। উপযুক্ত দারপরিগ্রহের এই ফল।

চারু। ব্রাহ্মণী কি অনুগ্রহ করিয়াছেন?; হায়! কি কষ্ট! আমি

এতদিনে দরিদ্র হইলাম, যে পুরুষ দৌর্ভাগ্যবশতঃ আপনধন হারাইয়া স্ত্রীর দত্ত ধনে প্রতিপালিত ও বিপদ্ হইতে মুক্ত হয় সেই পুরুষই যথার্থ স্ত্রী, আর যে স্ত্রী স্বামীর এতাদৃশ দুঃসময়ে অকাতরে ধনদান করে সেই স্ত্রীই যথার্থ পুরুষ। অথবা আমি দরিদ্র নহি, যে হেতু আমার পত্নী ঐশ্বর্য্যশালিনী, তুমি সমদুঃখসুখ মিত্র! এবং দরিদ্র জনের দুর্লভ সত্যধর্ম্মেরও রক্ষা হইল। মৈত্রেয়! তুমি এই রত্নাবলী লইয়া বসন্তসেনার নিকটে যাও, এবং তাঁহাকে এই বলিবে, যে আপনকার সেই স্বর্ণালঙ্কার আত্মীয়বুদ্ধিতে দ্যূতক্রীড়ায় হারাইয়াছি, তৎপরিবর্ত্তে এই রত্নাবলী গ্রহণ করুন।

বিদূ। মহাশয়! যাহা আমরা বিক্রয় করিয়া অথবা বন্ধক দিয়া খাই নাই, অঙ্গে ধারণ করিনাই, ও যাহার মূল্য অতি অল্প, এবং যথার্থই চোরে লইয়া গিযাছে, তাহার পরিবর্ত্তে চারিসমুদ্রের সারভূত এই রত্নাবলী দেওয়া কোন মতেই উচিত হয় না।

চারু। ও কথা বলিও না, বসন্তসেনা আমার প্রতি যে এক বিশ্বাস করিয়াই স্বর্ণালঙ্কার গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, আমি সংসারের সারধর্ম্ম সেই বিশ্বাসের মূল্যস্বরূপ এই রত্নাবলী দিতেছি। অতএব বয়স্য! তুমি আমার গাত্রস্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিয়া বল, যে ইহা তাঁহাকে গ্রহণ না করাইয়া আসিব না। বর্দ্ধমানক! তুমি এই সকল ইষ্টক লইয়া সন্ধিস্থান শীঘ্র বদ্ধ কর, কারণ সন্ধিস্থান খোলা থাকিলে লোক নিন্দা প্রভৃতি নানা বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। মিত্র মৈত্রেয়! বসন্তসেনার নিকটে যাহাতে কৃপণতা প্রকাশ না পায় এরূপ কথা বলিবে।

বিদূ। মহাশয়! দরিদ্র ব্যক্তি কি কখন বদান্যতা প্রকাশ করিতে পারে?।

চারু। মিত্র! আমি দরিদ্র নহি, যে হেতু আমার পত্নী ঐশ্বর্য্যশালিনী (ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন)। বয়স্য তুমি বসন্তসেনার বাটী যাও, আমিও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সন্ধ্যাদি করি। (এই বলিয়া সকলেই প্রস্থান করিল। সন্ধিচ্ছেদনামক তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত)।

চতুর্থ অঙ্ক।

(তাহার পর চেটীর প্রবেশ)।

চেটী। আর্য্যা বসন্তসেনার নিকটে যাইতে মাতা আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন, এখন তাঁহার নিকটে যাই। এই যে আর্য্যা অভি-নিবেশপূর্ব্বক চিত্রপটে দৃষ্টিপাত করিয়া মদনিকার সহিত কথা কহিতেছেন। যাহা হউক উহাঁর নিকটে যাই। (এই বলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। (তাহার পর মদনিকার সহিত চিত্রপট লইয়া বসন্তসেনার প্রবেশ)।

বসং। মদনিকে! এই চিত্র টি কি আর্য্য চারুদত্তের সদৃশ হইয়াছে ?।

মদ। হাঁ সদৃশই হইয়াছে ?।

বসং। তুমি কিরূপে জানিলে ?।

মদ। যে হেতু ইহাতে আপনকার দৃষ্টি সস্নেহে পতিত হইয়াছে।

বসং। মদনিকে! তুমি বেশ্যাপল্লীতে বাস নিবন্ধন চাটুকারিতা বশতই কি এরূপ বলিতেছ ?

মদ। আর্য্যে! যে ব্যক্তি বেশ্যাপল্লীতে বাস করে সেই কি মিথ্যা চাটুকার হয় ?।

বসং। মদনিকে! বেশ্যারা নানাপুরুষ সংসর্গে অলীক চাটুকার হইয়া থাকে।

মদ। আর্য্যে! আপনকার মন ও নয়নযুগল যখন চিত্রপটে এরূপ লগ্ন হইয়াছে, তখন সদৃশ হইয়াছে কি না ? ইহা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?

বসং। মদনিকে! সখীজনের নিকটে পাছে উপহাসাস্পদ হই এজন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

মদ। আর্য্যে ও কথা বলিবেন না, অবলাজাতি সখীজনের চিত্তানু-বর্ত্তিনী হইয়া থাকে।

প্রথমচেটী। (নিকটে গিয়া) আর্য্যে! মাতা আদেশ করিতেছেন চতুর্দিকে বস্ত্রাবৃত কর্ণীরথ* খিড়কীদ্বারে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তথায় গিয়া আরোহণ কর।

বসং। চেটি! আর্য্য চারুদত্ত কি আমাকে লইয়া যাইবেন?।

চেটী। আর্য্যে! যিনি কর্ণীরথ ও দশহাজার মোহর মূল্যের অলঙ্কার পাঠাইয়াছেন।

বসং। কোন্ ব্যক্তি সে?

চেটী। সেই রাজার শ্যালক সংস্থানক।

বসং। (ক্রোধ পূর্ব্বক) দূর হও, ওকথা আর পুনর্ব্বার বলিও না।

চেটী। আর্য্যে! প্রসন্না হউন প্রসন্না হউন, আমি মাতার আদেশেই এ কথা বলিয়াছি।

বসং। আদেশের প্রতিই আমার কোপ হইয়াছে, তোমার প্রতি নহে।

চেটী। তবে মাতাকে কি বলিব?।

বসং। তুমি মাতাকে এই কথা বলিবে, যদি আমার জীবনই তাঁহার প্রিয় হয় তাহা হইলে পুনর্ব্বার যেন এরূপ আদেশ না করেন।

চেটী। আপনকার যাহা অভিরুচি হয়। (এই বলিয়া বহির্গত হইল)।

শর্ব্বিলক। (প্রবেশ করিয়া) চৌর্য্যাদি দ্বারা রাত্রির নিন্দা জন্মাইয়া, ও নিদ্রা জয় করিয়া এবং রক্ষিগণকে বঞ্চিত করিয়া, সূর্য্যোদয়ে চন্দ্রমা যেরূপ নিষ্প্রভ হন, আমিও সেইরূপ দিবসে নিষ্প্রতাপ হইয়াছি। অপিচ। যে ব্যক্তি দ্রুতগমনে যাইতে যাইতে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কিংবা যে ব্যক্তি ত্বরিতগতি হইয়া আমার নিকটে আইসে, সাধুবিগর্হিত চৌর্য্যাদিকর্ম্মেরঅনুষ্ঠানে দূষিত ও নিয়ত শঙ্কিত আমার অন্তঃকরণ তাহাদের দৃষ্টিপাতের ও সমীপাগমনের কারণ জানিতে ব্যগ্র হইয়া উঠে। যে হেতু মনুষ্যেরা স্বীয় স্বীয় দোষেই স্বভাবতঃ ভীত হইয়া থাকে। আমি মদনিকার নিমিত্ত সাহসের কর্ম্ম করিয়াছি। আমি চৌর্য্য-

বৃত্তির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, গৃহস্বামী স্বীয় পরিজনের সহিত কথোপ-কথন করিতেছে, জানিয়াও উপেক্ষা করিয়া স্বীয়বৃত্তির সম্পাদনে যত্ন করিয়াছি। কোথাও বা গৃহটি স্ত্রীলোক পূর্ণ দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। কোথাও বা রক্ষিগণ নিকটে আসিতেছে দেখিয়া গৃহস্তম্ভের ন্যায় নিস্পন্দে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছি। এই রূপ নানা প্রকার উপায়দ্বারা নির্ভয়ে দিবসবোধে রাত্রিকাল যাপন করিয়াছি। (এই বলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল)।

বসং। মদনিকে! এই চিত্রপট আমার শয্যায় রাখিয়া তালবৃন্ত লইয়া শীঘ্র আইস।

মদ। যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া চিত্রপট লইয়া বহির্গত হইল)।

শর্ব্বি। এই ত বসন্তসেনার বাটী, এখন প্রবেশ করি। (প্রবেশ করিয়া) কোথায় মদনিকার সাক্ষাৎ পাইব ?।

(তাহার পর তালবৃন্ত লইয়া মদনিকা প্রবেশ করিল)।

শর্ব্বি। (দেখিয়া) অয়ে! এই যে মদনিকা! অসামান্য রূপলাবণ্য গুণে পুরুষের অন্তঃকরণে কামরসবর্দ্ধিনী এই মদনিকা মূর্ত্তিমতী রতির ন্যায় শোভা পাইতেছে। এবং কামানলে প্রজ্বলিত আমার হৃদয়কে যেন চন্দনরসে অভিষিক্ত করিতেছে। মদনিকে!

মদ। (দেখিয়া) অয়ে! এই যে শর্ব্বিলক!। শর্ব্বিলক! মঙ্গল ত? এখন কোথায় ?।

শর্ব্বি। সমুদায় বলিতেছি। (এই বলিয়া উভয়ে সস্নেহনয়নে পরস্পর দর্শন করিতে লাগিল)।

বসং। মদনিকা বিলম্ব করিতেছে, কোথায় গেল? (গবাক্ষ দিয়া দেখিয়া) এই যে মদনিকা দাঁড়াইয়া একজন পুরুষের সহিত কথোপ-কথন করিতেছে!। যখন মদনিকা ইহাকে নিশ্চল ও সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে, তখন বোধ হয় এই ব্যক্তি মদনিকাকে আপন পত্নী রূপে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছে। অতএব উহারা পরস্পর কথোপকথনে আনন্দিত হয় হউক। আহা! কাহারও প্রণয়ভঙ্গ করা উচিত নহে, এখন ডাকিব না।

মদ। শর্ব্বিলক ! বল কি বলিবে ? ।

(শর্ব্বিলক সশঙ্কে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল)।

মদ। শর্ব্বিলক ! এ কি ? তোমাকে শঙ্কিতের ন্যায় দেখিতেছি কেন ? ।

শর্ব্বি। তোমাকে কিছু গোপনীয় কথা বলিব, অতএব এস্থান নির্জ্জন ত ?

মদ। হাঁ নির্জ্জন।

বসং। এ যে অতি গোপনীয় কথা ! তবে শুনিব না।

শর্ব্বি। মদনিকে ! তোমার মূল্য দিলে বসন্তসেনা কি তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন ? ।

বসং। এ যে মৎসম্বন্ধি কথা ! তবে এই গবাক্ষের আড়ালে থাকিয়া শুনিব।

মদ। আমি এক দিবস আর্য্যার নিকটে একথার প্রস্তাব করিয়া ছিলাম, তাহাতে তিনি এই উত্তর দিয়াছিলেন, যখন আমার ইচ্ছা হইবে তখন বিনা অর্থে সকল পরিজনকেই এক এক পুরুষের হস্তে সমর্পণকরিয়া ছাড়িয়া দিব। আচ্ছা, শর্ব্বিলক ! তুমি আমাকে আর্য্যার হস্ত হইতে মুক্ত করিবে, তোমার এতাদৃশ বিষয় কি আছে ?

শর্ব্বি। আমি দারিদ্রদশাপন্ন হইলেও তোমার স্নেহে বশীভূত হইয়া তোমার নিমিত্ত অদ্য রজনীযোগে এক সাহসের কর্ম্ম করিয়াছি।

বসং। ইহার আকারটি দেখিতে উত্তম, কিন্তু সাহসের কর্ম্ম করায় ভয় জন্মাইতেছে।

মদ। শর্ব্বিলক ! এক স্ত্রীরূপ সামান্য বস্তুর নিমিত্ত উভয়কে সংশয়ে পাতিত করিলে ? ।

শর্ব্বি। উভয় কি কি ? ।

মদ। শরীর এবং চরিত্র।

শর্ব্বি। অয়ি অপণ্ডিতে ! সাহসেই লক্ষ্মী হয়।

মদ। শর্ব্বিলক ! তুমি অতি সচ্চরিত্র, যাহা হউক, তুমি আমার নিমিত্ত সাহসের কর্ম্ম করিয়া অত্যন্ত বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়াছ।

শর্ব্বি। আমি ধনলোভে প্রফুল্ল লতার ন্যায় ভূষণশালিনী কোন কামিনীর গাত্রস্পর্শও করি না। বিপ্রস্বামিক সুবর্ণ এবং যজ্ঞার্থে সঞ্চিত বস্তুও হরণ করি না। এবং ধাত্রীর ক্রোড়স্থিত অলঙ্কারে ভূষিত বালকের প্রতিও কখন হস্তক্ষেপ করি না। আমি চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া থাকি বটে; কিন্তু তৎকালেও আমার কার্য্যাকার্য্য বিচারশালি জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় না। অতএব তুমি বসন্তসেনার নিকটে গিয়া বল যে আপনার শরীরের অনুরূপ এই অলঙ্কার গড়াইয়াছি, আপনি আমার অনুরোধে অপ্রকাশ্য-রূপে ইহা ধারণ করুন।

মদ। শর্ব্বিলক! অলঙ্কারটি অপ্রকাশ্য বলিতেছ, অথচ বসন্তসেনা রত্নুরের শিরোমণি, তাঁহার নিকটে ইহা কখনই অপ্রকাশ থাকিবে না; অতএব বাহির কর, দেখি, কি প্রকার অলঙ্কার?

শর্ব্বি। এই অলঙ্কার। (এই বলিয়া শঙ্কিত হইয়া অর্পণ করিল)।

মদ। (ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া) ইহা যেন পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তুমি ইহা কোথায় পাইয়াছ? বল।

শর্ব্বি। সে কথায় তোমার কি প্রয়োজন! দিলাম, গ্রহণ কর।

মদ। (রোষপূর্ব্বক) যদি আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস না হয় তবে কি নিমিত্ত আমাকে ক্রয় করিতেছ?।

শর্ব্বি। প্রাতঃকালে বণিকপল্লীতে শুনিলাম, ইহা বণিক্‌ব্যবসায়ী চারু-দত্তের। (ইহা শ্রবণমাত্র বসন্তসেনা ও মদনিকা মূর্চ্ছিতের ন্যায় হইল)।

শর্ব্বি। মদনিকে! সুস্থ হও। ইহা শুনিবামাত্র তোমার সর্ব্বশরীর বিষাদে শিথিল, ও নয়নযুগল চঞ্চল হইল কেন? আমি তোমাকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে যত্নবান হইয়াছি, তথাপি তুমি আমার প্রতি অনুকম্পা না করিয়া কম্পিতা হতেছ, ইহার কারণ কি?।

মদ। (সুস্থ হইয়া) সাহসিক! তুমি আমার নিমিত্ত এতাদৃশ অকার্য্য করিতে গিয়া সে বাটীস্থ কাহাকেও হত কি আহত কর নাই ত?।

শর্ব্বি। মদনিকে! ভীত বা সুপ্তজনের প্রতি শর্ব্বিলক কখনও আঘাত করে না। অতএব সে বাটীতে আমি কাহাকেও হত কি আহত কিছুই করি নাই।

মদ। সত্য বলিতেছ ?

শর্ব্বি। হাঁ সত্যই বলিতেছি।

বসং। (ইহা শুনিয়া চেতনা পাইয়া) আ ! বাঁচিলাম।

মদ। তবেই ভাল।

শর্ব্বি। (মদনিকার ঐ কথা শুনিয়া চারুদত্তের প্রতি মদনিকার প্রসক্তি হইয়াছে মনে মনে বুঝিয়া ঈর্ষ্যা পূর্ব্বক) মদনিকে ! ভাল কি রূপ ? । আমি সৎকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও কেবল তোমার স্নেহে বশী-ভূত হইয়াই এতাদৃশ অকার্য্য করিতেছি। কুসুমশরের শরাঘাতে জ্ঞান শূন্য হইয়াও মান রক্ষা করিতেছি। তথাপি তুমি আমাকে প্রতারণা করিয়া পুরুষান্তরে আসক্ত হইতেছ ? । জানিলাম, ধনরূপফলশালী সৎপুরুষরূপ তরুগণ বেশ্যারূপ পক্ষিগণে ভক্ষিত হইলেই একবারে নিষ্ফল হইয়া যায়। পুরুষের কামানল প্রণয়রূপইন্ধনে বর্দ্ধিত ও সুর-তরূপশিখায় প্রজ্বলিত, যাহাতে মনুষ্যেরা স্বীয় যৌবন ও সমুদায় ধনের আহুতি প্রদান করিয়া থাকে।

বসং। (সহাস্যে) অহো ! অস্থানে ইহার কোপ সঞ্চার হইতেছে।

শর্ব্বি। যে পুরুষেরা স্ত্রী এবং লক্ষ্মীর প্রতি বিশ্বাস করে, তাহারা আমার বিবেচনায় অতি মূর্খ। যে হেতু স্ত্রী ও লক্ষ্মী অতি চঞ্চল, একত্র দীর্ঘকাল অবস্থান করেন না। আশ্রিতপুরুষ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র ভুজঙ্গীর ন্যায় দ্রুতগমনে পুরুষান্তর আশ্রয় করিয়া থাকে। অপিচ।

স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা অনুচিত, কারণ তাহারা স্বয়ং অনুরক্তা না হইলে, পুরুষ অনুরক্ত হইলেও তাহাকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া যায়। তবে যে স্ত্রী স্বয়ং অনুরক্তা হয় তাহার প্রতিই প্রণয় প্রকাশ করিবে ও বিরক্তা স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবে। পণ্ডিতেরা এই এক উত্তম কথা বলিয়া থাকেন ! বেশ্যারা পুরুষের নিকট হইতে কেবল অর্থ লইবার আশয়েই কখন হাস্য ও কখন ক্রন্দন করিয়া থাকে। উহারা পুরুষের প্রতি স্বয়ং বিশ্বাস করে না, কিন্তু কৃত্রিম হাব ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক পুরুষকে বিশ্বাসিত করে। অতএব সৎকুলসম্ভূত ও সুশীল পুরুষেরা শ্মশান জাত পুষ্পের ন্যায় বেশ্যার সংসর্গ অবশ্যই

পরিত্যাগ করিবে। অপিচ, বারবনিতার স্বভাব সাগরতরঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদা চঞ্চল, উহারা সন্ধ্যাকালীন জলধররেখার ন্যায় অল্পকাল অনুরাগিণী হয় এবং বাহ্য অনুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক ধনবান্ পুরুষকে মোহিত করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লয়। পরিশেষে সেই পুরুষ নির্ধন হইলে, যেরূপ অলক্তকের সারাংশ লইয়া অসারাংশ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অপিচ, স্ত্রীলোকেরা মনো দ্বারা এক পুরুষকে ও নেত্রভঙ্গী দ্বারা অপর পুরুষকে আহ্বান করে। এবং একজনের প্রতি যৌবনধন সমর্পণ করিয়া শরীরের হাবভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক অন্যের মন হরণ করিয়া থাকে। কোন মহাত্মার এই এক উক্তি আছে। পর্ব্বতের উপরিভাগে কখনও পদ্মিনীর জন্ম হয় না,। গর্দ্দভ কখনও ঘোটকের ভার বহন করিতে পারে না। যব বপন করিলে কখনও ধান্য হয় না। এবং বেশ্যার অন্তঃকরণ কখনও বিশুদ্ধ হয় না। রে দুষ্ট চারুদত্ত! তুমি এইবার মরিলে। (এই বলিয়া বেগে যাইতে উদ্যত হইল)।

মদ। (শর্ব্বিলকের বস্ত্র ধরিয়া) অয়ি অসম্বদ্ধপ্রলাপক! কোপের অযোগ্যস্থানে কোপ করিতেছ?

শর্ব্বি। সে কোপের অযোগ্য কেন?

মদ। এই অলঙ্কার আর্য্যার।

শর্ব্বি। তাহার পর?।

মদ। আর্য্যা এই অলঙ্কার আর্য্য চারুদত্তের হস্তে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

শর্ব্বি। কেন?

মদ। (শর্ব্বিলকের কর্ণে) এই * কারণ।

শর্ব্বি। (দুঃখিত হইয়া) হায়! কি কষ্ট! আমি আতপতাপিত হইয়া ছায়ার নিমিত্ত যে শাখা আশ্রয় করিয়াছিলাম, অজ্ঞানবশতঃ আবার সেই শাখাকেই পত্রশূন্য করিলাম!।

---

* চারুদত্ত দরিদ্র হওয়ায় তাঁহার ভরণ পোষণ জন্য আর্য্যা গচ্ছিতের ছলে এই অলঙ্কার দিয়াছেন। এইটি গোপনীয় কথা।

বসং। এই যে এ ব্যক্তিও অনুতাপ করিতেছে! বোধ হয় চারুদত্তের অবস্থা না জানিয়াই এইরূপ করিয়া থাকিবে।

শর্ব্বি। মদনিকে! এখন কি কর্ত্তব্য!

মদ। এ বিষয়ে তুমিই পণ্ডিত।

শর্ব্বি। ও কথা বলিও না। দেখ; স্ত্রীলোকের পাণ্ডিত্য স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু পুরুষের পাণ্ডিত্য শাস্ত্রালোচনা ব্যতিরেকে হইতে পারে না।

মদ। শর্ব্বিলক! যদি আমার কথা শুন, তবে এই অলঙ্কার আর্য্য চারুদত্তের নিকটে গিয়া প্রত্যর্পণ কর।

শর্ব্বি। যদি তিনি আমার নামে রাজদ্বারে অভিযোগ করেন?

মদ। চন্দ্রমণ্ডল হইতে কখন আতপ নির্গত হয় না।

বসং। সাধু মদনিকে! সাধু।

শর্ব্বি। মদনিকে! সেই মহাত্মা চারুদত্তের গুণকীর্ত্তন করিবার প্রয়োজন কি? এ বিষয়ে আমার ভয় বা দুঃখ কি লজ্জা কিছুই হয় না: এবং রাজদ্বারে অভিযোগ করিলে রাজাও মাদৃশ ধূর্ত্তগণের কিছুই করিতে পারেন না। তথাপি চুরি করিয়া স্বয়ং প্রত্যর্পণ করা যুক্তি-বিরুদ্ধ, অতএব উপায়ান্তর চিন্তা কর।

মদ। আর এক উপায় এই।

বসং। আবার কি উপায়?।

মদ। তুমি যেন চারুদত্তের আদেশেই আসিয়াছ এই বলিয়া ইহা আর্য্যার হস্তেই সমর্পণ কর।

শর্ব্বি। তাহা হইলে কি হইবে?।

মদ। তাহা হইলে তুমিও চোর হইবে না, চারুদত্তও ঋণ হইতে মুক্ত হইবেন, এবং আর্য্যাও স্বীয় অলঙ্কার প্রাপ্ত হইবেন।

শর্ব্বি। মদনিকে! স্বয়ং প্রত্যর্পণ করা অত্যন্ত সাহসের কর্ম্ম।

মদ। শর্ব্বিলক! প্রত্যর্পণ কর, নতুবা অত্যন্ত সাহসের কর্ম্ম হইবে।

বসং। সাধু, মদনিকে! সাধু, ঠিক যেন পতিহিতৈষিণী সাধ্বী পত্নীর ন্যায় উপদেশ দিতেছ।

শর্ব্বি। মদনিকে! আমি তোমার অনুগত হইয়া উত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম। দেখ, রাত্রি কালে চন্দ্র অদৃষ্ট হইলে পথ প্রদর্শক পাওয়া সুকঠিন।

মদ। অতএব তুমি এই কামদেব ভবনে ক্ষণকাল অবস্থান কর, আমি আর্য্যার নিকটে গিয়া তোমার আগমন বার্ত্তা জানাই।

শর্ব্বি। আচ্ছা, তাহাই হউক।

মদ। (বসন্তসেনার নিকটে গিয়া) আর্য্যে! আর্য্যচারুদত্তের নিকট হইতে এক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন।

বসং। মদনিকে! তিনি আর্য্য চারুদত্তের লোক, ইহা তুমি কিরূপে জানিলে?

মদ। আর্য্যে! আমি কি আত্মীয় লোককে চিনিতে পারি না?

বসং। (মনে মনে হাস্য করিয়া) অবশ্যই চিনিতে পার। (প্রকাশ পূর্ব্বক) তাঁহাকে লইয়া আইস।

মদ। যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া শর্ব্বিলকের নিকটে গিয়া) শর্ব্বিলক! আইস, আর্য্যা ডাকিতেছেন।

শর্ব্বি। (লজ্জার কিঞ্চিৎ সংকুচিত হইয়া বসন্তসেনার নিকটে গিয়া) আপনার মঙ্গল হউক।

বসং। আর্য্য! প্রণাম করি, বসিতে আজ্ঞা হয়।

শর্ব্বি। আর্য্য চারুদত্ত আপনাকে জানাইতেছেন, যে আমার গৃহ অতি জীর্ণ, সুতরাং এই সুবর্ণভাণ্ড রক্ষা করা কঠিন, অতএব প্রত্যর্পণ করিলাম, গ্রহণ করুন। (এই বলিয়া সুবর্ণভাণ্ড নিকটস্থিত মদনিকার হস্তে দিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল)।

বসং। আর্য্য! আমারও এক টি কথা আর্য্য চারুদত্তের নিকটে আপনাকে বলিতে হইবে।

শর্ব্বি। (মনে মনে) কে তথায় যাইবে? (প্রকাশপূর্ব্বক) কি কথা?।

বসং। আর্য্য! তুমি এই মদনিকা কে লইয়া যাও।

শৰ্ব্বি। আর্য্যে! আপনার এ কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারিলাম না।

বসং। তুমি না পার, আমি বুঝিয়াছি।

শৰ্ব্বি। কি প্রকার?

বসং। পূর্ব্বে আর্য্য চারুদত্ত আমাকে বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি তোমার হস্তে এই অলঙ্কার প্রদান করিবে, তুমি তাহার হস্তে মদনিকাকে সমর্পণ করিবে। অতএব তিনিই তোমার হস্তে মদনিকা প্রদান করিতেছেন সে কথার এই অর্থ বুঝিয়া লও।

শৰ্ব্বি। (স্বগত) অয়ে! ইনি আমাকে জানিতে পারিয়াছেন। (প্রকাশ পূর্ব্বক) সাধু আর্য্য চারুদত্ত! সাধু। গুণোপার্জ্জনেই পুরুষের যত্ন করা কর্ত্তব্য, যে হেতু নির্গুণপুরুষ ধনবান্ হইলেও গুণবান্ দরিদ্র পুরুষের তুল্য হইতে পারে না। অপিচ, পুরুষমাত্রই গুণলাভে যত্নবান্ হইবে, যে হেতু গুণবানের দুর্লভ বস্তু কিছুই নাই। দেখ, অমৃতবর্ষী চন্দ্রমা কেবল গুণের প্রভাবেই অন্যের দুর্লভ দেবদেব মহাদেবের মস্তকে আরোহণ করিয়াছেন।

বসং। এখানে কর্ণীরথপরিচালক কেহ আছ?

চেট। (কর্ণীরথের সহিত প্রবেশ করিয়া) আর্য্যে কর্ণীরথ সজ্জিত হইয়াছে।

বসং। মদনিকে! আমার প্রতি একবার স্নেহভরে দৃষ্টিপাত কর, এই ব্রাহ্মণের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিলাম, তুমি কর্ণীরথে আরোহণ কর, এবং মধ্যে মধ্যে আমাকে স্মরণ করিও।

মদ। (ক্রন্দন করিতে করিতে) আজ্ হইতে আর্য্যা আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। (এই বলিয়া বসন্তসেনার পদতলে পতিত হইল)

বসং। মদনিকে! উঠ উঠ, এখন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীতা হইয়া তুমিই আমার বন্দনীয়া হইয়াছ, অতএব চল, কর্ণীরথে আরোহণ কর, এবং আমাকে মনে রাখিও।

শৰ্ব্বি। আর্য্যে! আপনকার মঙ্গল হউক। মদনিকে! আর্য্যা বসন্তসেনার প্রতি ভক্তিসহকারে ও স্নেহভরে দৃষ্টিপাত কর এবং সাষ্টাঙ্গ

প্রণিপাতে প্রণাম কর। যাঁহার অনুগ্রহে তুমি অদ্য হইতে তোমাদের দুর্লভ বধূশব্দ প্রাপ্ত হইলে। (এই বলিয়া মদনিকার সহিত কর্ণীরথে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল)

(নেপথ্যে) তোমরা এখানে কে কে আছ? রাজার শ্যালক আদেশ করিতেছেন, আর্য্যকনামক এক গোপতনয় পরে রাজা হইবে, ইহা এক সিদ্ধপুরুষের আদেশে অবগত হইয়া মহারাজ পালক ভয় বশতঃ সেই গোপতনয়কে স্বীয় বাসস্থান হইতে আনয়নপূর্ব্বক ঘোর-তর বন্ধনাগারে বদ্ধ করিয়াছেন। অতএব তোমরা স্বীয় স্বীয় স্থানে সাবধান হইয়া থাক।

শর্ব্বি। (শুনিয়া) কি ? রাজা পালক আমার প্রিয় বন্ধু আর্য্যক কে কারাগৃহে বদ্ধ করিয়াছে ! কি বলিব ! সস্ত্রীক হইয়া রহিয়াছি। হায় ! কি কষ্ট !। অথবা ইহ লোকে বন্ধু ও বনিতা উভয়েই মনুষ্যের প্রিয়-তর বটে, কিন্তু এসময়ে শত শত বনিতা অপেক্ষাও বন্ধুই প্রিয়তম। যাহা হউক অবরোহণ করি। (এই বলিয়া কর্ণীরথ হইতে ভূতলে অবরোহণ করিল)।

মদ। (সাশ্রুনয়নে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক) আর্যপুত্র ! এরূপ করা উচিত হয় না, অগ্রে আমাকে গুরুজনের নিকটে লইয়া চল।

শর্ব্বি। সাধু প্রিয়ে ! সাধু। আমার মনের মত কথাটী বলিয়াছ। (চেটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) ওহে ! তুমি রেভিল নামক বণিকের বাটী জান ? ।

চেট। আজ্ঞা জানি।

শর্ব্বি। প্রিয়তমাকে তথায় লইয়া যাও।

চেট। যে আজ্ঞা।

মদ। আর্য্যপুত্র যেরূপ বলেন সেইরূপ সাবধান হইয়া থাকিবেন। (এই বলিয়া বহির্গত হইল)

শর্ব্বি। আমি এখন উদয়নরাজার মোচনার্থ যৌগন্ধরায়ণের ন্যায় প্রিয়সুহৃদ্ আর্য্যকের বন্ধন মোচনার্থ, জ্ঞাতি, ধূর্ত্ত, ও স্বীয় বাহু-বল-পরাক্রমে বিখ্যাত অথচ রাজকৃত অপমানে মনে মনে কুপিত রাজ-

ভৃত্যগণকে উত্তেজিত করিব। অপিচ, অবিমৃষ্যকারী শত্রুগণ ভাবি অনিষ্ট শঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া বিনা অপরাধে প্রিয় সুহৃৎকে ক্লেশ দিতেছে। আমি দ্রুতবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় শত্রু-পরিগৃহীত বন্ধুকে এখনই মুক্ত করিতেছি। (এই বলিয়া বেগে বহির্গত হইল)।

চেটী। (প্রবেশ পূর্ব্বক) আর্য্যে! আর্য্য চারুদত্তের নিকট হইতে এক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন।

বসং। আহা! আজ্ আমার কি শুভ দিন! অতএব চেটি! অতি সমাদরে ব্রাহ্মণকে লইয়া আইস।

চেটী। যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া বহির্গত হইল। বিদূষক বন্ধুল ও চেটীর সহিত প্রবেশ করিল)

বিদূ। কি আশ্চর্য্য! রাক্ষসরাজ রাবণ সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে দুষ্কর তপস্যা করিয়া তৎপুণ্যবলেই পুষ্পক নামক ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া গমন করেন, কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ তপস্যা না করিয়াও বারনারী আশ্রয় করিয়া যাইতেছি।

চেটী। মহাশয়! আমাদের বাটীর দ্বার শোভা দর্শন করুন।

বিদূ। (দর্শনপূর্ব্বক বিস্ময়াপন্ন হইয়া) অহো! বসন্তসেনা-ভবনের প্রধান দ্বারের কি অনির্ব্বচনীয় রমণীয়তা! যাহার অধোভাগ সলিল সেচনে প্রক্ষালিত ও গোময়ে উপলিপ্ত এবং বিবিধ সুরভি কুসুম বিন্যাসে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। যে দ্বারটি সাতিশয় উচ্চতাবশতঃ যেন গগনমণ্ডল দর্শন লালসায় দূর হইতে মস্তক উন্নত করিয়াছে। যে দ্বার শুভ্রতা ও দীর্ঘতা বশতঃ ঐরাবত হস্তীর শুণ্ড-সদৃশ ও ইতস্তত দোলায়মান মল্লিকামালায় এবং হস্তিদন্তে বিনির্ম্মিত ও সমধিক উন্নত তোরণে শোভা পাইতেছে। যে দ্বার সুবর্ণে চিত্রিত ও বায়ুবেগে সঞ্চালিত পতাকাপুঞ্জে সজ্জিত হওয়ায়, বোধ হইতেছে, যেন অগ্রহস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক, এই দিকে আইস, বলিয়া আমাকে আহ্বান করিতেছে। যাহার উভয়পার্শ্বে আম্রপল্লবে শোভিত ও স্ফটিকবিরচিত মঙ্গলকলস দ্বয় বেদি মধ্যে সংস্থাপিত রহিয়াছে। এবং

যাহার কপাটদ্বয় কনকে নির্ম্মিত ও হীরক খণ্ডে খচিত। আহা! ইহার এতাদৃশ সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে বিষয়বাসনাবিরক্ত ব্যক্তিরও চিত্ত মোহিত হয়।

চেটী। মহাশয়! এইদিকে আসুন, এই প্রথম প্রকোষ্ঠে (মহলে) প্রবেশ করুন।

বিদূ। (প্রবেশপূর্ব্বক দেখিয়া) কি আশ্চর্য্য! এই প্রথম মহলে শশি, শঙ্খ ও মৃণাল সদৃশ শুভ্রবর্ণ, ও চূর্ণমুষ্টি প্রক্ষেপে পাণ্ডুবর্ণ, এবং মধ্যে মধ্যে রত্ন খচিত সুবর্ণময় সোপানপরম্পারায় শোভিত অট্টালিকা সকল লম্বমান মুক্তামালায় অলঙ্কৃত ও স্ফটিকনির্ম্মিত-গবাক্ষরূপ মুখচন্দ্র-দ্বারা যেন উজ্জয়িনীর শোভা সন্দর্শন করিতেছে। দ্বারবান্ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের ন্যায় সুখে উপবিষ্ট হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। দধিমিশ্রিত কলম্বরূপ মোদকে প্রলোভিত হইয়া বায়সগণ সুধালিপ্ত বোধে বলি ভক্ষণ করিতেছে না। চেটি! কোন্ দিকে যাইব, আদেশ কর।

চেটী। আর্য্য! আসুন আসুন, এই দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করুন।

বিদূ। (প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিয়া) কি আশ্চর্য্য! এই দ্বিতীয় মহলে তৈলাক্ত শৃঙ্গধারী কর্ণীরথবাহী বলীবর্দ্দসকল সমীপস্থিত ঘাস কুঁড়া প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইয়া বদ্ধ রহিয়াছে। এই একটি মহিষ অবমানিত কুলীনের ন্যায় দীর্ঘতর নিশ্বাস ছাড়িতেছে। একদিকে যুদ্ধসমাপনান্তে মল্লপুরুষের ন্যায় মেষের গ্রীবা মর্দ্দিত হইতেছে। একদিকে অশ্বসকলের গ্রীবালোমের সংস্কার হইতেছে। এই একটি শাখামৃগ অশ্বশালায় তস্করের ন্যায় দৃঢ়তররূপে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অন্য দিকে হস্তিপকেরা ঘৃতমিশ্রিত অন্নপিণ্ড হস্তিবৃন্দকে ভক্ষণ করাই-তেছে। আদেশ কর কোন্ দিকে যাইব।

চেটী। আসুন আসুন, এই তৃতীয় মহলে প্রবেশ করুন।

বিদূ। (প্রবেশানন্তর দেখিয়া) কি আশ্চর্য্য! এই তৃতীয় মহলে এই আসনসকল ভদ্র ভদ্র জনগণের উপবেশনার্থ বিরচিত হইয়া রহিয়াছে। এই এক খানি পুস্তক অর্দ্ধপঠিত হইয়া চৌকীর উপরি-ভাগে অনাবৃত রহিয়াছে। এই এক খানি মণিময় গুটিকা সহিত

পাশক্রীড়ার বিচিত্র আসন রহিয়াছে। এই সকল নায়ক ও নায়িকার প্রণয়ভঙ্গে ও সম্মীলনে সুচতুর গনিকা ও বৃদ্ধ বিট পুরুষেরা বিবিধ বর্ণে বিচিত্রিত চিত্রপট হস্তে করিয়া ইতস্তত পর্য্যটন করিতেছে। কোন্ দিকে যাইব আদেশ করুন।

চেটী। আসুন আসুন, এই চতুর্থমহলে প্রবেশ করুন।

বিদূ। (প্রবেশপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া) অহো! এই চতুর্থমহলে মৃদঙ্গসকল যুবতিগণকর্ত্তৃক বাদিত হইয়া জলধরের ন্যায় গম্ভীর শব্দ করিতেছে। পুণ্যক্ষয় হেতু গগন হইতে পতিত তারক বৃন্দের ন্যায় সমুজ্জ্বল করতাল সকল পরস্পর মিলিত হইয়া বাজিতেছে। মধুকর-ধ্বনির ন্যায় সুমধুর বংশীর ধ্বনি হইতেছে। এই বীণা প্রণয়কোপে কুপিতা কামিনীর ন্যায় ক্রোড়ে সংস্থাপিতা হইয়া কররুহসংযোগে মার্জিতা হইতেছে। এই সকল বেশ্যাকন্যারা মধুমত্ত মধুকরীর ন্যায় সুস্বরে গান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে। কেহ কেহ বা উজ্জ্বল বেশে ও মনের আবেশে নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছে। এবং মধ্যে মধ্যে শীতল সলিল পান করিবার জন্য গবাক্ষে সংস্থাপিত জল-পূর্ণ কলস সকল মন্দ মন্দ বায়ুসঞ্চারে সিগ্ধ হইতেছে। বল এখন কোন্ দিকে যাইব?।

চেটী। আসুন আসুন, এই পঞ্চম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করুন।

বিদূ। (প্রবেশ করিয়া দেখিয়া) কি আশ্চর্য্য! এই পঞ্চম প্রকোষ্ঠে দরিদ্রজনের লোভজনক তৈলপক্কহিঙ্গু গন্ধ ইতস্ততঃ প্রসৃত হইতেছে। বিবিধগন্ধযুক্ত ধুমরাশি বহির্গত হওয়ায় নিরন্তর বহ্নিতাপে সন্তাপিত হইয়া পাকশালা যেন দ্বাররূপমুখদ্বারা নিশ্বাস ছাড়িতেছে। বহুবিধ অন্ন ব্যঞ্জনাদির সুরভি গন্ধ আমাকে অধিকতর প্রলোভিত করিতেছে। এই একজন পশুঘাতক জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় হতপশুর উদরচর্ম্ম প্রক্ষালন করিতেছে। সূপকার নানাবিধ আহার সামগ্রী পাক করিতেছে। কেহ কেহ মোদক বান্ধিতেছে ও কেহ কেহ পিষ্টক প্রস্তুত করিতেছে। এখানে কিছু আহার করুন এই বলিয়া কেহ কি আমাকে পাদ প্রক্ষালনার্থ জল দান করিবে?। বিবধ বেশভূষায় ভূষিত এবং সুরাঙ্গনা ও গন্ধর্ব্ব

সদৃশ গণিকা ও বন্ধুলগণ দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ায় এই গৃহটি স্বতাই স্বর্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অগো ! বন্ধুল নাম ধারী তোমরা কে ?

বন্ধুল। আমরা পরপুরুষের ঔরসে ও পরস্ত্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরগৃহে বাস ও পরকীয় অন্ন ভোজন করিতেছি,। এবং আমরা পরধনেই ধনবান্ ও নিতান্ত মূর্খ, এজন্য বন্ধুলনাম ধারণপূর্ব্বক করিশাবকের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট শরীরে আমোদ প্রমোদ করিতেছি।

বিদূ। চেটী ! আদেশ কর।

চেটি। আসুন আসুন মহাশয়, ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করুন।

বিদূ। (প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিয়া) কি আশ্চর্য্য ! এই ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠে রত্ন খচিত সুবর্ণময় তোরণ সকল নীলমণিবিনির্ম্মিতপ্রদেশে প্রতিফলিত হইয়া শক্রধনুর ন্যায় বিচিত্র শোভা প্রদর্শন করিতেছে। বনিক্‌গণ বৈদূর্য্য, মৌক্তিক, প্রবাল, পুষ্পরাগ, পদ্মরাগ, মরকত, ইন্দ্রনীল প্রভৃতি বহুল রত্নরাশি লইয়া পরীক্ষা করিতেছে। স্বর্ণকারেরা স্বর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কারে হীরকাদি বদ্ধ করিতেছে। কেহ কেহ রক্তসূত্রে সুবর্ণালঙ্কার, কেহ কেহ মুক্তাময় হার গাঁথিতেছে। কেহ বৈদূর্য্য কেহ প্রবাল শাণে ঘর্ষণ করিতেছে। কেহ বা শঙ্খের ছিদ্র করিতেছে। অপর প্রদেশে কেহ আর্দ্র কুঙ্কুম রাশি শুষ্ক করিতেছে। কেহ চন্দন ঘষিতেছে। কেহ বা গন্ধদ্রব্যের সংযোগ করিতেছে। দাসীগণ নায়ক ও নায়িকাদিগকে কর্পূরপূর্ণ তাম্বূল দিতেছে। কামুক ও কামুকীরা কটাক্ষদর্শনে পরস্পর অবলোকন করিতেছে। কোথাও হাস্যের কলরব হইতেছে। কোথাও বা বহুজনে একত্রিত হইয়া নিরন্তর মদিরা পান করিতেছে। এই চেট ও চেটী সকল ইতস্তত পর্য্যটন করিতেছে। যে সকল পুরুষেরা বেশ্যাসক্ত হইয়া পুত্রকলত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বেশ্যাগৃহেই নিয়ত বাস করিয়াছিল, অধুনা নির্ধন হওয়ায় বেশ্যাকর্ত্তৃক নিষ্কাশিত হইয়াও অনন্যগতি বশতঃ সেই স্থানেই থাকিয়া, গণিকাগণ যে পাত্রে মদ্যপান করিতেছে, উহারা সেই পাত্রলগ্ন মদ্য চাটিয়া খাইতেছে। চেটি ! আদেশ কর কোন্ দিকে যাইব।

চেটী। আসুন আসুন মহাশয় ! এই সপ্তম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করুন।

বিদূ। (প্রবেশানন্তর দেখিয়া) কি আশ্চর্য্য! এই সপ্তম প্রকোষ্ঠে কপোত ও কপোতীগণক পোতপালিকায় সুখে অবস্থান পূর্ব্বক পরস্পর চুম্বন ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতেছে। এই পঞ্জরস্থ শুক পক্ষী দধিভক্তে উদর পূরণ করিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় পড়িতেছে। এই মদনসারিকা গৃহদাসীর ন্যায় নিয়ত কুরকুর শব্দ করিতেছে। এই কোকিলা নানাবিধ ফলরসাস্বাদে সুস্বর কণ্ঠে কুট্টনীর ন্যায় মধুর শব্দ করিতেছে। এই পঞ্জর শ্রেণী নাগদন্তে লম্বমান হইয়া রহিয়াছে। কপিঞ্জল প্রভৃতি যুদ্ধপ্রিয় পক্ষিগণ পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে। এই ময়ূর ও ময়ূরী সকল প্রাসাদের উপরিভাগে মনের আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে আতাপতাপিত প্রাসাদে ব্যজন করিবার নিমিত্তই যেন নানা বর্ণে বিচিত্রিত, পিচ্ছরাশি বিস্তৃত ও কম্পিত করিতেছে। শশধর কিরণের ন্যায় শুক্লবর্ণ রাজহংস ও রাজহংসীগণ মৃদু মধুরগামিনী কামিনীগণের গতি শিক্ষা নিমিত্তই যেন উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতেছে। গৃহসারসগণ অত্যন্ত বৃদ্ধের ন্যায় মন্দ মন্দ গমনে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে। কি চমৎকার! এই গণিকাভবন যথার্থই যেন নন্দন-বনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। বল, কোন্ দিকে যাইব।

চেটী। আসুন মহাশয় এই অষ্টম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করুন।

বিদূ। (প্রবেশ করিয়া দেখিয়া) চেটি! এই যে পুরুষ টি পট্টবস্ত্র ও সমুজ্জ্বল অলঙ্কার পরিধান করিয়া অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শনপূর্ব্বক ইতস্তত পর্য্যটন করিতেছে, ইনি কে?

চেটী। আর্য্য! ইনি আর্য্যা বসন্তসেনার ভ্রাতা।

বিদূ। আহা! ইনি কতই পুণ্য করিয়া বসন্তসেনার ভ্রাতা হইয়া-ছেন!! অথবা পুণ্যই বা কি। ইনি যদিও উজ্জ্বল বেশ বিন্যাসে বিভূ-ষিত ও অসামান্য লাবণ্যগুণে সুশোভিত হইয়াছেন। তথাপি শ্মশান-জাত চম্পক তরুর ন্যায় জনগণের অনাদরণীয় সন্দেহ নাই। (অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) চেটি! এই যে স্ত্রীলোকটি নানাবিধ স্বত্র নির্ম্মিত পুষ্পে বিচিত্রিত উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পদযুগলে পাদুকা ধারণ পূর্ব্বক উচ্চ আসনে বসিয়া আছেন, ইনি কে?

চেটী। মহাশয়! ইনি আমাদের আর্য্যা বসন্তসেনার মাতা।

বিদূ। অহো! এই অপবিত্র ডাকিনীর উদরটি কি বিস্তৃত। বোধ হয় মহাদেবের ন্যায় দীর্ঘাঙ্গী এই বৃদ্ধার উদরের পরিমাণ লইয়াই যেন এই গৃহের দ্বারগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে।

চেটী। হতাশ! আমাদের মাতাকে এরূপ উপহাস করিও না। ইনি পালাজ্বরে ক্লেশ পাইতেছেন।

বিদূ। (পরিহাস পূর্ব্বক) অহে পালাজ্বর এই উপহার দ্বারা এই ব্রাহ্মণের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।

চেটী। তাহা হইলে তুমি মরিয়া যাইবে।

বিদূ। (পরিহাস পূর্ব্বক) রে দাসীর পুত্রি! এতাদৃশ স্থূলশরীর ব্যক্তির মরণই ভাল। তোমাদের আর্য্যার মাতা সীধু, সুরা, আসব, প্রভৃতি বহু বিধ মদ্যপানে মত্তা হইয়া এতাদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যদি এই সময়ে ইহার মৃত্যু হয় তাহা হইলে সহস্র সহস্র শৃগালের মহা আনন্দ উপস্থিত হইবে। চেটি! বাণিজ্যার্থ তোমাদের কি পোত প্রভৃতি জলযান বহিয়া থাকে?

চেটী। না মহাশয়।

বিদূ। একথা জিজ্ঞাসা করিবারই বা প্রয়োজন কি? প্রণয়রূপ-নির্ম্মল সলিলে পরিপূর্ণ মদন সাগরে তোমাদের স্তন, নিতম্ব, জঘন প্রভৃতি অঙ্গগুলিই উত্তম জলযানের কর্ম্ম করিয়া থাকে। বসন্তসেনার এই আট মহল বাটী দেখিয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে যেন স্বর্গ একত্রিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। ইহার প্রসংসা করিতে আমার বাক্ শক্তি নাই। ইহা কি বেশ্যালয়? না কুবেরভবনের এক অংশ?। তোমাদের আর্য্যা কোথায়?।

চেটী। মহাশয়! তিনি বৃক্ষবাটিকায় অবস্থান করিতেছেন, অতএব আপনি তথায় প্রবেশ করুন।

বিদূ। (প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিয়া) আহা! বৃক্ষ বাটিকার কি অনুপম সৌন্দর্য্য! শ্বেত পীত নীল লোহিত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণে বিভূষিত কুসুমা-বলী বিকসিত হওয়ায় তরুনিকর মনোহর শোভাধারণ করিতেছে।

যুবতীগণের নিতম্ব দেশের প্রমাণানুসারে বিনির্ম্মিত দোলাযন্ত্র সান্দ্র পাদপ বীথির মধ্যে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। স্বয়ং পতিত স্বর্ণযূথিকা শেফালিকা মালতী মল্লিকা নবমল্লিকা কুরুবক মাধবীলতা প্রভৃতি নানাবিধ কুসুমসমূহ দ্বারা যেন নন্দনবনের শোভা সম্পত্তিকে তুচ্ছ করিতেছে। (অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) এদিকে অভিনব সূর্য্যকিরণ সদৃশ রক্ত বর্ণ কমল ও রক্তোৎপল বহুল পরিমাণে প্রফুল্ল হওয়ায় দীর্ঘিকা সন্ধ্যাকালীন শোভা ধারণ করিয়াছে। এই অশোক বৃক্ষ অভিনবোৎপন্ন রক্তবর্ণ পুষ্প ও পল্লবে বেষ্টিত হইয়া সমরমধ্যে ঘন ঘন রক্ত চন্দনে চর্চ্চিতদেহ বীর পুরুষের ন্যায় শোভা পাইতেছে। চেটি! কেথায় তোমাদের আর্য্যা?

. চেটী। অধোভাগে দৃষ্টিপাত করুন ঐ দেখুন আর্য্যা বসিয়া রহিয়াছেন।

বিদূ। (দেখিয়া নিকটে গিয়া) আপনকার মঙ্গল হউক।

বসং। এই যে মৈত্রেয় আসিয়াছেন! (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আপনি ভাল আছেন? এই আসন, বসিতে আজ্ঞা হয়।

বিদূ। আপনিও বসুন। (এই বলিয়া উভয়েই বসিলেন)

বসং। সেই বণিক্ পুত্রের কুশল ত?

বিদূ। ভবতি! হাঁ তাঁহার কুশল।

বসং। আর্য্য মৈত্রেয়! যাঁহার গুণ প্রবাল স্বরূপ, বিনয় শাখা স্বরূপ ও বিশ্বাস মূল স্বরূপ, স্বীয় গুণ রূপ ফলপূর্ণ সেই সাধু বৃক্ষকে সুহৃৎস্বরূপ বিহঙ্গগণেরা সুখে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ত?।

বিদূ। (স্বগত) এই দুষ্ট বারবিলাসিনী ঠিক জানিয়াছে (প্রকাশ) হাঁ সুখে আশ্রয় করিয়াছে।

বসং। মহাশয়! আগমনের প্রয়োজন কি?

বিদূ। শ্রবণ করুন। আর্য্য চারুদত্ত শীর্ষে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক আপনকাকে জানাইতেছেন।

বসং। (অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক) কি আজ্ঞা করিয়াছেন?

বিদূ। আমি সেই সুবর্ণ ভাণ্ড বিশ্বাসবশতঃ আত্মীয় বোধে

দ্যূতক্রীড়ায় হারাইয়াছি। সেই সভিক রাজবার্ত্তাহারী, রাজ-বার্ত্তা লইয়া কোথায় গিয়াছে অদ্যাপি জানিতে পারি নাই।

চেটী। আর্য্যে! আপনকারই মঙ্গল, আর্য্য খেলিতে শিখিয়াছেন।

বসং। (স্বগত) একি! সেই সুবর্ণ ভাণ্ড চোরে লইয়াছে, কিন্তু অভিমান বশতঃ, দ্যূত ক্রীড়ায় হারাইয়াছি, এ কথা বলিতেছেন, এই গুণেই তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছি।

বিদূ। অতএব তাহার পরিবর্ত্তে আপনি এই রত্নাবলী গ্রহণ করুন।

বসং। (আত্মগত) সেই অলঙ্কার কি দেখাইব?। (বিবেচনা করিয়া) অথবা এখন দেখাইব না।

বিদূ। আপনি কি এই রত্নাবলী লইবেন না?

বসং। (হাস্য পূর্ব্বক সখীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) মৈত্রেয়! রত্নাবলী কেন না লইব? (এই বলিয়া রত্নাবলী লইয়া আপন পার্শ্বে রাখিলেন। মনে মনে চিন্তা করিয়া) পুষ্প শূন্য সহকারপাদপ হইতেও কি মকরন্দ বিন্দু পতিত হয়? (প্রকাশ পূর্ব্বক) মহাশয়! আমার বচনানুসারে সেই দ্যূতকর আর্য্য চারুদত্তকে জানাইবেন যে আমি আর্য্যের দর্শনার্থে সন্ধ্যার সময়ে যাইতেছি।

বিদূ। (স্বগত) তথায় গিয়া আরও কিছু লইবে না কি? (প্রকাশে) আর্য্যে! বলিব। (স্বগত) বেশ্যার সম্পর্ক পরিত্যাগ করুন এই কথা বলিব। (এই বলিয়া বহির্গত হইলেন)।

বসং। চেটি! এই অলঙ্কার গ্রহণ কর। ইহা লইয়া চারুদত্তের নিকটে যাইব।

চেটী। আর্য্যে! দেখুন দেখুন, অকালে গগনমণ্ডলে জলদজাল কেমন উদিত হইতেছে।

বসং। মেঘই বা উদিত হউক, রাত্রিই বা উপস্থিত হউক, এবং অনবরত বারি ধারাই বা পতিত হউক, যখন আমার অন্তঃকরণ দয়িত-দর্শনে অতিশয় উৎসুক হইয়াছে তখন এ সকল কিছুই গণনা করিব না।

চেটি ! আমার হার লইয়া শীঘ্র আইস। (এই বলিয়া সকলে প্রস্থান করিল)

মদনিকা শর্ব্বিলকনামক চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত)

পঞ্চম অঙ্ক

—:০✽০:—

(তাহার পর আসনে উপবিষ্ট সোৎকণ্ঠ
চারুদত্তের প্রবেশ ।)

চারু। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া) অকালে মেঘোদয় হইল, এই গৃহময়ূরগণ জলধর দর্শনে আনন্দিত মনে পিচ্ছসঞ্চয় বিস্তার পূর্ব্বক গগনমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিতেছে। হংস কুল মানস সরোবরে গমনাভিলাষে উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। এই আকালিক মেঘাবলী গগন মণ্ডল ও উৎকণ্ঠিত পান্থ জনের হৃদয়কন্দরকে এক কালে তমঃপটলে আবৃত করিতেছে।

অপিচ। জলার্দ্র মহিষের উদর ও ভ্রমর সদৃশ নীলবর্ণ জলদ-জাল বিদ্যুৎ প্রভায় বিচিত্রিত এবং উড্ডীমান বলাকায় বিভূষিত হইয়া পীতবর্ণ উত্তরীয় বস্ত্রে আবৃত, শঙ্খধারী এবং গগনে পদার্পণে প্রবৃত্ত বামন রূপী নারায়ণের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

ক্ষরিত রজত দ্রবের ন্যায় শুল্কবর্ণ জলধারাবলী অন্ধকারে ক্ষণকাল অদৃষ্ট এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ প্রভায় সন্দৃষ্ট হইয়া বস্ত্রের খণ্ডিতদশাসঙ্ঘের ন্যায় পতিত হইতেছে। পবন বেগে বিচিত্রাকার জলদজাল কোন প্রদেশে নানাবর্ণ হেতু পরস্পর মিলিত চক্রবাক-মিথুনের ন্যায়, কোন প্রদেশে শুল্কবর্ণহেতু উড্ডীয়মান হংসাবলীর ন্যায়, কোন প্রদেশে উর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত মৎস্য মকর প্রভৃতির ন্যায়, কোন স্থানে উপরি স্থিত অট্টালিকার ন্যায় দৃশ্যমান হওয়ায় আকাশমণ্ডল বিবিধ আকৃতিপূর্ণ চিত্রপটের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অম্বরতল মেঘ পটলে আচ্ছন্ন হইয়া ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেহেতু ময়ূর মেঘ দর্শনে উন্মত্ত হইয়া দ্যূতক্রীড়ায় জয়লাভে গর্ব্বিত দুর্য্যোধনের ন্যায় সানন্দে শব্দ করিতেছে। কোকিলগণ বর্ষাকাল উপস্থিত দেখিয়া দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত যুধিষ্ঠিরের ন্যায় নিঃশব্দ হইয়া রহিয়াছে। হংসকুল পাণ্ডব গণের ন্যায় অরণ্য মধ্যে গিয়া অপরিজ্ঞাত স্থানে অবস্থান করিতেছে। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) বহুকাল হইল মৈত্রেয় বসন্ত-সেনার নিকটে গিয়াছেন, অদ্যাপি আসিতেছন না কেন?

(মৈত্রেয় প্রবেশ পূর্ব্বক) অহো! বেশ্যার কি ধনলালসা! এবং কি নির্দ্দয়তা! সেই সুবর্ণ ভাণ্ড কি রূপে অপহৃত হইল? ইত্যাদি কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই রত্নাবলী দিবামাত্রই অনাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিল। সে এতাদৃশ অতুল ঐশ্বর্য্য শালিনী হইয়াও এ কথা বলিল না যে আর্য্য মৈত্রেয়! এখানে আসিতে তোমার অনেক পরিশ্রম হইয়াছে অতএব কিছু কাল বিশ্রাম কর এবং কিঞ্চিৎ জল পান করিয়া যাও। অতঃপর সেই দাসীর পুত্রী বারাঙ্গণার আর মুখা-বলোকন করিব না। (দুঃখিত হইয়া) ইহা নিশ্চয়ই উক্ত আছে যে পদ্মিনী কন্দে উৎপন্ন হয়না, বণিক্ জন বঞ্চনা করে না, স্বর্ণকার চুরি করে না, গ্রামে বাস করিলে বিবাদ হয় না, এবং বেশ্যা লুব্ধা হয় না, এই সকল কথা নিতান্ত অসম্ভব। অতএব প্রিয়বয়স্যের নিকটে গিয়া তিনি যাহাতে বেশ্যা প্রসঙ্গ হইতে নিরৃত্ত হন তাহা করিব। এই বলিয়া

ইতস্ততঃ পর্য্যটন পূর্ব্বক দেখিয়া) এই যে প্রিয়বয়স্য বৃক্ষবাটিকায় বসিয়া রহিয়াছেন, উহাঁর নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া) আপনকার মঙ্গল হউক।

চারু। (দেখিয়া) এই যে প্রিয় সুহৃৎ মৈত্রেয় আসিয়াছেন, বয়স্য! মঙ্গল ত? এই স্থানে বসুন।

বিদূ। এই বসিলাম।

চারু। সে কার্য্যের কি হইল? বল।

বিদূ। সে কার্য্য নষ্ট হইয়াছে।

চারু। তিনি কি রত্নাবলী গ্রহণ করেন নাই?

বিদূ। আমাদের এমত ভাগ্য কি? যে তিনি গ্রহণ করিবেন না. অভিনব কমলের ন্যায় কোমল অঙ্গুলি মস্তকে বন্ধন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন।

চারু। তবে বিনষ্ট হইয়াছে একথা কেন বলিলে?

বিদূ। মহাশয়! কেনই বা বিনষ্ট না হইল। দেখুন, যাহা ভোগ করিলাম না, যাহা পান করিলাম না ও যাহা চোরে হরণ করিল এবং যাহার মূল্য অতি অল্প, সেই সুবর্ণ ভাণ্ডের পরিবর্ত্তে চতুঃসমুদ্রের সারভূত সেই রত্নাবলী অদ্য হারাইতে হইল।

চারু। বয়স্য! ও কথা বলিও না। বসন্তসেনা আমার প্রতি দৃঢ়তর বিশ্বাস করিয়াই সুবর্ণ ভাণ্ড গচ্ছিত রাখিয়া ছিলেন, মহামূল্য সেই বিশ্বাসেরই মূল্যস্বরূপ রত্নাবলী প্রদান করিয়াছি

বিদূ। বয়স্য! আর একটী সন্তাপের কারণ এই যে বসন্তসেনা সখীর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সঙ্কেত করিয়া মুখে বস্ত্র দিয়া আমার প্রতি উপহাস করিয়াছে। অতএব আমি ব্রাহ্মণ হইয়াও তোমার পদযুগল ধারণ পূর্ব্বক এই জানাইতেছি যে আপনি প্রত্যবায়-বহুল বেশ্যা প্রসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হউন. যে হেতু বেশ্যা পাদুকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট গুটিকার ন্যায় বহুকষ্টে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে।

অপিচ। মহাশয়! বেশ্যা, হস্তী, কায়স্থ, ভিক্ষু, প্রতারক, এবং গর্দ্দভ, ইহারা যে স্থানে বাস করে তথায় অতি দুষ্ট ব্যক্তিরাও অবস্থান করে না।

চারু। বয়স্য! এখন ও সকল অপবাদের কথা আর বলিও না, আমি আপন অবস্থা বশতই স্বয়ং নিবৃত্ত হইয়াছি। দেখ, বলহীন ঘোটক স্বভাব বশতঃ সত্বরগমনে যত্নবান্ হয় বটে কিন্তু দৌর্ব্বল্যবশতঃ তাহার পদচতুষ্টয় চলিতে পারে না। দরিদ্র পুরুষের চঞ্চল স্বভাবও সেইরূপ সর্ব্বত্রই গিয়া থাকে কিন্তু মনোরথ পূর্ণ না হইলেই নিবৃত্ত হইয়া মনোমধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ। বয়স্য! যাহার ধন আছে বেশ্যা তাহারই প্রিয়, যেহেতু বসন্তসেনা ধনেরই বশীভূত। (স্বগত) তাহা নহে, গুণেরই বশীভূত। (প্রকাশে) আমি ধনহীন, সুতরাং তাহাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।

বিদূ। (অধোভাগে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক স্বগত) ইনি যখন ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন তখন অনুমান হয় নিবারণ করায় ইহাঁর উৎকণ্ঠা অধিকতর প্রবল হইল। এই নিমিত্ত ইহা উক্ত আছে যে কাম অতি দুর্নিবার্য্য। (প্রকাশে) বয়স্য! বসন্তসেনা বলিয়াছেন যে "অদ্য সন্ধ্যাসময়ে আমি তথায় যাইতেছি এই কথা তাঁহাকে জানাইবেন"। ইহাতে অনুমান হয় যে তিনি রত্নাবলী পাইয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া আরও কিছু লইতে আসিবেন।

চারু। বয়স্য! আসুন্, সন্তুষ্টা হইয়া যাইবেন।

চেট। (প্রবেশ করিয়া) মানবগণ! সর সর। যথায় যথায় মেঘখণ্ড হইতে বৃষ্টি পতিত হয়, তথায় পৃষ্ঠচর্ম্ম ভিজিয়া যায়। এবং যথায় যথায় শীতল বায়ু সংলগ্ন হয় তথায় তথায় আমার হৃদয় কম্পিত হয়। (হাস্য করিয়া) আমি সপ্তচ্ছিদ্র যুক্ত বংশী সুস্বরে বাজাইতে পারি, এবং গর্দ্দভের স্বরসদৃশ মধুরস্বরে গান করিতেও পারি। অতএব আমার নিকটে তুম্বুরু (প্রসিদ্ধ গায়ক গন্ধর্ব্ব বিশেষ) এবং নারদই বা কোথায় লাগে।

আর্য্যা। বসন্তসেনা আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন যে কুম্ভীলক! তুমি আর্য্য চারুদত্তের নিকটে গিয়া আমার আগমন বার্ত্তা নিবেদন কর। অতএব এখন আর্য্য চারুদত্তের নিকটে যাই। (এই বলিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক দেখিয়া) এই যে আর্য্য চারুদত্ত বৃক্ষবাটিকায় রহি-

য়াছেন এবং সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণও নিকটে রহিয়াছেন, যাহা হউক উহাদের নিকটে গমন করি। এই যে বৃক্ষবাটিকার দ্বারটি রুদ্ধ রহিয়াছে! ভাল, বিদূষকের প্রতি সঙ্কেত করি (এই বলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকা খণ্ড বিদূষকের গাত্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিল)।

বিদূ। যেরূপ প্রাচীর বেষ্টিত কপিত্থ (কয়েত্) বৃক্ষ হইতে কপিত্থ পাড়িবার আশয়ে মৃৎখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া থাকে সেইরূপ আমার প্রতি কোন্ ব্যক্তি মৃৎখণ্ড নিক্ষেপ করিতেছে?

চারু। এই অট্টালিকার উপরিভাগে পারাবতেরা ক্রীড়া করিতেছে বোধহয় তাহাদের পদ সঞ্চারেই উহা পতিত হইতেছে।

বিদূ। রে দাসীরপুত্র দুষ্ট পারাবত! থাক থাক, এই যষ্টি দ্বারা পরিপক্ক আম্রফলের ন্যায় তোমাকে এই অট্টালিকার উপরি তল হইতে ভূতলে পাতিত করিব। (এই বলিয়া যষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক বেগে গমন করিতে উদ্যত হইলেন)।

চারু। (বিদূষকের যজ্ঞোপবীতধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া) বয়স্য! বসুন্ বসুন্ এই ক্ষুদ্রপ্রাণী পারাবত দয়িতার সহিত ক্রীড়া করিতেছে, উহাকে মারিলে কি হইবে?

চেট। পারাবতের প্রতি ইহার দৃষ্টিপাত হইল, আমার প্রতি হইল না। যাহা হউক পুনর্ব্বার মৃৎখণ্ড নিক্ষেপ করি। (এই বলিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল)।

বিদূ। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে কুম্ভীলক আসিয়াছে এখন উহার নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক) অহে কুম্ভীলক! প্রবেশ কর. ভাল আছ ত?।

চেট। (প্রবেশ পূর্ব্বক, আর্য্যপ্রণাম করি।

বিদূ। অরে কুম্ভীলক! তুমি মেঘপটলে আবৃত এতাদৃশ ঘোরতর অন্ধকারময় দিবসে কেন আসিয়াছ?

চেট। অহে। এ সেই।

বিদূ। কে এ কে?

চেট। এ সেই।

বিদূ। কেন এই দাসীর পুত্র, দুর্ভিক্ষকালে বৃদ্ধরঙ্কের ন্যায়, এ সে সে বলিয়া ঊর্দ্ধমুখে সা সা করিতেছ?।

চেট। অহে! তুমিও কেন ইন্দ্রমখ-কামুক কাকের ন্যায় কা কা করিতেছ?।

বিদূ। অরে! সত্য কথা বল।

চেট। (স্বগত)। আচ্ছা এইরূপ বলিব। (প্রকাশে)। অহে! তোমাকে একটি প্রশ্ন দিব।

বিদূ। আমি তোমার মস্তকে পদার্পণ করিব।

চেট। অহে! তুমি জান, কোন্ সময়ে আম্রবৃক্ষ মুকুলিত হয়?।

বিদূ। অরে দাসীর পুত্র! গ্রীষ্ম সময়ে।

চেট। (হাস্য করিয়া)। অহে! না না।

বিদূ। (স্বগত)। এখন কি বলি। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা চারুদত্তের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশে) অরে! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। (চারুদত্তের নিকটে গিয়া) বয়স্য! একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, কোন্ সময়ে আম্রবৃক্ষ মুকুলিত হয়?।

চারু। মূর্খ! বসন্ত সময়ে।

বিদূ। (চেটের নিকটে গিয়া) মূর্খ! বসন্ত সময়ে।

চেট। তোমাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন দিব। অতি সমৃদ্ধিশালী গ্রামসমূহের রক্ষা করে কে?।

বিদূ। অরে! রথ্যা।

চেট। (সহাস্যে) অহে! না না।

বিদূ। বড় সংশয়ে পড়িলাম। (চিন্তা পূর্ব্বক) আচ্ছা চারুদত্তকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করি। (চারুদত্তের নিকটে গিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল)।

চারু। বয়স্য! সেনা।

বিদূ। (চেটের নিকটে গিয়া) অরে দাসীর পুত্র! সেনা।

চেট। অহে! দুইটিকে একত্র করিয়া শীঘ্র বল।

বিদূ। সেনাবসন্ত।

চেট। অহে! ফেরাইয়া বল।

বিদূ। (আপন শরীর ফেরাইয়া) সেনাবসন্ত।

চেট। অহে মূর্খ ব্রাহ্মণ! দুইটি পদ ফেরাইয়া বল।

বিদূ। (আপন পদদ্বয় ফেরাইয়া) সেনাবসন্ত।

চেট। অহে মূর্খ! অক্ষরপদ ফেরাইয়া বল।

বিদূ। (চিন্তা করিয়া) বসন্তসেনা।

চেট। এই সেই বসন্তসেনা আসিয়াছেন!

বিদূ। তবে বসন্তসেনার আগমন বার্ত্তা চারুদত্তকে জানাই (চারু-দত্তের কাণে গিয়া) বয়স্য! তোমার উত্তমর্ণ আসিয়াছেন।

চারু। আমাদের কুলে উত্তমর্ণ কোথায়?।

বিদূ। কুলে না থাকুক, কিন্তু দ্বারে রহিয়াছে। সেই বসন্তসেনা আসিয়াছেন।

চারু। বয়স্য! তুমি কি প্রতারণা করিতেছ?।

বিদূ। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে এই কুম্ভীলককে জিজ্ঞাসা কর। অরে দাসীর পুত্র কুম্ভীলক! নিকটে আইস।

চেট। (চারুদত্তের নিকটে আসিয়া) আর্য্য! প্রণাম করি।

চারু। ভদ্র! ভাল আছ ত? বল, বসন্তসেনা কি সত্যই আসিয়াছেন?।

চেট। হাঁ মহাশয়, সেই বসন্তসেনা সত্যই আসিয়াছেন।

চারু। (সানন্দে) ভদ্র! আমি কখনই প্রিয় বচন নিষ্ফল করি না, অতএব কিঞ্চিৎ পারিতোষিক গ্রহণ কর। (এই বলিয়া উত্তরীয় প্রদান করিলেন)

চেট। (গ্রহণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া সানন্দে) আমি আর্য্যার নিকটে গিয়া জানাই (এই বলিয়া বহির্গত হইল)।

বিদূ। মহাশয়! এতাদৃশ ঘোরতর দুর্দ্দিনে বসন্তসেনা কি নিমিত্ত আসিয়াছেন তাহা কি বুঝিতে পারিয়াছেন?

চারু। বয়স্য! সম্যক্রূপে বুঝিতে পারিতেছি না।

বিদূ। আমি বুঝিয়াছি, যে রত্নাবলী দিয়াছেন, তাহার মূল্য অল্প, সুবর্ণভাণ্ডের মূল্য অধিক, এজন্য রত্নাবলী পাইয়াও বসন্তসেনা সন্তুষ্টমনা না হইয়া আরও কিছু অন্য বস্তু লইবার আশয়ে আসিয়াছেন।

চারু। (মনে মনে) আসুন, পরিতুষ্টা হইয়া যাইবেন।

(তাহার পর অভিসারিকার ন্যায় উজ্জ্বলবেশ ধারিণী বসন্তসেনা, সোৎকণ্ঠা ছত্রধারিণী এবং বিট প্রবেশ করিতে লাগিল)

বিট। বসন্তসেনে! দেখ দেখ, বিরহিণীগণের অন্তঃকরণের ন্যায় মলিন জলধরবৃন্দ শৈলশিখরে লগ্ন হইয়া গর্জ্জন করিতেছে, যাহাদের ধ্বনিশ্রবণে অন্তঃকরণে আনন্দিত হইয়া ময়ূর সকল চিত্রিত পিচ্ছ সকল বিস্তার পূর্ব্বক আকাশে উৎপতিত হইয়া, যেন মণিময় তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতেছে। ভেকনিকর নবজলধারায় আহত হইয়া পঙ্কব্যাপ্তমুখে জল পান করিতেছে। ময়ূরগণ মদমত্ত হইয়া সানন্দে কেকাধ্বনি করিতেছে। কদম্ববৃক্ষ অপরিমিত-পুষ্পে শোভিত হইতেছে। কুলাঙ্গার জনে সমাশ্রিত সন্ন্যাস ধর্ম্মের ন্যায় চন্দ্রমা শ্যামল মেঘপটলে আবৃত হইয়া দিপ্তিহীন হইয়া রহিয়াছেন। বিদ্যুন্মালা নীচকুলোৎপন্না যুবতি কামিনীর ন্যায় নানা স্থানে গমন করিতেছে।

বসং। মহাশয়! উত্তম বলিয়াছেন! দেখুন "মূঢ়ে বসন্তসেনে' সান্দ্রপয়োধরা আমার সহিত যদি নায়ক ক্রীড়া করেন, তাহা হইলে তোমার ক্ষতি কি?" এইমনে করিয়াই যেন [illegible] রাত্রি [illegible] ভীষণ গর্জ্জন দ্বারা আমাকে নিবারণ করিয়া ক্রুদ্ধ [illegible] আমাদের পথ রোধ করিতেছে।

বিট। আচ্ছা, তবে রাত্রিকেই তিরস্কার কর।

বসং। স্ত্রীস্বভাব বশতঃ দুর্ব্বিণীতা এই রাত্রিকে তিরস্কার করিলে কি হইবে। দেখুন মহাশয়! মেঘসমূহ অনবরত বৃষ্টিপাতই করুক, কিংবা ভীষণ গর্জ্জনই করুক, অথবা বজ্রপাতই করুক, রমণসন্নিধানে গমনোন্মুখ কামিনীগণ শীত উষ্ণ কিছুই মানে না।

বিট। বসন্তসেনে! দেখ দেখ। মেঘ পরাক্রান্ত নৃপ [illegible]

বেগে প্রধাবিত হইয়া শরবর্ষণ ও রণবাদ্যধ্বনি করিয়া এবং জয়-পতাকা উঠাইয়া দুর্ব্বল রাজার পুরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক করগ্রহণ করেন, সেইরূপ এই জলধর বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইয়া স্থূল স্থূল ধারাবর্ষণ ও ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া এবং বিদ্যুন্মালায় বেষ্টিত হইয়া নিশানাথের কিরণ জাল হরণ করিতেছে।

বসং। গজেন্দ্রবৎ মলিন এবং তড়িন্মালায় ও বলাকায় বিভূষিত জলদজাল দর্শনেই প্রথমতঃ বিরহিণীগণের অন্তঃকরণ সশল্য হইয়াছে, তাহাতে আবার এই দুষ্ট বক বিরহিণীগণের বধসময়ের পটহের ন্যায়, প্রাবৃট্ প্রাবৃট্ (বর্ষাকাল বর্ষাকাল) এই শব্দ করিয়া যেন ক্ষতস্থানে ক্ষার প্রদান করিতেছে।

বিট। বসন্তসেনে! সত্য বলিয়াছ। অন্য আর একটী দেখ। গগনমণ্ডল মত্তবারণের সাদৃশ্য লাভার্থে মস্তকে বলাকারূপ উষ্ণীষ বদ্ধ-করিয়া এবং বিদ্যুন্মালারূপ চামর বিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

বসং। মহাশয়! দেখুন দেখুন। গগনমণ্ডলে সূর্য্যমণ্ডল সরস তমাল পত্রবৎ নিতান্ত মলিন মেঘমালায় আবৃত হইয়া রহিয়াছেন। বল্মীক সকল জলধারায় আহত হইয়া শরাঘাতে গজসমূহের ন্যায় শীর্ণ হইতেছে। বিদ্যুন্মালা প্রাসাদের অভ্যন্তরে সঞ্চারিণী কাঞ্চনময়ী দীপিকার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ধারাধরনিকর দুর্ব্বলভর্ত্তৃকা বনিতার ন্যায় চন্দ্রিকাকে হরণ করিতেছে।

বিট। বসন্তসেনে! দেখ দেখ। কটিবন্ধনে বিভূষিত ও পরস্পরের প্রতি প্রধাবিত গজসমূহের ন্যায় তড়িন্মালায় বিচিত্রিত বারিধর সঙ্ঘ অনবরত মুষলধারে বর্ষণ করায় যেন দেবরাজের আদেশে পৃথিবীকে রৌপ্যরজ্জুদ্বারা বান্ধিয়া আকর্ষণ করিতেছে।

বসং। এই এক অন্যপ্রকার দেখুন। নীলবর্ণ মেঘমণ্ডল দিগ্‌মণ্ডলকে অঞ্জনে লিপ্ত করিয়াই যেন উদিত হইতেছে দেখিয়া, ময়ূর সকল সুহৃৎ মনে করিয়া আনন্দিত হইয়া কেকা রবে 'আসিতে আজ্ঞাহয়' বলিয়াই যেন আহ্বান করিতেছে। বকপঙ্‌ক্তি জলধর দর্শনে উল্লসিতমনে গগনে উঠিয়া যেন আলিঙ্গন করিতেছে। হংস নিকর

মৃণাল ভক্ষণে বিরত হইয়া মানসসরোবর গমনে উৎসুক হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

বিট। ঠিক বলিয়াছ। দেখ, গগনমণ্ডল মেঘমালায় আবৃত হওয়ায় কমলকানন মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সূর্য্য ও চন্দ্রমার অদর্শনে কি দিবা, কি রাত্রি, কিছুই বোধ হইতেছে না। তিমিরনিকর বিদ্যুৎপ্রভায় ক্ষণৈক নষ্ট, ক্ষণৈক দৃষ্ট হইতেছে। ইহাতে বোধ হইতেছে, ভূমণ্ডল অবিরত জলধারা রূপ গৃহাভ্যন্তরে এবং জলধররূপ ছত্রের অধোভাগে শয়ন করিয়া নিস্পন্দরূপে যেন নিদ্রা যাইতেছে।

বসং। মহাশয়! এইরূপই বটে। দেখুন দেখুন।

অসাধুব্যক্তির নিকটে উপকার যেরূপ বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মলিনাত্মা জলধরের উদয়ে নক্ষত্রমণ্ডল অদৃষ্ট হইয়াছে। প্রোষিতপতিকা কামিনীগণের ন্যায় দিবানাথের অদর্শনে দিঙ্মণ্ডল তাদৃশ শোভা ধারণ করিতেছে না। গগনমণ্ডল বজ্রধর ইন্দ্রদেবের বজ্র নিঃসৃত অগ্নিসন্তাপে সন্তপ্ত হইয়াই যেন জলধারারূপে গলিয়া পড়িতেছে।

আরও দেখুন। জলদজাল কখন ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, কখন নিম্নে আসিতেছে, কখন বর্ষণ, কখন গর্জ্জন, কখন বা তিমির নিকর বিস্তার করিতেছে; অতএব আধুনিক ধনশালী পুরুষের ন্যায় নানা রূপ ধারণ করিতেছে।

বিট। এইরূপই বটে। গগনমণ্ডল বিদ্যুন্মালায় বেষ্টিত হইয়া যেন জ্বলিয়া উঠিতেছে। কখন আবার শত শত বলাকায় শোভিত হইয়া যেন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছে। কখন জল ধারারূপসর বর্ষণকারী শক্রধনু ধারণ করিয়া যেন লক্ষ প্রদান করিতেছে। কখন বজ্রপাতের ভয়ঙ্কর শব্দ হওয়ায় যেন উচ্চৈঃস্বরে বিকটশব্দ করিতেছে। কখন বা প্রচণ্ড অনিলবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। কখন বা নীলবর্ণ ভুজঙ্গসঙ্ঘের ন্যায় জলধরপটলে আবৃত হইয়া যেন ধূমরাশি উদ্গার করিতেছে।

বসং। হে জলধর! তুমি অতি নির্লজ্জ; যেহেতু আমি প্রাণনাথের গৃহে যাইতেছি, তুমি পথিমধ্যে বিকট গর্জ্জন করিয়া ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক আমার শরীরে জলধারারূপ কর প্রদান করিতেছ।

হে দেববজ্র! আমি পূর্ব্বে তোমার প্রণয়পাশে কখনই বদ্ধ হই নাই; তবে তুমি কি নিমিত্ত অনবরত বারিবর্ষণ দ্বারা প্রাণনাথ-সন্নিধানে গমনোদ্যতা আমার পথরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছ?। হে শক্র! তুমি যে কামপীড়ায় পীড়িত হইয়া গুরুপত্নী অহল্যা সম্ভোগার্থে গৌতমরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আপনাকে গৌতম বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়াছিলে, আমিও সেই অসহ্য কামপীড়ায় পীড়িত হইয়াছি জানিয়া আমার পথরোধকারী জলদ জালকে নিবারণ কর।

ভো মঘবন! তুমি তর্জ্জন গর্জ্জনই কর, বা জলবর্ষণই কর, অথবা শত শত বজ্রপাতই কর, প্রিয়সন্নিধানে প্রস্থিতা দয়িতাগণকে তুমি কখনই নিবারণ করিতে পারিবে না। অপিচ। যদি বারিধর তর্জ্জন গর্জ্জন করে, করুক, তাহাতে আমার দুঃখ নাই, যেহেতু বারিধর পুরুষজাতি, পুরুষেরা অতি নির্দ্দয়, সুতরাং তাহারা স্ত্রীলোকের দুঃখ বুঝিতে পারে না। অয়ি সৌদামনি! তুমি স্ত্রীজাতি হইয়াও বিরহিণী স্ত্রীগণের দুঃখ বুঝিতে পারিতেছ না?

বিট। বসন্তসেনে! বিদ্যুতেরে তিরস্কার করা উচিত হয় না। যে হেতু বিদ্যুৎ তোমার উপকার করিতেছে। দেখ, ঐরাবতের বক্ষঃস্থলে সঞ্চারিণী সুবর্ণময় রজ্জুর ন্যায়, শৈলশিখরে অর্পিতা শুক্লবর্ণা পতাকার ন্যায়, ইন্দ্রদেবের ভবনাভ্যন্তরের দীপশিখাস্বরূপ বিদ্যুন্মালা তোমার এই প্রিয়তমের গৃহ দর্শাইতেছে।

বসং। মহাশয়! সত্যই বলিয়াছেন; এই সেই গৃহ।

বিট। বসন্তসেনে! তুমি নৃত্যগীতাদি সকল বিষয় উত্তম জান, সুতরাং নায়ক সন্নিধানে গিয়া যেরূপ ব্যাপার করিতে হয়, তাহার উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই। তথাপি স্নেহ কিঞ্চিৎ বলাইবার জন্য আমাকে মুখর করিতেছে। নায়ক গৃহে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত কোপ করা অনুচিত। যদি অত্যন্ত কোপ কর, তাহা হইলে নায়কের অনুরাগ ভাজন হইবে না। কিন্তু প্রণয়কোপ ব্যতিরেকেও কামরসের তাদৃশ উদয় হয় না। অতএব কামের উত্তেজন নিমিত্ত কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপ প্রকাশ করিবে এবং সময়ে সময়ে নায়ককেও প্রণয়কোপে কুপিত করিবে।

নায়কের অনুনয়ে স্বয়ং প্রসন্না হইবে, এবং স্বয়ং অনুনয় করিয়া নায়ককেও প্রসন্ন করিবে।

ভো ভো দ্বৌবারিক! আর্য্য চারুদত্তরে জানাও যে বিকসিত কদম্ব কুসুম সৌরভে আমোদিত এবং নবনীরদ নিকরে সুশোভিত এই বর্ষা সময়ে অনঙ্গ পীড়ায় পীড়িতা, বিদ্যুদ্দর্শনে ও ঘন ঘন গর্জ্জন শ্রবণে চকিতা এই বসন্তসেনা আসিয়া নূপুর সংলগ্ন কর্দ্দম প্রক্ষালন পূর্ব্বক আপনকার দর্শন লালসায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে।

চারু। (শ্রবণ করিয়া) বয়স্য! বাহিরে গিয়া জান, এ কথা কি?

বিদূ। যে আজ্ঞা। (বসন্তসেনার নিকটে গিয়া সমাদর পূর্ব্বক) আপনকার মঙ্গল হউক।

বসং। আর্য্য! প্রণাম করি। আপনি ভাল আছেন?। (বিটের প্রতি) মহাশয়! এই ছত্রধারিণী আপনকারই ছত্রধারিণী হউক।

বিট। (স্বগত) এই উপায়ে বুদ্ধি কৌশলে আমাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বলিল। (প্রকাশে) ইহাই হউক। বসন্তসেনে! বেশ্যা জাতি মায়া, কপটতা ও অনৃতভাষণাদির আকর, কামরসের আশ্রয় এবং সুরত-ক্রীড়ায় অতি নিপুণ, অতএব তুমি দরিদ্র চারুদত্তের নিকটে আপন ঔদার্য্য গুণাবলী প্রকাশ করিয়া নিরতিশয় সম্ভোগ সুখে কালযাপন কর।

(এই বলিয়া বহির্গত হইলেন)

বসং। আর্য্য মৈত্রেয়! তোমার সেই দ্যূতকর কোথায়?।

বিদূ। (স্বগত) আহা! প্রিয়বয়স্য বসন্তসেনার মুখোচ্চারিত দ্যূত-কর শব্দে অলঙ্কৃত হইলেন। (প্রকাশে) বসন্তসেনে! তিনি এই শুষ্ক-বৃক্ষবাটিকায় বসিয়া রহিয়াছেন।

বসং। আর্য্য! তোমাদের শুষ্ক বৃক্ষবাটিকা কাহাকে বলে?।

বিদূ। আর্য্য! যথায় কিছুই ভক্ষণ করিতে, বা পান করিতে পাওয়া যায় না।

বসং। (ইহা শুনিয়া হাস্য করিলেন)

বিদূ। আপনি প্রবেশ করুন্।

বসং। (চেটীর কর্ণে) এখানে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ কি বলিব?।

চেটী। দ্যূতকর! এই সন্ধ্যাসময় তোমার সুখজনক হইয়াছে?।

বসং। একথা বলিতে সমর্থ হইব?।

চেটী। সময়ই তোমাকে একথা বলিতে সমর্থ করিবে।

বিদূ। আর্য্যে! প্রবেশ করুন।

বসং। (প্রবেশ পূর্ব্বক চারুদত্তের নিকটে গিয়া উহার গাত্রে পুষ্প ক্ষেপ করিয়া) অয়ি দ্যূতকর! এই প্রদোষকাল তোমার সুখজনক হইয়াছে?।

চারু। (দেখিয়া) অহো! এই যে বসন্তসেনা আসিয়াছেন! (সানন্দে উঠিয়া) অয়ি প্রিয়ে! প্রতিদিন সন্ধ্যাকাল জাগরণেই যাপিত হইত। সমস্ত রাত্রি দীর্ঘনিশ্বাসেই অতিবাহিত হইত। হে বিশালনয়নে বসন্তসেনে! অদ্য তোমার সহিত মিলিত হওয়ায় আমার সেই প্রদোষ-কাল দুঃখ নাশক হইল। আপনি ভাল আছেন? এই আসন, উপবিষ্টা হউন।

বিদূ। এই আসন রহিয়াছে, এই স্থানে বসুন।

(বসন্তসেনা নৃত্য করিয়া উপবিষ্টা হইলেন
এবং সকলেই বসিলেন)

চারু। বয়স্য! দেখ দেখ। বসন্তসেনার কর্ণস্থিত কদম্বকুসুম হইতে পতিত জলবিন্দু দ্বারা বসন্তসেনার একটি স্তন যৌবরাজ্যে রাজপুত্রের ন্যায় অভিষিক্ত হইয়াছে। অতএব বয়স্য! বসন্তসেনার বস্ত্রদ্বয় বৃষ্টিপাতে আর্দ্র হইয়াছে। তুমি উত্তম বস্ত্রদ্বয় আনিয়া দাও।

বিদূ। আচ্ছা।

চেটী। আর্য্য মৈত্রেয়! আপনি বসুন। আমিই বস্ত্রাদি আনয়ন পূর্ব্বক আর্য্যার সেবা করি।

(এই বলিয়া তাহাই করিতে লাগিল)

বিদূ। (চারুদত্তের কর্ণের নিকটে গিয়া) বয়স্য! আমি আর্য্যা বসন্তসেনা কে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।

চারু। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা কর।

বিদূ। (প্রকাশে) আপনি মেঘাচ্ছন্ন এবং নিশানাথের অদর্শনে অন্ধকারে পরিপূর্ণ এতাদৃশ দুঃসময়ে কি নিমিত্ত আসিয়াছেন?।

চেটী। আর্য্যে! এই ব্রাহ্মণটি অতি উদারস্বভাব, ভাল মন্দ কিছুই জানেন না।

বসং। ও কথা বলিও না, ইনি অতি চতুর একথা বল।

চেটী। এই আর্য্যা, সেই রত্নাবলীর মূল্য কত?, ইহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই আসিয়াছেন।

বিদূ। (চারুদত্তের নিকটে গিয়া) বয়স্য! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রত্নাবলীর মূল্য অল্প, সুবর্ণভাণ্ডের মূল্য অধিক: এজন্য বসন্তসেনা সন্তুষ্ট না হইয়া আরো কিছু লইবার আশয়ের আসিয়াছেন।

চেটী। আর্য্যা সেই রত্নাবলী নিজের বিবেচনা মনে করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় হারাইয়াছেন; সেই দ্যূতকর রাজার বাড়ি হারী, সে কোথায় গিয়াছে, জানিতে পারেন নাই।

বিদূ। ভবতি! আমরা যাহা বলিয়াছি, তুমি তাহাই বলিতেছ।

চেটী। যে পর্য্যন্ত সেই দ্যূতকরকে দেখিতে না পাওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত এই সুবর্ণভাণ্ড গ্রহণ কর। (এই বলিয়া সেই সুবর্ণভাণ্ড দর্শাইল) (বিদূষক দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন)।

চেটী। আপনি যে বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; ইহা কি পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছিলেন?।

বিদূ। চেটি! ইহার জ্যোতিতে দৃষ্টি প্রতিহত হইতেছে; সুতরাং বিশেষরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

চেটী। তবে দৃষ্টিই তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছে; সেই এই সুবর্ণ-ভাণ্ড।

বিদূ। (সহর্ষে) বয়স্য! সেই এই সুবর্ণভাণ্ড, যাহা আমাদের গৃহ হইতে চোরে হরণ করিয়া ছিল।

চারু। বয়স্য! গচ্ছিত বস্তুর প্রতীকারার্থে আমরা ছলপূর্ব্বক যে উপায় অবলম্বন করিয়া ছিলাম; ইহাঁরা তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের কেবল বিড়ম্বনা মাত্র হইল।

বিদূ। বয়স্য! আমি ব্রাহ্মণ্যদ্বারা সত্যই শপথ করিয়া বলিতেছি, এটি সেই সুবর্ণভাণ্ড।

চারু। ইহা পরম সন্তোষের বিষয়।

বিদূ। (চারুদত্তের নিকটে গিয়া গোপনে) বয়স্য !, ইহা কি রূপে পাওয়া গেল ?, এ কথা উহাকে জিজ্ঞাসা করিব ?

চারু। দোষ কি ?।

বিদূ। (চেটীর কর্ণের নিকটে গিয়া) গোপনে জিজ্ঞাসা করিল।

চেটী। (বিদূষকের কর্ণে) এই এই প্রকারে (বলিয়া উত্তর দিল)।

চারু। তোমরা কাণে কাণে কি বলিতেছ ? আমরা কি উদাসীন ? ও কথা শুনিতে পাইব না ?।

বিদূ। (চারুদত্তের কর্ণে) এই এই প্রকার বলিল।

চারু। ভদ্রে ! ইহা সত্যই কি সেই সুবর্ণভাণ্ড ?।

চেটী। আর্য্য ! হাঁ, সত্যই সেই সুবর্ণভাণ্ড।

চারু। ভদ্রে ! আমি প্রিয়বচন কখনও নিষ্ফল করি না ; অতএব পারিতোষিক স্বরূপ এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ কর। (এই বলিয়া হস্ত অঙ্গুরীয়ক শূন্য দেখিয়া লজ্জাজনক ব্যাপার প্রকাশ করিতে লাগিলেন)।

বসং। (মনে মনে) এই গুণেই আমি ইহার বাধ্য হইয়াছি।

চারু। (গোপনে) হায় কি কষ্ট ! ধনের অভাবে যাহার কোপ কোপের সময়েও প্রকাশ পায় না, এবং প্রসাদও বিফল হয়, তাদৃশ দরিদ্র পুরুষের জীবনে প্রয়োজন কি ? পক্ষ শূন্য পক্ষী, নীরস তরু, জলহীন সরোবর ও দন্তহীন সর্প এবং ধনহীন পুরুষ ইহারা সকলেই তুল্যরূপে পরিগণিত হয়।

অপিচ, দরিদ্র পুরুষ জনশূন্য গৃহের, জলশূন্য কূপের এবং ফল, দল, কুসুম বিহীন বৃক্ষের তুল্য। যেহেতু পূর্ব্বপরিচিত প্রিয়জনের সমাগম-জনিত আনন্দাতিশয়ে আপন দৈন্যাবস্থা বিস্মৃত হওয়ায় দরিদ্র পুরুষের পরিতোষের সময়ও পারিতোষিক দানের অভাবে এই-রূপে বিফল হইয়া যায়।

বিদূ। মহাশয় ! অতিশয় পরিতাপ করিবেন না। (প্রকাশে পরিহাস পূর্ব্বক) ভদ্রে ! আমাদের সেই স্নান শাটী দাও।

বসং। আর্য্য চারুদত্ত ! সুবর্ণভাণ্ডের বিনিময়ে এই রত্নাবলী প্রদান দ্বারা আমাকে অতি নীচ প্রকৃতি করা তোমার উচিত হয় নাই।

চারু। (লজ্জাপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া) বসন্তসেনে ! দেখ।

সুবর্ণভাণ্ড চোরে লইয়াছে ইহা সত্য বলিলেও কেহই বিশ্বাস করিবে না। প্রত্যুত চারুদত্তই লইয়াছে এই বলিয়া সকলে আমাকেই অতি নীচ মনে করিবে। যেহেতু নিষ্প্রতাপ দরিদ্রতাই সকলের সন্দেহজনক হয়।

বিদূ। অয়ি চেটি! বসন্তসেনা কি অদ্য এই স্থানেই শয়ন করিবেন?

চেটী। (হাস্য করিয়া) আর্য্য মৈত্রেয়! এক্ষণ তোমাকে অতি উদারস্বভাব দেখিতেছি।

বিদূ। ভো বয়স্য! এই জলদজাল অবিচ্ছিন্ন বারিধারাদ্বারা সুখোপবিষ্ট ব্যক্তিকে অপসারিত করিবার নিমিত্তই যেন পুনর্ব্বার সমুপস্থিত হইতেছে।

চারু। সত্যই বলিয়াছ। দেখ, যেরূপ মৃণালের অগ্রভাগ পঙ্কের অভ্যন্তর ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ জলধারা শ্যামল জলধরের অভ্যন্তর ভেদ করিয়া, নিশানাথের অদর্শনে দুঃখিত গগনমণ্ডলের অশ্রু-ধারার ন্যায়, পতিত হইতেছে।

অপিচ। বলদেবের বস্ত্র সদৃশ শ্যামল মেঘগণ, মুনিজনের অন্তঃ-করণের ন্যায় সুনির্ম্মল এবং অর্জুনের শরসঙ্ঘাতের ন্যায় অতি কর্কশ জলধারাদ্বারা দেবরাজের মুক্তারাশিই যেন নিক্ষেপ করিতে করিতে ইতস্ততঃ গমন করিতেছে।

প্রিয়ে! দেখ দেখ। মর্দ্দিত তমাল পত্রের ন্যায় অতি নীলবর্ণ বিলেপন সদৃশ জলধরবৃন্দদ্বারা লিপ্তদেহ এবং সুগন্ধ ও সুশীতল প্রদোষ-বায়ুদ্বারা উদ্দীপিত গগনমণ্ডলকে সৌদামিনী, মেঘোদয়ে প্রেমবতী যুবতির ন্যায়, আলিঙ্গন করিতেছে।

বসং। (শৃঙ্গারভাব প্রকাশ করিয়া চারুদত্তকে আলিঙ্গন করিলেন)।

চারু। (স্পর্শসুখ প্রকাশ পূর্ব্বক প্রত্যালিঙ্গন করিয়া) হে জলধর! তুমি এক্ষণ গম্ভীরস্বরে গর্জন কর; যেহেতু তোমার অনুগ্রহে কাম-পীড়িত ও বসন্তসেনার গাত্র স্পর্শে রোমাঞ্চিত এবং জাতানুরাগ হইয়া আমার শরীর কদম্ব কুসুমের সদৃশ হইতেছে।

বিদূ। রে দাসীরপুত্র দুর্দ্দিন! তুমি অতি অনার্য্য; যেহেতু তুমি বসন্তসেনাকে বিদ্যুৎ দ্বারা ভয় দর্শাইতেছ।

চারু। বয়স্য! বিদ্যুতের তিরস্কার করা উচিত হয় না। শত শত বৎসর দুর্দ্দিন হউক, অবিরত জলধারা পতিত হউক, এবং নিরন্তর

বিদ্যুতেরও উদয় হউক ; যেহেতু মাদৃশ দরিদ্রজনের দুর্লভা এই প্রিয়তমা বসন্তসেনা আমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। অপিচ। যে পুরুষগণ, স্বয়ং সমাগত ও বৃষ্টিজলে শীতলাঙ্গ কামিনীগণকে আলিঙ্গন করিতে পায়, তাহাদের জীবনই ধন্য।

প্রিয়ে বসন্তসেনে! জীর্ণতা বশতঃ এই বেদিকার প্রান্তভাগস্থ স্তম্ভ সকলের মূলভাগ বায়ুবেগে চঞ্চল হওয়ায় উহার উপরিভাগে চন্দ্রাতপ কোন রূপে থাকিতে পারিতেছে না। এবং এই বিচিত্র ভিত্তি সকলের লেপন গলিত হওয়ায় জলভরে ক্লেদ যুক্ত হইয়া অপরিষ্কৃত হইতেছে। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া) অয়ে ইন্দ্রধনু!, প্রিয়ে! দেখ দেখ। গগনমণ্ডল বিদ্যুৎ রূপ জিহ্বা বহির্গত করিয়া, ইন্দ্রধনুরূপ পরস্পর মিলিত হস্তদ্বয় গোলাকারে উত্তোলন করিয়া, এবং জলধররূপ কপোলদ্বয়ের অধোভাগ বিস্তার পূর্ব্বক বদন ব্যাদন করিয়া, যেন অঙ্গভঙ্গই করিতেছে। তবে আসুন গৃহ মধ্যে প্রবেশ করি। (এই বলিয়া উঠিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন) প্রিয়ে! দেখ, যেরূপ বীণা তালানুসারে বাদিত হইয়া কখনও অতি উচ্চ. কখনও মৃদু, এবং কখনও গম্ভীর শব্দ করে। সেইরূপ জলধারা তালবনে অতি উচ্চ, তরু শাখায় গম্ভীর, শিলাতলে কর্কশ এবং জলমধ্যে প্রচণ্ড শব্দ করিয়া পতিত হইতেছে। (এই বলিয়া সকলে বহির্গত হইল)।

(দুর্দ্দিন নামে পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

(তাহার পর চেটীর প্রবেশ)

চেটী। আর্য্যা এখনও জাগরিত হন নাই ?। যাহা হউক গৃহের মধ্যে গিয়া জাগরিত করি। (এই বলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহার পর বস্ত্রাবৃতশরীরা নিদ্রিতা বসন্তসেনার প্রবেশ) !

চেটী। (দেখিয়া) আর্য্যে ! গাত্রোত্থান করুন। প্রভাত হইয়াছে।

বসং। (জাগরিত হইয়া) কি ? রাত্রিতেই প্রভাত হইল ?।

চেটী। আমাদের এই প্রভাত। আপনকার ইহাই রাত্রি।

বসং। চেটী ! এখন তোমাদের সেই দ্যূতকর কোথায় ?

চেটী। আর্য্যে ! আর্য্য চারুদত্ত বর্দ্ধমানককে আদেশ করিয়া পুষ্প-করণ্ডক নামক জীর্ণ উদ্যানে গমন করিয়াছেন।

বসং। কি আদেশ করিয়াছেন ?।

চেটী। প্রভাত না হইতেই গাড়ি জোড়; বসন্তসেনা যাইবেন।

বসং। চেটি ! আমি কোথায় যাইব ?।

চেটী। আর্য্যে ! যথায় আর্য্য চারুদত্ত গিয়াছেন।

বসং। (চেটীকে আলিঙ্গন করিয়া) অয়ি ! আমি রাত্রিতে আর্য্যকে ভালরূপ দেখিতে পাই নাই। অতএব অদ্য তাঁহাকে ভালরূপ দেখিব। চেটি ! আমি কি বাটীর অভ্যন্তরগৃহে প্রবেশ করিয়াছি ?

চেটী। আপনি কেবল অভ্যন্তর গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন এরূপ নহে, বাটীস্থ সকলের হৃদয় মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছেন।

বসং। আমার আগমনে চারুদত্তের পত্নী কি দুঃখিতা হইয়াছেন ?।

চেটী। পূর্ব্বে দুঃখিতা হন নাই, কিন্তু হইবেন।

বসং। কখন ?

চেটী। যখন আপনি যাইবেন।

বসং। তবে আমিই প্রথমে পরিতাপিতা হইব। (অনুনয় পূর্ব্বক) চেটি! এই রত্নাবলী লইয়া, আর্য্যের পত্নী আমার ভগিনী, তাঁহার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক এই কথা বলিবে যে আমি যখন আর্য্য চারুদত্তের গুণ বশীভূতা দাসী হইয়াছি, তখন আমি তোমারও দাসী হইয়াছি। এই রত্নাবলী তোমারই কণ্ঠের আভরণ হউক।

চেটী। আর্য্যে! আর্য্য চারুদত্ত আর্য্যার প্রতি কুপিত হইবেন।

বসং। তুমি যাও, তিনি কুপিত হইবেন না।

চেটী। (রত্নাবলী গ্রহণ করিয়া) যে আজ্ঞা (এই বলিয়া বহির্গতা হইল)।

চেটী। (পুনর্ব্বার প্রবেশ পূর্ব্বক) আর্য্যে! আর্য্যা বলিলেন যে এই রত্নাবলী আর্য্যপুত্র আপনকাকেই দিয়াছেন : সুতরাং ইহা আমার লওয়া উচিত হয় না। আর আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন, যে আর্য্যপুত্রই আমার অমূল্য অলঙ্কার।

(তাহার পর চারুদত্তের দারক (পুত্র) লইয়া রদনিকা প্রবেশ করিল)

রদনিকা। এস বাছা শকট লইয়া খেলা করি।

দার। (সকরুণ) রদনিকে! এই মৃত্তিকার শকটে প্রয়োজন কি, আমাকে সেই সোণার শকট দাও।

রদ। (দুঃখ পূর্ব্বক নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) জাদু! আমরা সোণা কোথায় পাইব? পিতার পুনর্ব্বার সম্পত্তি হউক, তবে সোণার শকট লইয়া খেলা করিবে। যাহা হউক ইহাকে সত্বর সান্ত্বনা করি, আর্য্যা বসন্তসেনার নিকটে যাই। (বসন্তসেনার নিকটে গিয়া) আর্য্যে! প্রণাম করি।

বসং। রদনিকে! ভাল আছ ত? এই বালকটি কাহার? সুধাংশু-বদন এই বালকটি অলঙ্কার শূন্য হইয়াও আমার অন্তঃকরণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে।

রদ। এই বালকটি আর্য্য চারুদত্তের পুত্র, ইহার নাম রোহসেন।

বসং। (হস্ত প্রসারণ করিয়া) এস বাছা! আমাকে আলিঙ্গন কর। (এই বলিয়া ক্রোড়ে বসাইয়া) আহা! ইহার পিতার যেমন আকৃতি, ইহারও তেমনি আকৃতি।

রদ। কেবল আকার টি সমান এরূপ নহে, অনুমান করি, ইহার স্বভাবও পিতার তুল্য। আর্য্য চারুদত্ত কেবল ইহাকে লইয়াই আত্ম-বিনোদন করেন।

বসং। এটি কেন কাঁদিতেছে?

রদ। এই বালক আমাদের প্রতিবাসী একটি গৃহ পতির! বালকের সুবর্ণনির্ম্মিত শকট লইয়া খেলা করিত। সেই বালক আপন শকট লইয়া গিয়াছে। তাহার পর সেই শকট লইবার জন্য বারংবার প্রার্থনা করায় আমি এই মৃত্তিকার শকট গড়িয়া দিয়াছি; ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিতেছে, রদনিকে! আমার মৃত্তিকার শকটে প্রয়োজন নাই, সেই সোণার শকট দাও।

বসং। হায়! হায়! এই বালকও পরের সম্পত্তি দেখিয়া সন্তাপ করিতেছে। ভগবন্ বিধাত! পদ্মপত্রে পতিত জলবিন্দুর ন্যায় অস্থির পুরুষের ভাগ্য লইয়া তুমিও ক্রীড়া করিতেছ!। (এই বলিয়া সজল নয়নে) বাছা! রোদন করিও না, সুবর্ণ শকট লইয়া তুমিও খেলা করিবে।

দার। রদনিকে! এ কে?।

বসং। আমি তোমার পিতার গুণবশীভূতা দাসী।

রদ। জাদু! ইনি তোমার মাতা হন।

দার। রদনিকে! তুমি মিথ্যা বলিতেছ। যদি ইনি আমার মাতা, তবে ইহাঁর অলঙ্কার কেন?।

বসং। জাদু! মনোহর মুখে অতি করুণাজনক কথা বলিতেছ। (অলঙ্কার খুলিয়া রোদন করিতে করিতে) আমি এখন তোমার মাতা হইলাম। তুমি এই অলঙ্কার লও, ইহার দ্বারা সোণার শকট গড়াইবে।

দার। তুমি যাও, আমি লইব না, যেহেতু তুমি কাঁদিতেছ।

বসং। (অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া) জাদু! আমি কাঁদিব না। তুমি যাও এবং গিয়া খেলা কর। (অলঙ্কারে মৃত্তিকার শকট পূর্ণ করিয়া) জাদু! ইহার দ্বারা সোণার শকট গড়াইও। (রোহসেনকে লইয়া রদনিকা বহির্গত হইল)।

(চেট শকট লইয়া প্রবেশ করিয়া) রদনিকে! রদনিকে। আর্য্যা বসন্তসেনাকে জানাও, যে পক্ষদ্বারে* শকট সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

* স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃপুরে গমনাগমনোপযোগী ছোট দ্বার।

রদনিকা। (প্রবেশ পূর্ব্বক) আর্য্যে! বর্দ্ধমানক জানাইতেছে, পক্ষদ্বারে শকট সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

বসং। চেটি! ক্ষণকাল থাকিতে বল, আমি বেশভূষা করিতেছি।

রদ। (বাহিরে গিয়া) বর্দ্ধমানক! ক্ষণকাল বিলম্ব কর, আর্য্যা বেশভূষা করিতেছেন।

চেট। অহো! আমিও শকটের আস্তরণ কাপড়খানি আনিতে বিস্মৃত হইয়াছি; তবে এই সময়ে লইয়া আসি। এই বৃষ সকল নাসিকায় রজ্জু দেওয়ায়, উগ্রস্বভাব হইয়াছে, ছাড়িয়া যাইতেও পারি না। আচ্ছা, শকটে আরোহণ করিয়াই যাই। (এই বলিয়া শকট লইয়া প্রস্থান করিল)।

বসং। চেটি! আমার অলঙ্কার সকল লইয়া আইস, পরিধান করি। (এই বলিয়া অলঙ্কারাদি দ্বারা আপনাকে সজ্জিত করিতে লাগিলেন)।

(স্থাবরক চেট শকট লইয়া প্রবেশ পূর্ব্বক) রাজার শ্যালক সংস্থানক আমাকে আজ্ঞা দিয়াছেন, যে স্থাবরক! শকট লইয়া পুষ্পকরণ্ডক নামক জীর্ণোদ্যানে শীঘ্র আইস। আচ্ছা, সেই স্থানেই যাই। বলদগণ! চল চল। (যাইতে যাইতে দেখিয়া) এই যে গ্রাম্য শকট দ্বারা পথ বদ্ধ হইয়াছে। এখন কি করি!। (সগর্ব্বে) অরে রে! সরিয়া যাও সরিয়া যাও। (শ্রবণ করিয়া) কি বলিতেছ? ইহা কাহার শকট? ইহা রাজার শ্যালক সংস্থানের শকট; অতএব তোমরা শীঘ্র সরিয়া যাও। (দেখিয়া) সভিকের ভয়ে দ্রুত পরাজিত দ্যূতকরের ন্যায় এই ব্যক্তি আমাকে দেখিয়া গুপ্ত ভাবে সহসা পলাইল: এ ব্যক্তি কে?। অথবা ইহার অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি? আমি ত্বরায় যাইব। অরে রে শকটধারী গ্রাম্যলোক! সরিয়া যাও সরিয়া যাও। কি বলিতেছ? ক্ষণকাল বিলম্ব কর, এবং গাড়ির চাকা ঘুরাইয়া দাও। অরে রে গ্রাম্যলোক! আমি রাজার শ্যালক সংস্থানের চাকর এবং বলবান্, আমি তোমার চাকা ঘুরাইয়া দিব?। অথবা এ ব্যক্তি একাকী, এবং অক্ষম; অতএব আমি চাকা ঘুরাইয়া দিই। এই শকট আর্য্য চারুদত্তের বৃক্ষবাটিকার পক্ষ দ্বারে রাখি। (এই বলিয়া তথায় শকট রাখিয়া) এখনই আসিতেছি। (বলিয়া চলিয়া গেল)।

[illegible] শব্দের ন্যায় শুনা যাইতেছে; বোধ হয় শকট আসিয়াছে।

বসং। চেটি! চল, আমার মন চঞ্চল হইয়াছে। পক্ষদ্বার দেখাইয়া দাও।

চেটী। আর্য্যে! আসুন্ আসুন্।

বসং। (ইতস্তুতঃ পরিভ্রমণ করিয়া) চেটি! তুমি বিশ্রাম কর।

চেটী। যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া বহির্গতা হইল)।

বসং। (দক্ষিণ নেত্রের স্পন্দন প্রকাশ ও শকটে আরোহণ করিয়া) এ কি? দক্ষিণ নেত্রের স্পন্দন হইতে লাগিল কেন?। অথবা চারুদত্তের দর্শন পাইলেই এ দুর্নিমিত্ত নষ্ট হইবে।

(স্থাবরক চেট প্রবেশ করিয়া) আমি পথের শকট সকল সরাইয়াছি, এখন যাই। (নিজের শকটে আরোহণ পূর্ব্বক শকট চালাইয়া মনে মনে) এই শকট ভারী বোধ হইতেছে কেন?। অথবা চাকা ঘুরাইয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি বলিয়াই শকট ভারী বোধ হইতেছে। যাহাহউক আমি যাই। চল্ রে গোরু চল্।

নেপথ্যে। অরে রে দ্বারবান্‌গণ! তোমরা আপন আপন রক্ষণ স্থানে সতর্ক হইয়া থাক। অদ্য সেই আর্য্যনামক গোপাল দারক গুপ্তি ভাঙ্গিয়া, গুপ্তিরক্ষককে মারিয়া ও বন্ধন ছিঁড়িয়া পলাইতেছে; অতএব তাহাকে ধর ধর।

(তাহার পর সন্ত্রাস্ত এক চরণে শৃঙ্খল বদ্ধ ও বস্ত্রাবৃত আর্য্যকের প্রবেশ)

চেট। (মনে মনে) নগরমধ্যে বড় গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব শীঘ্র শীঘ্র যাই। (এই বলিয়া বহির্গত হইল)

আর্য্যক। আমি নরপতির বন্ধন জনিত মহাদুঃখ সাগর হইতে কোন রূপে উত্তীর্ণ হইয়া এবং পাদের অগ্রভাগে সংলগ্ন একখণ্ড শৃঙ্খল বহন করিতে করিতে, ছিন্নবন্ধন গজপতির ন্যায়, ইতস্তুতঃ ভ্রমণ করিতেছি।

অহো! আমি রাজা হইব সিদ্ধপুরুষের এইরূপ আদেশ হওয়ায় রাজা পালক আমাকে বধ করিবার জন্য গোপপল্লী হইতে আনয়নপূর্ব্বক গুপ্ত কারাগারে বান্ধিয়া রাখিয়া ছিলেন। এক্ষণ প্রিয়বন্ধু শর্ব্বিলকের অনুগ্রহে সেই কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছি। (ক্রন্দন করিয়া)

যদি আমার অদৃষ্টই সুপ্রসন্ন হইয়া আমাকে রাজা করেন, তাহা হইলে আমার এমত দোষ কি? যাহাতে রাজা পালক বন্য গজের ন্যায় আমাকে বদ্ধ করিয়া রাখেন। দৈবী সিদ্ধি কেহই লঙ্ঘন করিতে পারেন না। রাজা সকলের সেবনীয় এবং বলবান্‌ : সুতরাং বলবানের সহিত বিরোধ করা অনুচিত। আমি মন্দভাগ্য, এক্ষণ কোথায় যাই? (দেখিয়া) এই যে সম্মুখস্থ বাটীর পক্ষদ্বার অনাবৃত রহিয়াছে ; এটি কোনও মহাত্মার বাটী হইবে। এই বাটীটি অতি পুরাতন হওয়ায় জীর্ণ এবং ইহার দ্বারদেশের অর্গলটি ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র হইয়াছে। ইহার কপাটদ্বয় অতিবৃহৎ : কিন্তু পুরাতন হওয়ায় ইহার সন্ধি স্থল শিথিল হইয়াছে। বোধ হয়, এই বাটির স্বামী আমার তুল্য মন্দভাগ্য এবং মহাবিপন্ন দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহাহউক আমি এই বাটীতে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া থাকি।

(নেপথ্যে) চল্‌ রে গোরু চল্‌।

আর্য্যক। (শুনিয়া) অরে! এই যে একখান শকট এই দিকেই আসিতেছে। (দেখিয়া) এই শকট সৎস্বভাবান্বিত জনগণের বহন যোগ্য বোধ হইতেছে। দুষ্টলোক ইহাতে আছে এরূপ বোধ হয় না। অথবা বস্ত্রে আবৃত হওয়ায় স্ত্রীলোকের বহন যোগ্য এবং স্ত্রীলোক লইতেই আসিতেছে, এইরূপ বোধ হইতেছে। অথবা ইহা বাহিরে যাইবার জন্য কোনও ভদ্রলোকের বহন যোগ্য শকট হইবে। যাহা হউক, এই শকট আমার শুভাদৃষ্টবশতঃ জনশূন্য হইবে।

(তাহার পর শকট লইয়া বর্দ্ধমান চেটের প্রবেশ)

চেট। আমি যানাস্তরণ আনিয়াছি। রদনিকে! আর্য্যা বসন্তসেনাকে জানাও যে শকট সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। আর্য্যা আরোহণ করিয়া পুষ্পকরণ্ডক নামক জীর্ণোদ্যানে গমন করুন।

আর্য্যক। (শ্রবণ করিয়া) ইহা বেশ্যার শকট এবং বাহিরে যাইবার যোগ্য। যাহা হউক, আমিই আরোহণ করি। (এই বলিয়া আস্তে আস্তে যাইতে লাগিল)।

চেট। (শ্রবণ করিয়া) এই যে নূপুরের শব্দ হইতেছে! তবে বোধ হয় আর্য্যা আসিয়াছেন। আর্য্যে! নাসিকায় রজ্জু দেওয়ায় গোরু সকল উগ্র স্বভাব হইয়াছে, অতএব পশ্চাদ্ভাগ দিয়া আরোহণ করুন।

(আর্য্যক তাহাই করিল)

চেট। পদ সঞ্চালনে সঞ্চালিত নূপুরের শব্দ এক্ষণ বিশ্রান্ত হইয়াছে, এবং শকট ও ভারী হইয়াছে; ইহাতে বোধ হয় আর্য্যা আরোহণ করিয়াছেন; অতএব শকট চালাই। চল্ রে গোরু চল্। (এই বলিয়া গমন করিতে লাগিল)।

বীরক। (প্রবেশ করিয়া) অরে রে! জয়, জয়মান, চন্দনক, মঙ্গল, পুষ্পভদ্র, প্রভৃতি রক্ষিগণ! তোরা কেন বিশ্বস্ত হইয়া রহিয়াছিস্? যে সেই গোপালদারক আর্য্যক কারাগৃহে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, সে আজ্ নরপতি পালকের হৃদয় গ্রন্থির সহিত বন্ধন ছিঁড়িয়া পলাইয়াছে। অরে তুই পূর্ব্বদিকে, তুই পশ্চিমদিকে, তুই দক্ষিণ দিকে, এবং তুই উত্তর দিকে পথের কটোকে থাক্। আর এই যে প্রাচীর রহিয়াছে, আমি চন্দনকের সহিত ইহাতে আরোহণ করিয়া দেখি। অরে রে চন্দনক! এই দিকে আয়্।

(চন্দনক ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ পূর্ব্বক) অরে রে! বীরক, বিশল্য, ভীমাঙ্গদ, দণ্ডকাল, দণ্ডশূর প্রভৃতি রক্ষিগণ! সকলে নির্ভয়ে আয়, এবং সকলে সত্বর হইয়া এরূপ যত্ন কর্, যাহাতে রাজার রাজলক্ষ্মী পুরুষান্তরে যাইতে না পারে। অপিচ। উদ্যানে, বহুজনপূর্ণ সভামধ্যে, নগরে, গোয়ালাপাড়ায় এবং যে যে স্থানে তাহার থাকিবার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থানে অনুসন্ধান কর্। অহে বীরক! তাহার অন্বেষণার্থে কোন্ কোন্ স্থান দেখিতেছ। তাহা নির্ভয়ে বল। কোন্ ব্যক্তি বন্ধন ছিঁড়িয়া গোপালদারককে লইয়া গেল?।

অহে বীরক! রবিগ্রহ কোন্ ব্যক্তির অষ্টম রাশিতে, চন্দ্র চতুর্থ-রাশিতে, বৃহস্পতি ও শুক্র ষষ্ঠ রাশিতে, মঙ্গল পঞ্চম রাশিতে, এবং শনিগ্রহ নবম রাশিতে রহিয়াছে? তাহা বল। চন্দনক জীবিত থাকিতে কে সে গোপালদারককে হরণ করিতেছে?। *

* জন্মরাশি হইতে যে রাশি অষ্টম হয়, তাহাতে রবি থাকিলে মৃত্যু, চতুর্থ রাশিতে চন্দ্র থাকিলে কুক্ষি রোগ, ষষ্ঠ রাশিতে শুক্র থাকিলে মৃত্যু ও স্ত্রীর সহিত বিবাদ, পঞ্চম রাশিতে মঙ্গল থাকিলে উদ্বেগ, ষষ্ঠ রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে শত্রুবৃদ্ধি ও মনোদুঃখ, এবং নবম রাশিতে শনি থাকিলে অর্থনাশ হয়।

বীরক। অহে বলাধ্যক্ষ চন্দনক! আমি তোমার হৃদয়ে হস্ত দিয়া শপথ করিয়া বলিতেছি, কোনও লোক গোপালদারককে লইয়া গিয়াছে; যেহেতু সূর্য্যের অর্দ্ধোদয় সময়েই গোপালদারক পলাইয়াছে।

চেট। চল্ রে গোরু চল্।

চন্দনক। (দেখিয়া) অহে। দেখ দেখ। একখান শকট বস্ত্রে আবৃত হইয়া রাজপথের মধ্য দিয়া যাইতেছে। অনুসন্ধান কর, এই শকট কাহার? কোথায় বা যাইতেছে?।

বীরক। (দেখিয়া) অরে শকট বাহক! দাঁড়া দাঁড়া, এই শকট কাহার? কে বা ইহাতে আছে? এবং কোথায় বা যাইতেছে?।

চেট। এই শকট আর্য্য চারুদত্তের, ইহাতে আর্য্যা বসন্তসেনা আছেন, এবং পুষ্পকরণ্ডক নামক জীর্ণোদ্যানে আর্য্য চারুদত্তের নিকটে যাইতেছেন।

বীরক। (চন্দনকের নিকটে গিয়া) এই শকট বাহক বলিতেছে, যে এই শকট আর্য্য চারুদত্তের, ইহাতে আর্য্যা বসন্তসেনা আছেন, এবং পুষ্পকরণ্ডক নামে জীর্ণোদ্যানে যাইতেছেন।

চন্দনক। তবে যাউক।

বীরক। ইহার ভিতর না দেখিয়াই যাইতে দেওয়া উচিত?।

চন্দনক। হাঁ যাউক।

বীরক। কাহার বিশ্বাসে ছাড়িয়া দিব?।

চন্দনক। আর্য্য চারুদত্তের বিশ্বাসে।

বীরক। আর্য্য চারুদত্তই বা কে? বসন্তসেনাই বা কে? যে তাহাদের প্রতি বিশ্বাস করিয়া না দেখিয়াই ছাড়িয়া দিব।

চন্দনক। অহে তুমি আর্য্য চারুদত্তকে জান না? এবং বসন্তসেনাকেও জান না?। যদি আর্য্য চারুদত্তকে কিংবা বসন্তসেনাকে না জান, তবে তুমি গগনমণ্ডলে চন্দ্রিকা সহিত চন্দ্রকেও জান না। যিনি গুণে অরবিন্দের তুল্য, সংস্বভাবে শশধরের তুল্য, যিনি চারি সমুদ্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্নস্বরূপ, এবং বিপন্ন জনগণের বিপন্নিবারণে সাতিশয় যত্নবান, সেই মহাত্মা চারুদত্তকে কোন্ ব্যক্তি না জানে। আর্য্যা বসন্তসেনা, এবং ধার্ম্মিকবর আর্য্য চারুদত্ত, এই দুইজনেই সকলের পূজনীয় এবং এই নগরের তিলক স্বরূপ।

বীরক। অহে চন্দনক! আমি চারুদত্তকেও জানি এবং বসন্তসেনাকেও জানি। কিন্তু রাজকার্য্য উপস্থিত হইলে, অধিক কি বলিব, আপন পিতাকেও পিতা বলিয়া জ্ঞান করি না।

আর্য্যক। (মনে মনে) এই বীরক আমার পূর্ব্ব শত্রু এবং এই চন্দনক আমার পূর্ব্ব বন্ধু। বিবাহ সময়ে এবং শ্মশানে প্রজ্বলিত অগ্নিদ্বয়ের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি বিষয়ে যেমন বৈলক্ষণ্য আছে, সেইরূপ চন্দনক ও বীরক উভয়ে একমাত্র রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত হইলেও উভয়ের স্বভাবগত অনেক প্রভেদ আছে।

চন্দনক। বীরক! তুমি রাজ্যরক্ষণে নিযুক্ত সেনাপতি এবং রাজার বিশ্বস্তপাত্র; আমি শকটের যোক ধরিয়া থাকি, তুমি শকট দেখ।

বীরক। চন্দনক! তুমিও রাজার বিশ্বস্ত বলাধ্যক্ষ; অতএব তুমিই দেখ।

চন্দনক। আমি দেখিয়াছি, তুমি দেখ।

বীরক। ওহে তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা রাজা পালক দেখিয়াছেন, মনে করিতে হইবে।

চন্দনক। অরে শকটবাহক! শকট স্থির কর্।

চেট। (তাহাই করিল)।

আর্য্যক। (মনে মনে) হায়! রক্ষিপুরুষেরা আমাকে দেখিতেছে?। দৌর্ভাগ্য বশতঃ নিকটে অস্ত্র নাই; কি করি?। অথবা। আজ্ আমি ভীমের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিব। বাহুই আমার অস্ত্র হইবে। শত্রুদিগকে প্রহার করিতে করিতে আমার মৃত্যু হয় সেও প্রশংসনীয়, তথাপি কারাগৃহে থাকিয়া মরিলে তাহা প্রশংসনীয় নহে। অথবা এক্ষণ সাহস প্রকাশ করিবার সময় নহে।

(চন্দনক শকটে উঠিয়া দেখিতে লাগিল)।

আর্য্যক। আমি তোমার শরণাগত হইলাম।

চন্দনক। (সংস্কৃত ভাষায়) শরণাগত ব্যক্তি নির্ভয় হউক।

আর্য্যক। যে ব্যক্তি শরণাগত লোকের রক্ষা না করে, তাহাকে জয়লক্ষ্মী, মিত্র ও ভ্রাত্রাদি বন্ধুবর্গেরা নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করেন। এবং সেই ব্যক্তি জনসমাজে নিয়ত উপহাসাস্পদ হয়।

চন্দনক। এই যে আর্য্য গোপালদারক! যেরূপ পারাবত শ্যেন

পক্ষীর ভয়ে পলাইয়া ব্যাধের হস্তে পতিত হয়, সেইরূপ ইনি রাজভয়ে পলাইয়া রক্ষিগণের হস্তে পতিত হইলেন। (চিন্তা করিয়া) এই গোপালদারক নিরপরাধী, আমার শরণাগত, মহাত্মা চারুদত্তের শকটে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন এবং আমার প্রাণরক্ষক আর্য্য শর্বিলকের পরম মিত্র। এদিকে ইহাঁকে ধরিবার জন্য রাজার আদেশ হইয়াছে। এখন বিচার সঙ্গত কি করা উচিত?। অথবা যাহাই হউক, আমি ইহাঁকে প্রথমে অভয় প্রদান করিয়াছি। ভীত ব্যক্তির প্রতি অভয় দানে আসক্ত হইয়া এবং পরোপকারে নিরত যত্ন করিয়া যদি মৃত্যুমুখেও পতিত হয়, তাহা হইলে জনসমাজে তাহার প্রশংসাই হইয়া থাকে। (সভয়ে অবতীর্ণ হইয়া) আর্য্য দৃষ্ট (এই অর্দ্ধোচ্চারণ করিয়াই) না, আর্য্যা বসন্তসেনা দৃষ্টা হইল। ইনি বলিতেছেন, যে আমি মহাত্মা চারুদত্তের নিকট অভিসার করিতেছি, তোমরা আমাকে রাজপথে অবরুদ্ধ করিয়া অপমাননা করিতেছ, ইহা অতি অন্যায় ও অসদৃশ কর্ম্ম করিলে।

বীরক। চন্দনক! এ বিষয়ে আমার মহা সংশয় উপস্থিত হইল।

চন্দনক। তোমার কি প্রকার সংশয়?।

বীরক। কথা বলিবার সময়ে তোমার গলদেশ সম্ভ্রমে ঘড় ঘড় করিল এবং তুমি প্রথমে আর্য্য দৃষ্ট এই বলিয়াই পুনর্ব্বার আর্য্যা বসন্তসেনা দৃষ্টা হইল, এইরূপ বলিলে; ইহাতেই তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হইতেছে না।

চন্দনক। বীরক! কেন তোমার বিশ্বাস হইতেছে না?। আমরা দাক্ষিণাত্য এবং অব্যক্তভাষী, খস প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতিদিগের নানাদেশীয় ভাষা জানি; সুতরাং ইচ্ছানুসারে নানাপ্রকার কথা বলিতে পারি। দৃষ্ট, দৃষ্টা, আর্য্য, আর্য্যা ইত্যাদি শব্দ বিচারে কি প্রয়োজন?; যে হেতু স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গের উল্লেখ প্রস্তাবসঙ্গত নহে।

বীরক। অহে! আমিও দেখিব; যেহেতু রাজার এইরূপ আজ্ঞা আছে, এবং আমি রাজার বিশ্বস্ত ভৃত্য।

চন্দনক। তবে আমি কি অবিশ্বস্ত?।

বীরক। ওহে! তাহা নহে; রাজার আদেশ এইরূপ, যে সকলেই দেখিবে।

চন্দনক। (মনে মনে) আর্য্য গোপালদারক মহাত্মা চারুদত্তের শকটে আরোহণ করিয়া পলাইতেছেন, যদি ইহা প্রকাশ করি, তাহা হইলে রাজা মহাত্মা চারুদত্তের দণ্ড করিবেন; অতএব এস্থলে কি উপায় করি?। (চিন্তা করিয়া) কর্ণাটদেশীয় বিবাদ আরম্ভ করি। (প্রকাশ করিয়া) অরে বীরক! আমি চন্দনক, আমি শকট দেখিয়াছি, তুই আবার দেখ্‌বি, তুই কে?।

বীরক। অরে! তুই কে?।

চন্দনক। অহে তুমি বড় পূজনীয় ও বড় মাননীয়, তুমি আপনার জাতি কি? তাহা স্মরণ কর না?।

বীরক। (ক্রোধপূর্ব্বক) অহে! আমার কি জাতি?।

চন্দনক। কে বলিবে?।

বীরক। তুমিই বল।

চন্দনক। অথবা নাই বল। আমি তোমার জাতি জানিয়াও আপন স্বভাবের গুণে প্রকাশ করিব না, তাহা আমার মনেই থাকুক; দেখ, কয়েতকে ভাঙ্গিলেই তাহার গৌরব যায়।

বীরক। অহে! বল বল।

চন্দনক। (কোনও সঙ্কেত করিল)।

বীরক। অরে! এ কি রকম?।

চন্দনক। অহে তোমার হস্তে একখান প্রস্তর খণ্ড ও কর্ত্তরী থাকে, এবং তুমি পুরুষের কুঞ্চিত গ্রন্থির সংস্থাপক; তুমিই আবার সেনা-পতি হইয়াছ।

বীরক। অহে চন্দনক! তুমিও বড় মানী, তুমিও আপন জাতি স্মরণ কর না?।

চন্দনক। অহে! আমি চন্দনক, আমার চরিত্র চন্দ্রের ন্যায় বিশুদ্ধ; আমার জাতি কি?।

বীরক। কে বলিবে?।

চন্দনক। তুমিই বল বল।

বীরক। (সঙ্কেত করিল)।

চন্দনক। অহে! ইহাতে কি বুঝাইল?।

বীরক। অহে! শুন শুন। তোমার জাতি অতি বিশুদ্ধ! তোমার

মাতা ভেরী, পিতা ঢক্কা, তুমি দুর্ম্মুখ (অপ্রিয়ভাষী, বা বানর) তোমার ভ্রাতা কাড়া; তুমিই আবার সেনাপতি হইয়াছ।

চন্দনক। (সক্রোধে) আমি চন্দনক চামার? আচ্ছা, তুই শকট দেখ।

বীরক। অরে শকট বাহক! শকট ফেরাও, আমি দেখিব।

(চেট তাহাই করিল)। (বীরক যেমন শকটে উঠিতে ছিল, চন্দনক অমনি হটাৎ তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া পদাঘাত করিতে লাগিল)।

বীরক। (ক্রোধ পূর্ব্বক উঠিয়া) অরে চন্দনক! আমি রাজার ভৃত্য, আমি রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছিলাম, তুই চুল ধরিয়া আমাকে পদাঘাত করিলি; অতএব শুন্ রে চন্দনক! শুন্, আমি বিচারালয়ে গিয়া যদি তোর চতুরঙ্গ করাইতে না পারি, তবে আমি বীরই নই।

চন্দনক। অরে তুই রাজকুলেই যা, বা বিচারালয়েই যা, তুই কুক্কুরের তুল্য, তোর দ্বারা আমার কি হইবে?।

বীরক। আচ্ছা, তথায় যাই (বলিয়া বহির্গত হইল)।

চন্দনক। (চারিদিক্ দেখিয়া) যাও রে শকট বাহক! যাও। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তবে বলিও, যে চন্দনক ও বীরক উভয়ে শকট দেখিয়াছেন। আর্য্যে বসন্তসেনে! আমি আপনকাকে চিহ্ন স্বরূপ কিছু দিব। (এই বলিয়া খড়্গ প্রদান করিল)।

আর্য্যক। (খড়্গ লইয়া আনন্দ পূর্ব্বক মনে মনে) অয়ে! আমি শস্ত্র পাইলাম, আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতেছে, আমার সকলই অনুকূল হইল, এবং আমি এতাদৃশ বিপদ্ হইতেও রক্ষিত হইলাম।

চন্দনক। বসন্তসেনে! এস্থলে আমি এই জানাইতেছি, আমার প্রতি আপনকার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, আপনি চন্দনককে সময়ে স্মরণ করিবেন। আমি বিষয়লোভে লুব্ধ হইয়া একথা বলিতেছি না, কেবল স্নেহ ভরেই বলিতেছি।

আর্য্যক। চন্দনক! তোমার চরিত্র চন্দ্রের ন্যায় অতি নির্ম্মল, তুমি দৈববশতঃ আমার বন্ধু হইলে। যদি সিদ্ধপুরুষের আদেশ সত্য হয় তবে আমি চন্দনকে অবশ্যই স্মরণ করিব।

চন্দনক। হর হরি ব্রহ্মা সূর্য্য ও চন্দ্র সকলেই তোমার মঙ্গল

করুন। দেবী ভগবতী যেরূপ শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করিয়া ছিলেন সেইরূপ আপনিও শত্রুপক্ষ ক্ষয় করিয়া সিদ্ধাদেশ প্রতিপালন করুন।

(চেট শকট লইয়া বহির্গত হইল)।

চন্দনক। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) অয়ে! এই যে আমার প্রিয় বয়স্য শর্ব্বিলক বহির্গমনকারী আর্য্যকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। আমি রাজার বিশ্বস্ত ও প্রধান দণ্ডধারী বীরকের সহিত বিবাদ করিয়াছি; সুতরাং আমিও আপন পুত্র ও ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রিয়বয়স্যেরই অনুগমন করি (এই বলিয়া সকলেই বহির্গত হইল)।

শকট বিপর্য্যয় নামক ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত।

সপ্তম অঙ্ক।

(তাহার পর চারুদত্ত ও বিদূষকের প্রবেশ)।

বিদূ। মহাশয়! দেখুন দেখুন এই পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানের কিরূপ শোভা হইয়াছে।

চারু। বয়স্য! ইহা সত্যই বটে; দেখ, বণিকের ন্যায় বৃক্ষ সকল বিক্রেয় দ্রব্যের ন্যায় কুসুমরাশি লইয়া শোভা পাইতেছে, এবং ক্রেতা পুরুষগণের ন্যায় ভ্রমরগণ মূল্য দিবার জন্যই যেন ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে।

বিদূ। মহাশয়! স্বভাব সুন্দর এই শিলাতলে উপবেশন করুন।

চারু। (বসিয়া) বয়স্য! বর্দ্ধমানক আসিতে অনেক বিলম্ব করিতেছে।

বিদূ। আমি বর্দ্ধমানককে বলিয়া ছিলাম যে তুমি বসন্তসেনাকে লইয়া ত্বরায় আইস।

চারু। তবে কেন বিলম্ব করিতেছে?

বর্দ্ধমানকের শকটের অগ্রভাগে কি অপর শকট মন্দ মন্দ গমনে গমন করিতেছে? সেই জন্যই কি সেই শকটের পার্শ্বে পথ পাইবার নিমিত্ত বর্দ্ধমানক অপেক্ষা করিতেছে? কিংবা চক্রের কোন অবয়ব ভগ্ন হওয়ায় নূতন অবয়ব যোজনা করিতেছে? কিংবা লাগাম ছিঁড়িয়া গিয়াছে?

অথবা পথিমধ্যে বৃক্ষাদি পতিত হওয়ায় শকটের গতিরোধ হইয়াছে, সেই জন্যই কি অন্য পথের অন্বেষণ করিতেছে? অথবা বাহনদ্বয় আপন ইচ্ছানুসারে মন্দ মন্দ গমনে আসিতেছে?।

চেট। (গুপ্তভাবে আর্য্যক কর্ত্তৃক অধিরূঢ় শকট লইয়া প্রবেশ করিয়া) চল্ রে গরু চল্।

আর্য্যক। (মনে মনে) আমি রাজ পুরুষগণের দর্শন ভয়ে সাতিশয় ভীত হইয়াছি; মদীয় চরণ শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়ায় অবশিষ্ট পথ যাইতে পারিতেছি না; যেরূপ কোকিলশাবক বায়সী দ্বারা আপন কুলায়ে পরিরক্ষিত হয়, সেইরূপ আমি সাধু চারুদত্তের শকটে অপরিজ্ঞাতরূপে আরোহণ পূর্ব্বক আত্ম রক্ষা করিয়া পলায়ন করিতেছি।

অহো! আমি নগর হইতে অনেক দূরে আসিয়াছি। এক্ষণ এই শকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিব? কিংবা এই শকটস্বামী আর্য্য চারুদত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিব?। অথবা উদ্যানে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। শুনিয়াছি মাননীয় মহাত্মা চারুদত্ত অতিশয় সদ্বৎসল: অতএব তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া যাইব।

সেই মহাত্মা চারুদত্ত আমাকে এই শকট হইতে অবতীর্ণ ও ঘোরতর বিপদ হইতে পরিমুক্ত দেখিয়া অবশ্যই সুখী হইবেন। আমার এই শরীর এতাদৃশ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও কেবল সেই মহাত্মার গুণেই পরিরক্ষিত হইয়াছে।

চেট। এই সেই উদ্যান, এখন আর্য্য চারুদত্তের নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া) আর্য্য মৈত্রেয়!

বিদূ। মহাশয়! একটি প্রিয় সংবাদ বলি, বর্দ্ধমানক যখন ডাকিতেছে তখন বোধ হয় বসন্তসেনা আসিয়াছেন।

চারু। ভাল ভাল।

বিদূ। আরে দাসীর পুত্র! বিলম্ব করিলি কেন?।

চেট। আর্য্য মৈত্রেয়! ক্রোধ করিবেন না, আমি প্রথমে যানাস্তরণ বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছিলাম, পরে তাহা আনিবার জন্য গমনাগমন করায় বিলম্ব হইয়াছে।

চারু। বর্দ্ধমানক! শকট ফেরাও। সখে মৈত্রেয়! বসন্তসেনাকে নামাইয়া আন।

বিদূ। উঁহার কি পদদ্বয় শৃঙ্খলে বদ্ধ আছে? যে তিনি স্বয়ং নামিতে পারেন না?। (উঠিয়া শকটের আবরণ খুলিয়া) ওগো! এ বসন্তসেনা নয়, বসন্তসেন।

চারু। বয়স্য! পরিহাসে কাজ নাই। স্নেহ কালবিলম্ব সহিতেছে না। অথবা আমিই নামাই। (এই বলিয়া উঠিতে লাগিলেন)।

আর্য্যক। (দেখিয়া) অয়ে! ইনিই শকটের প্রভু! আহা! ইহাঁর চরিত্রও যেরূপ শ্রুতি রমণীয়, ইহাঁর আকৃতিও সেই রূপ নেত্র রমণীয়। যাহা হউক, এক্ষণ নিশ্চয়ই রক্ষিত হইলাম।

চারু। (শকটে উঠিয়া দেখিয়া) অয়ে! ইনি কে? ইহাঁর বাহুদ্বয় করিকরের ন্যায় দীর্ঘ; অংসদ্বয় সিংহের ন্যায় বর্ত্তুল ও উন্নত বক্ষস্থল স্থূল ও বিশাল; এবং নেত্রদ্বয় ঈষৎরক্তবর্ণ, চঞ্চল ও আকর্ণ বিস্তৃত। এই মহাত্মা এতাদৃশ সুলক্ষণাক্রান্ত হইয়াও পাদশৃঙ্খল বহন করিতেছেন কেন?। মহাশয়! আপনি কে?।

আর্য্যক। আমি আপনকার শরণাগত, আমি গোপ[illegible] এবং আমার নাম আর্য্যক।

চারু। রাজা পালক যাহাকে গোপপল্লী হইতে আনাইয়া কারাগৃহে বদ্ধ করিয়া ছিলেন, তুমি কি সেই?।

আর্য্যক। হাঁ মহাশয়! আমি সেই।

চারু। তুমি দৈব বলেই এখানে উপস্থিত হইয়া আমার দৃষ্টিগোচর হইলে। আমি বরং প্রাণও পরিত্যাগ করিব। তথাপি শরণাগতকে পরিত্যাগ করিব না।

(ইহা শুনিয়া আর্য্যক আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল)

চারু। বর্দ্ধমানক! ইহাঁর চরণের শৃঙ্খল খুলিয়া দাও।

চেট। যে আজ্ঞা (এই বলিয়া শৃঙ্খল খুলিয়া) আর্য্য! শৃঙ্খল খুলিয়া দিলাম।

আর্য্যক। লৌহ শৃঙ্খল অপনীত হইল। কিন্তু স্নেহময় দৃঢ়তর অপর শৃঙ্খল দত্ত হইল।

বিদূ। তুমি শৃঙ্খলে বদ্ধ হও। এব্যক্তি মুক্ত হউক। এক্ষণ আমরা যাই।

চারু। আঃ ক্ষান্ত হও।

আর্য্যক। সখে চারুদত্ত! আমি প্রণয় পূর্ব্বক আপনকার শকটে আরোহণ করিয়া ছিলাম; অতএব আমার প্রতি ক্ষমা করিতে হইবে।

চারু। আপনি স্বয়ং প্রণয় প্রকাশ করায় আমি অলঙ্কৃত হইয়াছি।

আর্য্যক। আমি যাইতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুমতি করুন।

চারু। আচ্ছা, যাও।

আর্য্যক। আমি শকট হইতে অবরোহণ করি।

চারু। সখে! অবরোহণ করিতে হইবে না। তোমার পদবন্ধন এইমাত্র অপনীত হইয়াছে। সুতরাং দ্রুত গমনে যাইতে পারিবে না; এখানেও রক্ষিপুরুষেরা ভ্রমণ করিতেছে; শকটে যাইলে কেহ সন্দেহ করিতে পারিবে না। অতএব এই শকটে আরোহণ করিয়াই যাও।

আর্য্যক। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাই করিব।

চারু। সখে! কুশলে বন্ধুগণের নিকটে যাও।

আর্য্যক। মহাশয়! আপনিই আমার পরম বন্ধু।

চারু। কথার প্রসঙ্গে আমাকে স্মরণ করিও।

আর্য্যক। বরং আপন আত্মাকেও ভুলিব, তথাপি আপনকাকে ভুলিব না।

চারু। পথি মধ্যে দেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন।

আর্য্যক। আপনিই আমাকে রক্ষা করিলেন।

চারু। তুমি স্বীয় সৌভাগ্যবলেই রক্ষিত হইয়াছ।

আর্য্যক। মহাশয়! আপনিই তাহার হেতু বলিতে হইবে।

চারু। রাজা পালক তোমাকে ধরিবার জন্য সাতিশয় যত্নবান হওয়ায় নানা স্থানে রক্ষিগণ ভ্রমণ করিতেছে; অতএব তুমি শীঘ্র গমন কর।

আর্য্যক। আমি চলিলাম, কিন্তু পুনর্ব্বার যেন দর্শন পাই। (এই বলিয়া বহির্গত হইল)

চারু। মৈত্রেয়! নরপাল পালকের এইরূপ অত্যন্ত অপ্রিয় কর্ম্ম করিয়া আমাদের এই স্থানে ক্ষণকাল অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত নহে; অতএব তুমি এই শৃঙ্খল পুরাতন কূপে নিক্ষেপ কর; যেহেতু ক্ষিতিপাল

পালক, চর দ্বারা ইহা দেখিলেও দেখিতে পারেন। (বামাক্ষিস্পন্দন প্রকাশ করিয়া) মৈত্রেয়! আমি বসন্তসেনার দর্শন নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি। দেখ, প্রাণসমা সেই বসন্তসেনাকে দেখিতে না পাইয়া আমার বামাক্ষি স্পন্দিত হইতেছে। আমার অন্তঃকরণ অকারণে ভীত হইয়া নিরতিশয় দুঃখাকুল হইতেছে; অতএব আইস, আমরা যাই। (পরিভ্রমণ করিয়া) সম্মুখে অমঙ্গল সূচক ভিক্ষুর দর্শন হইল কেন?। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) এব্যক্তি এই পথে আসুক, আমরা অন্য পথে যাই। (এই বলিয়া সকলে বহির্গত হইল)।

আর্য্যকাপহরণ নামে সপ্তম অঙ্ক সমাপ্ত।

অষ্টম অঙ্ক

(তাহার পর আর্দ্র বস্ত্র হস্তে করিয়া ভিক্ষুর প্রবেশ)

ভিক্ষু। অহে অজ্ঞ পুরুষগণ! তোমরা ধর্ম্মসঞ্চয় কর; তোমরা আপন উদর সংযত কর; পরমেশ্বরের ধ্যানরূপ পটহ দ্বারা নিয়ত জাগরিত হইয়া থাক; যেহেতু দুর্দম্য ইন্দ্রিয়রূপ চৌরগণ চিরসঞ্চিত ধর্ম্ম হরণ করিতেছে। আমি তাবৎ বস্তুই অনিত্য জানিয়া কেবল ধর্ম্মেরই আশ্রয় লইয়াছি।

অপিচ। যে পুরুষ চক্ষুরাদি পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া, অবিদ্যার বিনাশ পূর্ব্বক শরীরকে নির্দ্দোষ করিয়া এবং কামাদি অন্তরিন্দ্রিয় সকল দমন করিয়া যাবজ্জীবন ঈশ্বর চিন্তায় কাল যাপন করে, সেই পুরুষ অবশ্যই স্বর্গবাসী হয়।

অপিচ। যে পুরুষ মস্তক ও মুখ মুণ্ডিত করিয়াছে, কিন্তু আপন চিত্ত মুণ্ডিত অর্থাৎ নির্ম্মল করিতে পারে নাই, তাহার মস্তকাদি মুণ্ডনের প্রয়োজন কি?। পক্ষান্তরে, যে পুরুষের চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, তাহারই মস্তকাদির মুণ্ডন সার্থক।

এই বস্ত্রখণ্ড রঙ্গিল জলে আর্দ্র রহিয়াছে; অতএব ইহা রাজার

শ্যালকের উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক পুষ্করিণীতে ধৌত করিয়া শীঘ্র বাহিরে যাই। (এই বলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া তাহাই করিতে লাগিল)।

(নেপথ্যে) দাঁড়া রে দুষ্ট সন্ন্যাসি! দাঁড়া।

ভিক্ষু। (দেখিয়া সভয়ে) এই যে সেই রাজার শ্যালক সংস্থানক আসিতেছে। একজন ভিক্ষু অপরাধ করিলে সংস্থানক যে যে স্থানে অন্য ভিক্ষু দেখিতে পায়, সেই সেই স্থানে গোরুর ন্যায় তাহাদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া বহন করায়; অতএব আমি অসহায়, এখন কে আমার সহায় হইবে?। অথবা। পরমারাধ্য বুদ্ধদেবই আমার সহায়।

শকার। (খড়্গধারী বিটের সহিত প্রবেশ করিয়া) দাঁড়া রে দুষ্ট সন্ন্যাসি! দাঁড়া; পানভূমির মধ্যস্থিত রক্ত বর্ণ মূলকের ন্যায় তোর মাথা ভাঙ্গিয়া খাইব। (এই বলিয়া তাড়না করিতে লাগিল)

বিট! অহে অনূঢ়াপুত্র! বৈরাগ্য বশতঃ কাষায় বস্ত্রধারী ভিক্ষুকের তাড়না করা উচিত হয় না। এদিকে সুখে প্রবেশযোগ্য এই উপবন দেখ।

যাহাতে তরুগণ অনাশ্রয়দিগের আশ্রয় প্রদান দ্বারা আনন্দজনক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে। যে উপবন দুরাত্মাদিগের হৃদয়ের ন্যায় অনাবৃত রহিয়াছে। এবং যে উপবন জয়াদি ক্লেশকর ব্যাপার ব্যতিরেকে স্বয়ং করপ্রাপ্ত রাজ্যের ন্যায় সুখে উপভোগের যোগ্য হইয়া রহিয়াছে।

ভিক্ষু। উপাসক! প্রসন্ন হউন।

শকার। মহাশয়! দেখুন্ দেখুন্, আমার নিন্দা করিতেছে।

বিট। কি বলিতেছে?।

শকার। আমাকে উপাসক বলিতেছে; আমি কি নাপিত?।

বিট। তোমার নিন্দা করে নাই। বুদ্ধদেবের উপাসক এই বলিয়া তোমার প্রশংসা করিতেছে।

শকার। শুন্ রে সন্ন্যাসি! শুন্।

ভিক্ষু। তুমিই ধন্য, তুমিই পুণ্য।

শকার। মহাশয়! আমাকে ধন্য ও পুণ্য বলিতেছে। আমি কি শ্রাবক?, কিংবা কোষ্ঠক *?

---

* ধান্যাদি রাখিবার পাত্র বিশেষ, অথবা কুম্ভকার।

বিট। ওহে অনূঢ়াপুত্র! তোমাকে ভাগ্যবান্ ও পুণ্যবান্ বলিয়া প্রশংসা করিতেছে।

শকার। মহাশয়! তবে এ ব্যক্তি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছে?।

ভিক্ষু। এই বস্ত্রখণ্ড প্রক্ষালন করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি।

শকার। ওরে দুষ্ট সন্ন্যাসি! আমার ভগিনীপতি সকল উদ্যানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই পুষ্পকরণ্ডক উদ্যান আমায় দান করিয়াছেন; এই উদ্যানের মধ্যে যে পুষ্করিণীর জল কুক্কুরে ও শৃগালে পান করে; আমি প্রবল পুরুষ মনুষ্য, আমি কখনও তাহাতে স্নান করি না; সেই পুষ্করিণীতে তুই পুরাতন কুলত্থ কলাইএর ঝোল সদৃশ দুর্গন্ধময় বস্ত্রখণ্ড প্রক্ষালন করিতে আসিয়াছিস্; অতএব আমি তোকে এক প্রহারেই মারিয়া ফেলিব।

বিট। অহে অনূঢ়াপুত্র! আমি অনুমান করি, এই ব্যক্তি অতি অল্প কাল সন্ন্যাসী হইয়াছে।

শকার। আপনি কিরূপে জানিলেন?।

বিট। অদ্যই কেশমুণ্ডন হেতু ইহার ললাটকান্তি গৌরবর্ণ হইয়াছে। অল্পকাল ভিক্ষাপাত্র বহন করায় অদ্যাপি স্কন্ধে কীণ (কড়া) হয় নাই। ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি নিগূঢ় বিষয়ের অভ্যাস দূরে থাকুক, বস্ত্ররঞ্জন ক্রিয়ারও অভ্যাস অদ্যাপি হয় নাই, এবং বস্ত্রের প্রান্তভাগ স্থূলতা হেতু স্কন্ধে থাকিতেছে না।

ভিক্ষু। উপাসক! হাঁ, আমি অল্প কাল সন্ন্যাসী হইয়াছি।

শকার। তবে তুমি ভূমিষ্ঠ হইয়াই কেন সন্ন্যাসী হও নাই?।

(এই বলিয়া তাড়না করিতে লাগিল)

ভিক্ষু। বুদ্ধদেবকে নমস্কার।

বিট। এই তপস্বীকে মারিলে কি হইবে?। ইহাকে ছাড়িয়া দাও, এ চলিয়া যাউক।

শকার। অরে! একবার দাঁড়া, আমি পরামর্শ করি।

বিট। কাহার সহিত?।

শকার। আপনার হৃদয়ের সহিত।

বিট। হায়! এ গেল না?।

শকার। পুত্রক হৃদয়! মান্য পুত্রক! এই সন্ন্যাসী যাইবে?

কি থাকিবে ?। (স্বগত) নাই বা যাউক, নাই বা থাকুক। মহাশয় ! আমি হৃদয়ের সহিত পরামর্শ করিয়াছি। আমার হৃদয় এই বলিতেছে।

বিট। কি বলিতেছে ?।

শকার। নাই বা যাউক, নাই বা থাকুক, নাই বা উচ্ছ্বাস ফেলুক, নাই বা নিশ্বাস ফেলুক, এই খানেই পড়িয়া মরিয়া যাউক।

ভিক্ষু। বুদ্ধদেবকে নমস্কার, আমি শরণাগত।

বিট। ও যাউক।

শকার। একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া যাউক।

বিট। কি প্রকার প্রতিজ্ঞা ?।

শকার। জলে এইরূপে কর্দ্দম নিক্ষেপ করুক, যাহাতে জল কলুষিত না হয়; অথবা জলকে একত্র রাশীকৃত করিয়া কর্দ্দম নিক্ষেপ করুক।

বিট। অহো ! কি মূর্খতা !।

(যাহাদের মনের গতি ও ক্রিয়া বিভিন্ন প্রকার, যাহাদের শরীর প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় কঠিন, এবং যাহাদের মাংস বৃক্ষের ন্যায় দৃঢ়, তাদৃশ মূর্খ দ্বারা পৃথিবী কেবল ভারবতী হইয়াছেন।)

(ভিক্ষু নিন্দা করিতে লাগিল।)

শকার। মহাশয় ! কি বলিতেছে ?।

বিট। তোমার স্তব করিতেছে।

শকার। শুন্ রে শুন্ আবার শুন্।

(ভিক্ষু তাহা শুনিয়া বহির্গত হইল।)

বিট। অহে অনূঢ়াপুত্র ! উপবনের শোভা দেখ। ফল পুষ্পে সুশোভিত এবং প্রৌঢ় ও নিষ্পন্দ লতা দ্বারা পরিবেষ্টিত এই বৃক্ষ সকল নরপতির আজ্ঞায় রক্ষিপুরুষ কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া, পত্নী-কর্তৃক আলিঙ্গিত পুরুষের ন্যায় নিরুপদ্রবে অবস্থান করিতেছে।

শকার। আপনি উত্তম বলিয়াছেন। উদ্যান ভূমি বহুবিধ কুসুমে সুশোভিতা, বৃক্ষ সকল পুষ্পভরে অবনত, এবং তরুগণের অগ্রভাগে লতাশ্রেণী লম্বমানা হইয়া রহিয়াছে। এবং কাঁঠাল ফলের ন্যায় বানর-গণ চঞ্চল হইতেছে।

বিট। অহে অনূঢ়াপুত্র ! এই শিলাতলে উপবেশন কর।

শকার। এই আমি বসিলাম। (এই বলিয়া বিটের সহিত বসিয়া)

মহাশয়! এখনও সেই বসন্তসেনাকে স্মরণ করিতেছি, দুর্জ্জনবাক্যের ন্যায় সে আমার হৃদয় হইতে এখনও অপসৃত হইতেছে না।

বিট। (স্বগত) বসন্তসেনা ইহার তাদৃশ তিরস্কার করিলেও এব্যক্তি পুনর্ব্বার তাহাকে স্মরণ করিতেছে। অননুকূলা স্ত্রী কাপুরুষ-দিগের অবমাননা করিলেও তাহাদের কামের শান্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে; কিন্তু তাদৃশ অবমাননায় সাধুদিগের কামের লাঘব, অথবা একবারেই দমন হয়।

শকার। মহাশয়! অনেকক্ষণ হইল স্থাবরককে বলিয়াছিলাম, যে শকট লইয়া শীঘ্র আইস; কিন্তু সে অদ্যাপি আসিতেছে না। আমি বহুকাল হইতে ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি; এই মধ্যাহ্ন সময়ে মৃত্তিকা উত্তপ্ত হওয়ায় স্বয়ং চলিয়া যাইতেও পারিতেছি না; অতএব দেখুন্ দেখুন্।

সূর্য্যদেব নভোমণ্ডলের মধ্যগত হওয়ায় কুপিত বানরের ন্যায় দুর্দ্দর্শ-নীয় হইয়াছেন। এবং বিনষ্ট শতপুত্রের শোকে গান্ধারীর ন্যায় ভূমিও দৃঢ়তর সন্তপ্তা হইয়াছে।

বিট। এইরূপই বটে। দেখ, গোসকল তৃণের কবল পরিত্যাগ করিয়া তরুতলে নিদ্রা যাইতেছে; বন্য পশুগণ পিপাসায় কাতর হইয়া সরোবরের উষ্ণ জলও পান করিতেছে; এবং মানবগণ আতপ-ভয়ে ভীত হইয়া নগরের পথে গমন করিতে পারিতেছে না; অতএব বোধ হইতেছে, যে স্থাবরক উত্তপ্ত ভূমি পরিত্যাগ করিয়া কোনও স্থানে শকট রাখিয়া বসিয়া আছে।

শকার। মহাশয়! সূর্য্যপাদ আমার মস্তকে লীন হইয়াছে। শকুনি, পক্ষী, এবং বিহঙ্গ সকল বৃক্ষের শাখায় লুক্কাইত হইয়া রহিয়াছে। এবং নর, পুরুষ, ও মনুষ্যগণ দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে গৃহের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট হইয়া উত্তপ্তসময় যাপন করিতেছে।

মহাশয়! অদ্যাপি সেই চেট আসিতেছে না। আপন হৃদয় বিনো-দনার্থে কিঞ্চিৎ গান করিব। (এই বলিয়া গান করিয়া) মহাশয়! মহাশয়! আমি যে গান করিলাম; আপনি তাহা শুনিলেন ত?

বিট। অধিক কি বলিব? তুমি গন্ধর্ব্ব।

শকার। আমি গন্ধর্ব্ব কেন না হইব?। হিঙ্গু মিশ্রিত জীরক, ভদ্রমুস্তা, বচ ও গুড়সংযুক্ত শুণ্ঠি, এই সকল গন্ধ দ্রব্যের যোগ করিয়া আমি সেবন করিয়াছি; অতএব আমার কণ্ঠস্বর সুমধুর কেন না হইবে?। মহাশয়! আমি আর একটী গান করি। (এই বলিয়া পুনর্ব্বার গান করিয়া) মহাশয়! মহাশয়! আমি যে গান করিলাম, তাহা শ্রবণ করিলেন ত?।

বিট। আর অধিক কি বলিব, তুমি যথার্থই গন্ধর্ব্ব।

শকার। গন্ধর্ব্ব কেন না হইব?। আমি কোকিলের মাংস হিঙ্গু, মরীচচূর্ণ, তৈল ও ঘৃতের সহিত পাক করিয়া ভক্ষণ করিয়াছি; অতএব আমার কণ্ঠস্বর সুমধুর কেন না হইবে?। মহাশয়! চেট অদ্যাপি আসিতেছে না।

বিট। স্থির হও; এখনই আসিবে।

(তাহার পর শকটে আরূঢ়া বসন্তসেনা ও চেটের প্রবেশ)।

চেট। আমি ভীত হইয়াছি; বেলা দুই প্রহর হইল; রাজার শ্যালক সংস্থানক কুপিত হইয়া থাকিবেন; অতএব শীঘ্র শীঘ্র শকট চালাই। চল্ রে গোরু চল্।

বসং। হায়! হায়! এ তো বর্দ্ধমানক চেটের কণ্ঠস্বর নয়! এ কি! বোধ হয় নিজের শকটবাহক গো সকল পরিশ্রান্ত হওয়ায় আর্য্য চারুদত্ত কি অপর শকট ও অন্য মনুষ্যকে পাঠাইয়াছেন?। আমার দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত ও হৃদয় কম্পিত হইতেছে; চারিদিক্ শূন্য ও সমুদায়ই বিপরীত দেখিতেছি।

শকার। (চক্রের শব্দ শুনিয়া) মহাশয়! মহাশয়! শকট আসিয়াছে।

বিট। কি রূপে জানিলে?।

শকার। আপনি কি দেখিতেছেন না? বৃদ্ধ শূকরের ন্যায় শকট ঘুর্ ঘুর্ করিতেছে।

বিট। (দেখিয়া) উত্তম লক্ষ করিয়াছ, শকট সত্যই আসিয়াছে।

শকার। অহে পুত্র স্থাবরক চেট! তুমি আসিয়াছ?।

চেট। আজ্ঞা হাঁ।

শকার। শকটও আসিয়াছে?।

চেট। আজ্ঞা হাঁ।

শকার। গোরু সকলও আসিয়াছে?।

চেট। আজ্ঞা হাঁ।

শকার। তুমিও আসিয়াছ?।

চেট। (হাস্য পূর্ব্বক) হাঁ মহাশয়! আমিও আসিয়াছি।

শকার। তবে শকট উদ্যানের ভিতরে আন।

চেট। কোন্ পথ দিয়া যাইব?।

শকার। এই প্রাচীর খণ্ডের উপর দিয়া আইস।

চেট। মহাশয়! তাহা হইলে গোরু মরিবে, শকট ভাঙ্গিবে, এবং আমিও মরিব।

শকার। অরে! আমি রাজার শ্যালক, গোরু মরিলে অপর গোরু ক্রয় করিব, শকট ভাঙ্গিলে অপর শকট গড়াইব, এবং তুমি মরিলে অপর একজন শকটবাহক রাখিব।

চেট। সকলই হইবে বটে, কিন্তু কেবল আমিই আপনার হইব না।

শকার। অরে সকলই নষ্ট হয় হউক, তুমি প্রাচীর খণ্ডের উপর দিয়া শকট আন।

চেট। ভাঙ্গিয়া যা রে শকট! স্বামীর সহিত ভাঙ্গিয়া যা, অন্য শকট হউক, স্বামীর নিকটে গিয়া বলি। (প্রবেশ করিয়াই) আঃ শকট টা ভাঙ্গিল না?। মহাশয়! শকট আসিয়াছে।

শকার। গোরু ছিঁড়িল না? রজ্জু মরিল না? এবং তুমিও মরিলে না?।

চেট। আজ্ঞা না, কিছুই হইল না।

শকার। মহাশয়! আসুন, শকট দেখিব। মহাশয়! আপনি আমার গুরু, পরমগুরু ও আদরের পাত্র, এই হেতু পুরস্কারের যোগ্য; অতএব আপনিই অগ্রে শকটে আরোহণ করুন।

বিট। তাহাই হউক (এই বলিয়া আরোহণ করিতে লাগিল)।

শকার। অথবা তুমি থাক। ইহা যেন তোমার বাপের শকট, এই নিমিত্ত তুমিই প্রথমে উঠিতেছ। আমি শকটের স্বামী; অতএব আমিই প্রথমে উঠিব।

বিট। তুমিই ত এইরূপ বলিলে।

শকার। যদিও আমি এইরূপ বলিয়াছি, তথাপি, 'আপনিই আরোহণ করুন' আমাকে তোমার আদর পূর্ব্বক এইরূপ বলা উচিত।

বিট। আচ্ছা, তুমিই আরোহণ কর।

শকার। এখন আমি আরোহণ করি। পুত্র স্থাবরক চেট! শকট ফেরাও।

চেট। (ফেরাইয়া) মহাশয়! আরোহণ করুন।

শকার। (আরোহণ পূর্ব্বক দেখিয়া ভয়বশতঃ শীঘ্র নামিয়া বিটের গলদেশ ধরিয়া) মহাশয়! মহাশয়! মরিলেন মরিলেন, শকটে একটা রাক্ষসী কিংবা চোর বসিয়া রহিয়াছে; যদি রাক্ষসীই হয়, তবে আমরা উভয়েই অপহৃত হইলাম; কিংবা যদি চোর হয়, তবে উভয়েই ভক্ষিত হইলাম।

বিট। ভয় নাই, গোযানে রাক্ষসীর গমন কিরূপে হইবে?। মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্যদেবের প্রখর কিরণে তোমার দৃষ্টি প্রতিহত হওয়ায় কঞ্চুকের সহিত স্থাবরকের ছায়া দেখিয়া ভ্রান্তি হইবে না ত?।

শকার। পুত্র স্থাবরক চেট! তুমি জীবিত আছ?।

চেট। আজ্ঞা হাঁ বাঁচিয়া আছি।

শকার। মহাশয়! শকটে একটি স্ত্রীলোক বসিয়া রহিয়াছে, আপনি দেখুন।

বিট। কি! স্ত্রীলোক?। যেরূপ গোসকল বৃষ্টির জলে আক্রান্ত-চক্ষু হইয়া মস্তক অবনত করিয়া গমন করে, সেইরূপ আমরাও মস্তক অবনত করিয়া সত্বর যাইব; যেহেতু পরস্ত্রীদর্শনে জনসমাজে নিন্দা হইবে, এই ভয়ে আমার চক্ষু পরস্ত্রীদর্শনে নিয়ত কাতর জানিবে।

বসং। (সবিস্ময়ে মনে মনে) এই যে আমার চক্ষুঃশূল রাজার শ্যালক সংস্থানক; আমি মন্দভাগিনী, এখন আমার জীবন সংশয়, মরুভূমিতে পতিত বীজমুষ্টির ন্যায় আমার আগমন নিষ্ফল হইল। এখন কি উপায় করি?।

শকার। এই বৃদ্ধ চেট ভয় পাইয়াছে, শকটের ভিতর দেখিতে পারিতেছে না। মহাশয়! আপনিই দেখুন।

বিট। দোষ কি? আমিই দেখিতেছি।

শকার। শৃগাল সকল উড়িতেছে, বায়সগণ গমন করিতেছে।

ইনি শকটে উঠিলেই যেমন ইহাঁকে চক্ষু দ্বারা খাইতে ও দন্তদ্বারা দেখিতে আরম্ভ করিবে, অমনি আমরা পলাইব।

বিট। (বসন্তসেনাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে মনে মনে) হায়! মৃগী ব্যাঘ্রের অনুগামিনী হইয়াছে!, কি কষ্ট!, রাজহংসী শারদচন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ, পুলিনান্তরে শয়ান রাজহংসকে পরিত্যাগ করিয়া কাকের নিকটে উপস্থিত হইল! । (বসন্তসেনার কর্ণের নিকটে) বসন্তসেনে! তোমার এখানে আগমন যুক্তিসিদ্ধ ও তোমার সদৃশ হয় নাই; তুমি পূর্ব্বে গর্ব্ববশতঃ ইহাকে অবজ্ঞা করিয়া এক্ষণ মাতার অনুরোধে ধনের নিমিত্ত ইহার নিকটে আসিয়াছ?।

বসং। না (এই বলিয়া মস্তক চালন করিল)।

বিট। তুমি বেশ্যা জাতি, এইজন্য গর্ব্বশূন্য হইয়া এইরূপ করিয়াছ, লোকে ইহাই মনে করিতেছে। বসন্তসেনে! আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, যে তুমি কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, সকলের প্রতিই সমভাবে অনুরাগ প্রকাশ কর।

বসং। আমি শকট পরিবর্ত্তিত হওয়াতেই এখানে আসিয়াছি; এখন আপনকার শরণাগতা হইলাম।

বিট। ভয় নাই, ভয় নাই; আমি ইহাকে বঞ্চিত করিতেছি। (এই বলিয়া শকারের নিকটে গিয়া) অহে অনূঢ়াপুত্র! শকটে যথার্থই রাক্ষসী রহিয়াছে।

শকার। মহাশয়! মহাশয়! সে যদি রাক্ষসী হয়, তবে তোমাকে কেন হরণ করিল না? অথবা যদি চোর হয়, তবে তোমাকে কেন খাইল না?।

বিট। এ বিচারে প্রয়োজন কি? যদি আমরা উদ্যানশ্রেণীর মধ্য দিয়া পাদচারেই উজ্জয়িনী নগরীতে প্রবেশ করিতে পারি, তাহা হইলে দোষ কি?।

শকার। এরূপ করিলে কি হইবে?।

বিট। এরূপ করিলে স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম অভ্যাস হইবে এবং বাহনদ্বয়ও দ্বিতীয়বার পরিশ্রম হইতে মুক্ত হইবে।

শকার। আচ্ছা, তাহাই হউক। স্থাবরক চেট! শকট লইয়া যাও। অথবা থাক থাক। দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের অগ্রে পাদদ্বারা চলিয়া যাই।

অথবা চলিয়া যাইব না, শকটে আরোহণ করিয়াই যাইব ; যেহেতু দূর হইতে আমাকে দেখিয়া সকলে বলিবে যে এই সেই রাজার শ্যালক সংস্থানক যাইতেছেন।

বিট। (মনে মনে) বিষকে ঔষধ করা বড় কঠিন। আচ্ছা এইরূপ হউক। (প্রকাশ পূর্ব্বক) অহে অনূঢ়াপুত্র! বসন্তসেনা তোমার নিকট অভিসার করিয়াছেন।

বসং। (কর্ণে হস্ত দিয়া) পাপ দূর হউক, পাপ দূর হউক।

শকার। (সহর্ষে) মহাশয়! মহাশয়! আমি পুরুষশ্রেষ্ঠ, মনুষ্য, এবং বাসুদেব সদৃশ, আমার নিকট অভিসার করিয়াছে?

বিট। হাঁ।

শকার। তবে এখন আমার অপূর্ব্ব শোভা হইল। আমি পূর্ব্বে ইঁহাকে কষ্টা করিয়াছিলাম, এখন পদতলে পতিত হইয়া প্রসন্না করিব।

বিট। উত্তম বলিয়াছ।

শকার। এই আমি উঁহার পদতলে পতিত হই (এই বলিয়া বসন্তসেনার নিকটে গিয়া) হে জ্যেষ্ঠ ভগিনি! হে মাত! আমার নিবেদন শুনুন্; হে বিশালনেত্রে! আমি তোমার চরণে পতিত হইলাম; হে দশনখে! হে নির্ম্মলদশনে! আমি অঞ্জলি বন্ধন করিতেছি; আমি পূর্ব্বে মদন বাণে আহত হইয়া তোমার যে যে অপকার করিয়াছিলাম, এখন তৎসমুদায় মার্জনা কর; আমি তোমার দাস হইলাম।

বসং। (ক্রোধ পূর্ব্বক) দূর হও, অন্যায় বলিতেছিস্ (এই বলিয়া পদাঘাত করিল)।

শকার। (সক্রোধে) আমার যে মস্তকে মাতা প্রভৃতিরা চুম্বন করিয়াছেন, এবং যে মস্তক দেবতার নিকটেও কখনও অবনত হয় নাই, অরণ্য মধ্যে শৃগাল যেরূপ মৃত ব্যক্তির অঙ্গ আপন পদতলে নিক্ষিপ্ত করে, সেই রূপ আমিও সেই মস্তক তোমার পদতলে পাতিত করিলাম।

অরে স্থাবরক চেট! তুই ইহাকে কোথায় পাইলি?।

চেট। মহাশয়! রাজপথ গ্রাম্য শকটসমূহে রুদ্ধ হওয়ায় আমি আপন শকট চারুদত্তের বৃক্ষবাটিকার দ্বারে রাখিয়া, যে সময়ে গ্রাম্য শকটের চাকা ঘুরাইতে গিয়াছিলাম, সেই সময়ে ইনি শকটের

বিপর্য্যয় বশতঃ নিজের শকট মনে করিয়া ইহাতে উঠিয়া থাকিবেন এইরূপ অনুমান হইতেছে।

শকার। কি? শকটের বিপর্য্যয় বশতঃ এখানে আসিয়াছ?, আমার নিকট অভিসার কর নাই?, তবে তুমি আমার শকট হইতে নামিয়া আইস। তুমি সেই দরিদ্র সার্থবাহ পুত্রের নিকট অভিসার করিতেছ, অথচ, আমার গোরু সকলকে ক্লেশ দিতেছ; অতএব আমার শকট হইতে নাম, নাম, গর্ভদাসি! নাম, নাম।

বসং। আমি আর্য্য চারুদত্তের নিকট অভিসার করিতেছি, এটি সত্য কথা; আমি এই বাক্যে অলঙ্কৃত হইলাম; এখন যাহা হয় হউক।

শকার। দশনখরূপ উৎপল দ্বারা মণ্ডিত এবং শত শত প্রিয়-বাদীর তাড়নে রসিক এই হস্তদ্বয় দ্বারা তোমার কেশকলাপ ধরিয়া, যেরূপ জটায়ু পক্ষী বালির দয়িতা তারাকে আকর্ষণ করিয়াছিল, সেইরূপ আমিও তোমাকে আপন শকট হইতে আকর্ষণ করিব।

বিট। গুণগ্রামে বিভূষিত কামিনীগণের কেশাকর্ষণ করা অনুচিত। দেখ, উপবনে সমুদ্ভূত লতার পল্লবচ্ছেদ করিলে ভাল দেখায় না। তুমি উঠ, আমি বসন্তসেনাকে শকট হইতে অবরোহণ করাই। বসন্তসেনে! অবতীর্ণা হও।

(বসন্তসেনা নামিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল)

শকার। (স্বগত) বসন্তসেনা পূর্ব্বে আমার বাক্যের অবমাননা করায় যে সেই ক্রোধাগ্নি তৎকালে প্রদীপ্ত হইয়াছিল, এখন আবার পদাঘাত করায় সেই ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইল; অতএব ইহাকে বধ করিব। আচ্ছা, প্রথমে এইরূপ হউক। (প্রকাশে) মহাশয়! মহাশয়! যদি আপনি লম্বমানদশীবিশিষ্ট এবং শত শত সূত্রে নির্ম্মিত উত্তরীয়বস্ত্র লইতে এবং মনের সন্তোষজনক মাংস ভক্ষণ করিতে অভিলাষ করেন?।

বিট। তাহা হইলে কি হইবে?।

শকার। তাহা হইলে আমার একটি প্রিয়কর্ম্ম করুন।

বিট। অবশ্যই করিব, কিন্তু অকার্য্য করিব না।

শকার। অকার্য্যের গন্ধও নাই, এবং কোনও রাক্ষসীও নাই।

বিট। তবে কি করিব, বল।

শকার। বসন্তসেনাকে বধ করুন।

বিট। (কর্ণে হস্ত দিয়া) যদি আমি এই নগরীর ভূষণস্বরূপা, নবযৌবনা, এবং বেশ্যা হইয়াও কুলকামিনীর ন্যায় প্রণয় ও সেবা-কারিণী, নিরপরাধা এই বসন্তসেনাকে বধ করি, তাহা হইলে আমি কোন্ নৌকায় অপারা পরলোকনদী পার হইব ?।

শকার। আমি তোমাকে একটি ভেলা দিব।

অপিচ, এই উদ্যান জনশূন্য, এখানে ইহাকে বধ করিলে কোনও ব্যক্তিই দেখিতে পাইবে না।

বিট। একথা বলিও না। পাপ ও পুণ্যের সাক্ষিস্বরূপ দশদিক, বনদেবতা, শশধর, দিবাকর, ধর্ম্ম, বায়ু, গগন, অন্তরাত্মা, এবং পৃথিবী, ইহাঁরা সকলেই দেখিতেছেন।

শকার। তবে ইহাকে বস্ত্রে আচ্ছন্ন করিয়া বধ করুন।

বিট। রে মূর্খ! তুমি অধঃপাতে যাও।

শকার। এই বৃদ্ধশূকর অধর্ম্মভীরু। আচ্ছা, স্থাবরক চেটের অনুনয় করি। অহে পুত্রসদৃশ স্থাবরক চেট! আমি তোমাকে সুবর্ণের বলয় দিব।

চেট। আমিও হস্তে ধারণ করিব।

শকার। আমি তোমার সুবর্ণের পীঠক * গড়াইয়া দিব।

চেট। আমিও তাহাতে বসিব।

শকার। আমি তোমাকে সমুদায় উচ্ছিষ্ট দিব।

চেট। আমিও খাইব।

শকার। আমি তোমাকে সকল চেটের প্রধান করিব।

চেট। মহাশয়! আমিও তাহাই হইব।

শকার। তবে আমার কথা রক্ষা কর।

চেট। মহাশয়! অকার্য্য ব্যতিরেকে সকলই করিব।

শকার। অকার্য্যের গন্ধও নাই।

চেট। তবে বলুন।

শকার। এই বসন্তসেনাকে মার।

চেট। মহাশয়! প্রসন্ন হউন। আমি অতি অধম, আমি শকট-বিপর্য্যয়ে ইহাঁকে আনিয়াছি।

---

* বসিবার আসন।

শকার। অরে চেট! আমি কি তোমার উপরেও প্রভুত্ব করিতে পারি না?।

চেট। মহাশয়। আপনি আমার শরীরের উপরে প্রভুত্ব করিতে পারেন, চরিত্রের উপরে পারেন না। অতএব মহাশয়! প্রসন্ন হউন প্রসন্ন হউন। আমি বড় ভীত হইতেছি।

শকার। তুমি আমার ভৃত্য হইয়া কাহাকে ভয় করিতেছ?।

চেট। মহাশয়! পরলোক কে।

শকার। সেই পরলোক কি প্রকার?।

চেট। মহাশয়! সুকৃত ও দুষ্কৃতের পরিণামস্বরূপ।

শকার। সুকৃতের পরিণাম কিপ্রকার?।

চেট। যাহাতে আপনি বহুসুবর্ণে ভূষিত হইয়াছেন।

শকার। দুষ্কৃতের পরিণাম কি প্রকার?

চেট। যাহাতে আমি পরপিণ্ডের ভোক্তা হইয়াছি। অতএব আমি অকার্য্য করিব না।

শকার। অরে তুই বসন্তসেনাকে মারিবি না? (এই বলিয়া নানা প্রকার তাড়না করিতে লাগিল)।

চেট। আপনি তাড়নাই করুন, অথবা মারিয়াই ফেলুন, আমি অকার্য্য করিব না। যেহেতু আমি আপন ভাগ্য দোষেই জন্মাবধি দাসত্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি; অতএব আর অধিক পাপ সঞ্চয় করিতে আমার ইচ্ছা নাই, কাজেই আমি কুকর্ম্ম করিব না।

বসং। মহাশয়! আমি আপনকার শরণাগতা হইয়াছি।

বিট। অহে অনূঢ়াপুত্র! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। স্থাবরক! তুমিই সাধু সাধু। এই চেট অতি দুর্দ্দশাপন্ন ও দরিদ্র এবং জঠর যন্ত্রনায় পরের দাস হইয়াও পরলোকের নিমিত্ত শুভ ফলের কামনা করিতেছে; কিন্তু ইহার স্বামী তাহা করিতেছে না। অতএব যাহারা সৎকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়তই অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পাপসঞ্চয় করে, তাদৃশ দুরাচারগণের মৃত্যু হয় না কেন?। যে দৈবদোষে এই চেট ধার্ম্মিক হইয়াও দাস হইয়াছে, এবং তুমি অধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ হইয়াও প্রভু হইয়াছ। সে দৈবদোষে এই চেট তোমার সম্পত্তি ভোগ করিতে পাইতেছে না, এবং তোমাকেও ইহার আজ্ঞা বহন করিতে হইতেছে না।

শকার। (স্বগত) এই বৃদ্ধ শৃগাল অধর্ম্মভীরু; এবং এই দাস পরলোকভীরু; আমি রাজার শ্যালক, পুরুষ শ্রেষ্ঠ মনুষ্য; আমি কাহাকে ভয় করিব?। (প্রকাশে) অরে গর্ভ দাস! চেট! তুমি যাও, বনমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বিশ্রাম কর।

চেট। যে আজ্ঞা। (বসন্তসেনার নিকটে গিয়া) আর্য্যে! আমার এই পর্য্যন্ত ক্ষমতা। (এই বলিয়া বহির্গত হইল)

শকার। (কটিদেশ বন্ধনপূর্ব্বক) দাঁড়ালো বসন্তসেনে! দাঁড়া। আমি তোকে মারিব।

বিট। আঃ, তুমি আমার সম্মুখে মারিবে? (এই বলিয়া গলদেশে আঘাত করিল)।

শকার। (ভূতলে পতিত হইয়া) মহাশয়! আমাকে মারিলেন?। (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইল। (সচেতন হইয়া) আমি যাহাকে নিয়তই মাংস ও ঘৃত ভোজন করাইয়া হৃষ্টপুষ্ট করিয়াছি, সে আজ্ কাজের সময়ে আমার শত্রু হইল কেন?। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, উপায় স্থির করিয়াছি; এই বৃদ্ধ শৃগাল মস্তক চালনা করিয়া সংজ্ঞা দিয়াছে*; অতএব ইহাকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া বসন্তসেনাকে মারিব। (প্রকাশে) মহাশয়! আমি আপনকাকে বলিয়াছি যে আমি এতাদৃশ মহৎকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া অকার্য্য করিব?। তবে আমার মতানুযায়ী কর্ম্ম করাইবার নিমিত্তই এইরূপ ভয়প্রদর্শন করিতেছি।

বিট। কুলের উল্লেখে প্রয়োজন কি? স্বভাবই অসৎকার্য্যের হেতু। দেখ, কন্টকী বৃক্ষ সুক্ষেত্রে জন্মিলেও অতিশয় বিস্তৃত হইয়াই থাকে।

শকার। মহাশয়! বসন্তসেনা আপনকার সাক্ষাতে লজ্জা বশতঃ আমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেছে না; অতএব আপনি স্থানান্তরে গমন করুন; স্থাবরক চেটকে প্রহার করায় সে পলাইয়া যাইতেছে; অতএব তাহাকে ধরিয়া আনুন।

বিট। (স্বগত) বসন্তসেনা গর্ব্ব বশতঃ আমাদের সাক্ষাতে এই

* 'আঃ আমার সম্মুখে মারিবে?' বিট শিরশ্চালন পূর্ব্বক এই কথা বলায়, বিট এখানে থাকিলে মারিতে পারিব না, কিন্তু এখান হইতে গেলে অবশ্যই মারিতে পারিব, শকার এই রূপ বুঝিতে পারিয়াছিল।

মূর্খে অনুরক্ত হইতেছে না। অতএব এই স্থানকে নির্জ্জন করা উচিত, যেহেতু নির্জ্জন প্রদেশেই কামিদিগের প্রণয়রসের আস্বাদ হইয়া থাকে। (প্রকাশে) আচ্ছা, আমি যাই।

বসং। (বিটের বস্ত্রপ্রান্ত ধরিয়া) মহাশয়! আমি আপনকার আশ্রয় লইয়াছি।

বিট। বসন্তসেনে! ভয় নাই। অহে অনূঢ়াপুত্র! তোমার হস্তে বসন্তসেনাকে গচ্ছিত করিলাম।

শকার। আচ্ছা, বসন্তসেনা আমার হস্তে গচ্ছিত থাকুক।

বিট। সত্য?।

শকার। সত্য।

বিট। (কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া) অথবা আমি গমন করিলে এই নিষ্ঠুর ইহাকে বধ করিতে পারে; অতএব লুক্কায়িত হইয়া, পাপিষ্ঠ কি করে, দেখিব, (এই বলিয়া গুপ্তভাবে থাকিল)

শকার। এখন ইহাকে মারিব। অথবা এই ব্রাহ্মণ বৃদ্ধশৃগাল কপট ব্যবহারী, এ ব্যক্তি গুপ্তভাবে থাকিয়া শৃগালের ন্যায় দেখিলেও দেখিতে পারে। অতএব ইহাকে বঞ্চিত করিবার জন্য এইরূপ করিব। (এই বলিয়া পুষ্প চয়নপূর্ব্বক আপনাকে ভূষিত করিয়া) বালিকে! বালিকে! বসন্তসেনে! এদিকে আইস।

বিট। অয়ে! এব্যক্তি যথার্থই কামুক হইয়াছে; আমি সুখী হইলাম; এখন যাই। (এই বলিয়া প্রস্থান করিল)

শকার। আমি তোমাকে সুবর্ণ দিতেছি, প্রিয়বাক্য বলিতেছি, তোমার পদতলে মস্তক পাতিত করিতেছি?; হে শুদ্ধ দশনে! তথাপি তুমি এই দাসকে ভজনা করিতেছ না?; বুঝিলাম পুরুষগণের আশা সহসা পূর্ণ হয় না।

বসং। এ বিষয়ে সন্দেহ কি?। (অধোমুখী হইয়া) হে দুশ্চরিত্র! হে নিকৃষ্ট! হে নিরপরাধা স্ত্রীর বধাভিলাষিন্! তুমি ধনদানাদি দ্বারা আমার বৃথা লোভ জন্মাইতেছ। দেখ, অলিকুল মধুর সৌরভে সকলের মনোহর ও নির্ম্মল অবয়বে নয়ন প্রীতিকর কমল থাকিতে পুষ্পান্তরে গমন করে না। অপিচ সৎকুলোৎপন্ন ও সুশীল পুরুষ দরিদ্র হইলেও বারনারীদিগের তাঁহারই সেবা করা উচিত। যেহেতু গুণবান্ পুরুষের

প্রতি অনুরাগই বারাঙ্গনাদিগের অলঙ্কার। আমি পূর্ব্বে সহকার বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া এখন কি পলাশবৃক্ষ আশ্রয় করিব ?।

শকার। অলো দাসীর পুত্রি! তুই দরিদ্র চারুদত্তকে সহকার বৃক্ষ বলিলি, আমাকে পলাশ বৃক্ষ বলিলি, কিংশুকও বলিলি না। তুই আমাকে এইরূপে গালি দিতেছিস্? এবং এখনও সেই দরিদ্র চারুদত্ত-কেই স্মরণ করিতেছিস্ ?।

বসং। হৃদয়গত জনকে কেন না স্মরণ করিব?।

শকার! এখনই তোর হৃদয়গত পুরুষকে ও তোকে এককালেই মারিব; অতএব ওলো দরিদ্র-সার্থাবহ-পুরুষানুরাগিণি। দাঁড়া দাঁড়া।

বসং। আমার শ্রুতি সুখকর এই অক্ষর গুলি বল বল, আবার বল।

শকার। সেই দাসীর পুত্র দরিদ্র চারুদত্ত এখন তোকে রক্ষা করুক।

বসং। যদি তিনি আমাকে দেখিতে পান তাহা হইলে রক্ষা করিতে পারেন।

শকার। সে কি ইন্দ্র? বালির পুত্র মহেন্দ্র? বা রম্ভার পুত্র কালনেমি? কিংবা সুবন্ধু? অথবা রুদ্র? বা রাজা? কিংবা দ্রোণের পুত্র জটায়ু? বা চানক্য? অথবা ধূন্ধুমার? কিংবা ত্রিশঙ্কু? যে তোকে রক্ষা করিবে?।

অথবা ইহাঁরাও তোকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। ভারতযুগে চাণক্য যেরূপ সীতাকে বধ করিয়াছিলেন, এবং জটায়ু যেরূপ দ্রৌপদীকে বধ করিয়াছিল, সেইরূপ আমিও তোকে মারিব। (এই বলিয়া মারিতে উদ্যত হইল)

বসং। হা মাত! তুমি কোথায়? হা আর্য্য চারুদত্ত! এই ব্যক্তি অসম্পূর্ণ মনোরথ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে; অতএব ঊর্দ্ধে ক্রন্দন করিব। অথবা বসন্তসেনা ঊর্দ্ধে ক্রন্দন করিতেছে ইহা অতি লজ্জার বিষয়। আর্য্য চারুদত্তকেই প্রণাম।

শকার। এই গর্ভদাসী এখনও সেই পাপিষ্ঠের নাম উচ্চারণ করি-তেছ?। (এই বলিয়া গলদেশ টিপিয়া) তাহাকে স্মরণ কর্ গর্ভদাসি! স্মরণ কর্।

বসং। আর্য্য চারুদত্তকে প্রণাম।

শকার। মর গর্ভদাসি! মর। (এই বলিয়া গলদেশ টিপিয়া

প্রহার করিল, বসন্তসেনা ভূতলে পতিতা হইয়া মূর্চ্ছিতা ও স্পন্দহীনা হইল)।

শকার। (সহর্ষে) অশেষ দোষের আধার, অবিনয়ের আবাস ভূমি, খলস্বভাবা, এবং পূর্ব্বে সমাগত চারুদত্তের সহিত বিহারাভিলাষে মৃত্যুর বশীভূতা হইয়া এখানে সমাগতা, এই বসন্তসেনাকে বধ করিয়া আপন বাহুদ্বয়ের কি পরাক্রম প্রকাশ করিব?। যেহেতু আমার নিশ্বাস পাতেই মাতা বসন্তসেনা ভয়ে মৃত প্রায় হয়।

বসন্তসেনা যখন স্পন্দহীন হইয়া রহিয়াছে, তখন ভারতযুগে সীতার ন্যায় নিশ্চয়ই মরিয়াছে। আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু তুমি আমার প্রতি অনুরক্তা হও নাই, এজন্য রোষ বশতঃ আমি তোমাকে মারিয়াছি। এই উপবন জন শূন্য, এই হেতু তোমাকে পাশ দ্বারা উত্ত্রাসিত করিয়াছি। আমর সেই পিতা ও মাতা দ্রৌপদী বঞ্চিত হইলেন, যাঁহারা বসন্তসেনার বিনাশে প্রকাশিত পুত্রের এতাদৃশ সৌর্য্য দেখিতে পাইলেন না। সেই বৃদ্ধ শৃগাল বিট এখনই আসিবে; অতএব আমি এখান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যাই। (এই বলিয়া স্থানান্তরে গিয়া থাকিল।

বিট চেটের সহিত প্রবেশ করিয়া) আমি স্থাবরক চেটকে সান্ত্বনা করিয়াছি, এখন সেই অনূঢ়াপুত্রের নিকটে যাই। (পরিভ্রমণপূর্ব্বক দেখিয়া) অয়ে! পথের মধ্যেই পাদদ্বয়ে পতিত হইয়াছিল। এই পাপিষ্ঠই স্ত্রী বধ করিয়াছে। রে পাপিষ্ঠ! তুই এতাদৃশ অকার্য্য কেন করিলি?। তুই অতি পাপিষ্ঠ, তোর সংসর্গে এবং স্ত্রীবধ দর্শনে আমরাও অত্যন্ত পাপে পতিত হইলাম। বসন্তসেনার অদর্শনে আমার মন যে শঙ্কিত হইয়াছে, ইহাই যথার্থ দুর্নিমিত্ত। দেবতারাই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল করিবেন। (শকারের নিকটে গিয়া) অহে অনূঢ়াপুত্র! আমি নানা প্রকারে স্থাবরক চেটকে সান্ত্বনা করিয়াছি।

শকার। মহাশয়! মঙ্গল ত? হে পুত্র স্থাবরক চেট! তোমারও মঙ্গল ত?।

চেট। আজ্ঞা হাঁ।

বিট। আমার সেই গচ্ছিত বস্তু দাও।

শকার। কি প্রকার গচ্ছিত বস্তু?।

বিট। বসন্তসেনা।

শকার। সে গিয়াছে।

বিট। কখন্?

শকার। আপনকারই পশ্চাতে গিয়াছে।

বিট। (চিন্তাপূর্ব্বক তর্ক করিয়া) না, সে দিকে সে কখনই যায় নাই।

শকার। আপনি কোন্ দিকে গিয়াছিলেন?।

বিট। পূর্ব্বদিকে।

শকার। বসন্তসেনা দক্ষিণ দিকে গিয়াছে।

বিট। আমি দক্ষিণ দিকে গিয়াছিলাম।

শকার। সে উত্তর দিকে গিয়াছে।

বিট। তুমি পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধবাক্য বলিতেছ, আমার অন্তরাত্মা সন্দিহান হইতেছে।

শকার। আমি নিজের পদদ্বারা আপনকার মস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি, আমি বসন্তসেনাকে মারিয়াছি।

বিট। (বিষণ্ণ হইয়া) তুমি সত্যই মারিয়াছ?।

শকার। যদি আমার বাক্যে আপনকার বিশ্বাস না হয়, তবে রাজার শ্যালক সংস্থানকের এই প্রথম পরাক্রম দেখুন। (এই বলিয়া মৃত বসন্তসেনাকে দেখাইল)

বিট। হায়! মন্দভাগ্য আমি হত হইলাম। (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল)

শকার। হী হী (এইরূপ শব্দ করিয়া হাসিতে হাসিতে) বিটও মরিলেন।

চেট। মহাশয়! স্থির হউন। অবিবেচনা পূর্ব্বক শকট আনিয়া আমিই তাঁহাকে প্রথমে মারিয়াছি বলিতে হইবে।

বিট। (স্থির হইয়া করুণাপূর্ব্বক) বসন্তসেনে! ঔদার্য্য গুণরূপ সলিলবাহিনী নদী এদেশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দেশে গমন করিল। হা! নিজ সৌন্দর্য্য গুণে অলঙ্কারেরও শোভাসম্পাদিকে! হা ক্রীড়ারসের আধারভূতে! হা সৌজন্য গুণভূষিতে! হা মধুর হাসিনি! হা মাদৃশ জনগণের আশ্রয়দায়িনি! বসন্তসেনে! আজ তোমার বিনাশে সৌভাগ্য রূপ বিক্রেয় দ্রব্যের আধারভূত অনঙ্গদেবের বিপণি একবারে

নষ্ট হইল। (অশ্রুপাতপূর্ব্বক) হায়! কি কষ্ট!। অরে পাপাধম! তুই নগরের শ্রীস্বরূপা নিষ্পাপা বসন্তসেনাকে বধ করিয়া কি কর্ম্ম করিলি?। (স্বগত) এই পাপিষ্ঠ এই অকার্য্যটি আমার উপরে অর্পণ করিতেও পারে; অতএব এস্থান হইতে আমার যাওয়াই উচিত। (এই বলিয়া গমন করিতে লাগিল। শকার গিয়া ধরিল)।

বিট। পাপিষ্ঠ! আমাকে স্পর্শ করিস্ না, আর আমি তোর সম্পর্কেও থাকিব না, আমি চলিলাম।

শকার। মহাশয়! আপনিই বসন্তসেনাকে মারিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করিয়া কোথায় পলাইতেছেন? এখন আমাকে অসহায় করিতেছেন?।

বিট। অধঃপাতে যাও।

শকার। আমি আপনকাকে অপরিমিত ধন দিব; সুবর্ণ দিব এবং এক কাহন কড়ি দিব ও আপনকার ভরণপোষণ করিব। বসন্তসেনার বিনাশ জন্য অপরাধে আমার যে দণ্ড হইবে তাহা অপর মনুষ্যের হউক।

বিট। তোকে ধিক থাকুক, সেই দণ্ড তোরই হউক।

চেট। পাপ দূর হউক।

(শকার হাসিতে লাগিল)

বিট। তোর অপ্রীতি হউক, আর হাস্য করিতে হইবে না, নিন্দনীয় এবং সাধু জন বিগর্হিত এতাদৃশ তোর সন্তোষে ধিক থাকুক। তোর সহিত আর সম্পর্ক রাখিব না, আমি তোকে নির্গুণ ধনুর ন্যায় পরিত্যাগ করিলাম।

শকার। মহাশয়! প্রসন্ন হউন। আসুন, সরোবরে গিয়া জল-ক্রীড়া করি।

বিট। আমি স্বয়ং পতিত না হইলেও স্ত্রীবধজনিত-পাতিত্যা-দোষে দূষিত তোর সংসর্গে থাকিলে সকলে আমাকে পতিতের ন্যায় অনার্য্য মনে করিবে। তুই স্ত্রী হত্যা করিয়াছিস্, একারণ নাগরিক কামিনীগণ বিনাশ ভয়ে সঙ্কুচিত নেত্রে তোর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে; অতএব আমি তোর সমভিব্যাহারে যাইব না। বসন্তসেনে! তুমি জন্মান্তরে আর বেশ্যা হইও না। তুমি সাধু জন প্রশংসিত গুণ সম্পন্না হইয়া নিষ্কলঙ্ক কুলে জন্মগ্রহণ করিও।

শকার। আমার এই পুষ্পকরণ্ডক নামক জীর্ণোদ্যানে বসন্তসেনাকে বধ করিয়া তুমি কোথায় পলাইতেছ ?। এস, আমার ভগিনীপতির নিকটে গিয়া নালিশ করিব। (এই বলিয়া বিটকে ধরিল)

বিট। আঃ, মূর্খ ! দাঁড়া ত। (এই বলিয়া খড়্গ বাহির করিল)

শকার। ভয় বশতঃ কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া) অহে তুমি কি ভয় পাইয়াছ ?, তবে তুমি যাও।

বিট। (স্বগত) এখানে আর থাকা উচিত নহে। আচ্ছা, আর্য্য সর্ব্বিলক, চন্দনক প্রভৃতিরা যেখানে আছেন আমিও সেইখানে যাই। (এই বলিয়া বহির্গত হইল)।

শকার। মৃত্যুর মুখে যাও। অরে স্থাবরক পুত্র ! আমি কিরূপ কর্ম্ম করিয়াছি ?।

চেট। মহাশয় ! আপনি অত্যন্ত কুকর্ম্ম করিয়াছেন।

শকার। অরে চেট ! কি বলিতেছিস্ ? কুকর্ম্ম করিয়াছি ?। আচ্ছা, এইরূপ হউক। (নিজ শরীর হইতে নানাবিধ অলঙ্কার লইয়া) তুমি এই অলঙ্কার লও, আমি দিলাম, আমি যতক্ষণ ধারণ করিতেছি, ততক্ষণ তুমি ধারণ কর, আমার এই ইচ্ছা।

চেট। ইহা আপনকার শরীরেই শোভা পাইতেছে, অলঙ্কারে আমার প্রয়োজন নাই।

শকার। তবে তুমি আমার এই গোরু লইয়া যাও, এবং আমি যে পর্য্যন্ত না যাই, সে পর্য্যন্ত তুমি প্রাসাদের উপরিভাগে উঠিবার পথে গিয়া থাক।

চেট। যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া বহির্গত হইল)

শকার। বিট আত্ম রক্ষার্থে পলায়ন করিলেন। স্থাবরক চেটকেও প্রাসাদের উপরিভাগে যাইবার পথে শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া রাখিব। এই-রূপ হইলে আমার মন্ত্রণা রক্ষা পাইবে। এখন আমি যাই। অথবা একবার দেখি, বসন্তসেনা নিশ্চয়ই মরিয়াছে ? কি আরও মারিতে হইবে ?। (তাহাকে দেখিয়া) এই যে নিশ্চয়ই মরিয়াছে। এখন আমার এই উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা ইহাকে আচ্ছাদিত করি। অথবা উত্তরীয় দ্বারা আচ্ছাদিত করিব না; যেহেতু ইহাতে আমার নাম অঙ্কিত রহিয়াছে, কোনও বিজ্ঞ পুরুষ দেখিলেই জানিতে পারিবে। বায়ু-

সঞ্চারে একত্র রাশীভূত এই শুষ্ক পত্র সমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত করি। (তাহাই করিয়া চিন্তাপূর্ব্বক) আচ্ছা, এইরূপ ত হইল, এখন বিচারা-লয়ে গিয়া এই বলিয়া অভিযোগ করিব যে দরিদ্র সার্থবাহ চারুদত্ত অর্থের লোভে বসন্তসেনাকে আমার পুষ্পকরণ্ডক নামক জীর্ণোদ্যানে লইয়া গিয়া বিনাশ করিয়াছে। এই বিশুদ্ধ নগরীতে পশুর ন্যায় চারুদত্তের বিনাশের জন্য এই নুতন প্রকার কপট ব্যবহার করিব। এখন যাই। (এই বলিয়া বহির্গত হইয়া দেখিয়া সভয়ে) কি আশ্চর্য্য! আমি যে যে পথে যাইতেছি, সেই সেই পথে এই দুষ্ট সন্ন্যাসী সজল রক্ত বস্ত্র হস্তে করিয়া আসিতেছে। আমি ইহার নাসিকা চ্ছেদন করিয়া ভার বহন করাইয়াছি, এজন্য এ ব্যক্তি আমার শত্রু হইয়াছে; সুতরাং এ আমাকে দেখিতে পাইলে এই শকারই বসন্ত-সেনাকে মারিয়াছে বলিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিবে। অতএব কোন্ পথে যাই?। (দেখিয়া) আচ্ছা, অর্দ্ধপতিত এই প্রাচীর খণ্ড উল্লঙ্ঘন করিয়া গমন করি। আমি হনূমানের ন্যায় ত্বরান্বিত হইয়া কখন গগন-মণ্ডলে, কখন ভূতলে, কখন পাতালে ও কখন মহেন্দ্র পর্ব্বতের উপরি-ভাগে গমন করিয়া লঙ্কা পুরীতে যাইব। (এই বলিয়া বহির্গত হইল)।

(বস্ত্রের আবরণ ব্যতিরেকে সংবাহক নামক ভিক্ষু প্রবেশ করিয়া)

আমি এই বস্ত্রখণ্ড ধৌত করিয়াছি, এখন কি ইহা বৃক্ষের শাখায় বাঁন্ধিয়া শুষ্ক করিব? না, যেহেতু বানরগণ বৃক্ষে রহিয়াছে, এখনই ছিঁড়িয়া দিবে। কিংবা ভূমিতে প্রসারিত করিয়া শুষ্ক করিব? তাহা হইলে ইহাতে ধূলি লাগিবে। তবে কোথায় শুষ্ক করি?। (দেখিয়া) আচ্ছা, বায়ু সঞ্চারে রাশীভূত এই শুষ্ক পত্রসমূহের উপরি প্রসারিত করি। (তাহাইকরিয়া) বুদ্ধদেবকে প্রণাম। (এই বলিয়া বসিল)। এখন ধর্ম্ম প্রতিপাদক কয়েকটি অক্ষর পাঠ করি। যে ব্যক্তি পঞ্চ জনকে মারিয়াছে। (ইত্যাদি পূর্ব্বপঠিত শ্লোক পাঠ করিল)। অথবা আমি যে পর্য্যন্ত বুদ্ধদেবের উপাসিকা সেই বসন্তসেনার প্রত্যুপকার করিতে না পারি, সে পর্য্যন্ত স্বর্গসুখের প্রয়োজন নাই। সেই বসন্তসেনা যে অবধি দশ সুবর্ণমুদ্রা দিয়া দ্যূতকরের হস্ত হইতে আমাকে মুক্ত করিয়াছেন, সেই অবধি আমি তাঁহার ক্রীত দাসের ন্যায় বাধ্য হইয়া রহিয়াছি। (দেখিয়া) এই শুষ্ক পত্র রাশির অভ্যন্তরে কি নড়িতেছে?।

অথবা বোধ হয় বায়ু ও আতপতাপে পরিশুষ্ক এই পত্ররাশি আমার বস্ত্রখণ্ড হইতে নির্গলিত জল সম্পর্কে আর্দ্র হইয়া পক্ষবিস্তারকারী পক্ষীর ন্যায় স্বয়ং স্ফূর্ত্তি পাইতেছে।

(বসন্তসেনা সংজ্ঞা লাভ করিয়া একটি হস্ত দেখাইতে লাগিল)

ভিক্ষু। হায়! হায়! নির্ম্মল অলঙ্কারে ভূষিত স্ত্রীলোকের হস্ত নির্গত হইতেছে! একে কি?। এই যে আর একটি হস্তও নির্গত হইল!। (বহুক্ষণ দেখিয়া) এই হস্ত পূর্ব্ব দৃষ্টের ন্যায় বোধ হইতেছে। অথবা বিচারের প্রয়োজন নাই, যে হস্ত পূর্ব্বে আমাকে অভয় প্রদান করিয়াছিল, ইহা সত্যই সেই হস্ত। আচ্ছা, বিশেষ রূপে দেখি। (এই বলিয়া পত্র সকল সরাইয়া, দেখিয়া এবং নিশ্চয় জানিয়া) হায়! ইনি সেই বুদ্ধদেবের উপাসিকা বসন্তসেনা।

(বসন্তসেনা জল প্রার্থনা করিল)

ভিক্ষু। এই যে জল চাহিতেছেন! দীর্ঘিকাও দূরে, এখন কি করি?। আচ্ছা, এই বস্ত্রখণ্ড ইহাঁর মুখে নিষ্পীড়ন করিয়া জল দিই। (এই বলিয়া তাহাই করিল)।

(বসন্তসেনা বল পাইয়া উঠিয়া বসিল। ভিক্ষু বস্ত্র দ্বারা তাহার শরীরে বায়ু চালন করিতে লাগিল)।

বসং। আর্য্য! তুমি কে?।

ভিক্ষু। বুদ্ধদেবের উপাসিকে বসন্তসেনে! তুমি কি আমাকে স্মরণ করিতে পারিতেছ না? আমি সেই দশ সুবর্ণ মুদ্রা দ্বারা ক্রীত হইয়াছি।

বসং। হাঁ, স্মরণ হইতেছে বটে, কিন্তু আপনি যেরূপ বলিতেছেন, সে রূপে স্মরণ হইতেছে না, বরং তাহা অপেক্ষা আমার মৃত্যুও ভাল।

ভিক্ষু। বুদ্ধোপাসিকে! এ কি?

বসং। (দুঃখ পূর্ব্বক) বেশ্যা বৃত্তিতে যাহা ঘটিয়া থাকে।

ভিক্ষু। বুদ্ধোপাসিকে! এই বৃক্ষের সমীপজাত লতা অবলম্বন করিয়া উঠুন, । (এই বলিয়া লতাকে অবনত করিল, বসন্তসেনা তাহা ধরিয়া উঠিল)।

ভিক্ষু। এই বুদ্ধদেবের মন্দিরে আমার ধর্ম্মভগিনী আছেন, তথায় কিছুকাল থাকিয়া সুস্থমনা হইরা আপন গৃহে যাইবেন ; অতএব মন্দ

মন্দ গমনে গমন করুন। (এই বলিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। দেখিয়া) আর্য্যগণ! পথ হইতে অপসৃত হউন অপসৃত হউন। যেহেতু এই যুবতী স্ত্রী, এবং এই ভিক্ষু যাইতেছে; আমার এইরূপ বিশুদ্ধ ধর্ম্ম।

যে মনুষ্য হস্ত, মুখ ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়াছেন, সেই মনুষ্যই মনুষ্য। তাঁহাকে রাজকুলেও যাইতে হয় না এবং পরলোককেও ভয় করিতে হয় না। (এই বলিয়া সকলে নির্গত হইল)

(বসন্তসেনা মোচন নামক অষ্টম অঙ্ক সমাপ্ত)

নবম অঙ্ক।

(তাহার পর শোধনকের প্রবেশ)।

শোধ। প্রাড্‌বিবাক* প্রভৃতি বিচারকগণ আমাকে আজ্ঞা দিয়াছেন, যে অরে শোধনক! বিচারালয়ে গিয়া সম্মার্জনপূর্ব্বক আসন পাতিয়া বিচারালয়কে সজ্জিত কর; অতএব আমি তাহাই করিবার নিমিত্ত তথায় যাই। (ইতস্ততঃ পরিক্রমণ পূর্ব্বক দেখিয়া)। এই বিচারালয়, ইহাতে প্রবেশ করি। (প্রবেশ পূর্ব্বক পরিষ্কার করিয়া আসন পাতিয়া) বিচারালয় পরিষ্কার করিলাম এবং আসনও পাতিলাম; এখন গিয়া বিচারপতিদিগকে জানাই। (এই বলিয়া পরিক্রমণপূর্ব্বক দেখিয়া) এই যে রাজার শ্যালক দুষ্ট ও দুর্জন মনুষ্য এই দিকেই আসিতেছে; অতএব উহার দৃষ্টি পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাইব। (এই বলিয়া একপার্শ্বে লুক্কায়িত হইয়া রহিল)।

(তাহার পর উজ্জ্বল বেশে শকারের প্রবেশ)

শকার। আমি উদ্যানে উপবনে ও কাননে থাকিয়া, সলিলে জলে ও পানীয়ে স্নান করিয়া, নারীযুবতি ও স্ত্রীদিগের সহিত গন্ধর্ব্বের ন্যায় সুশোভিত শরীর হইয়াছি। আমার কেশ পাশ কখন বদ্ধ, কখন

* রাজপ্রতিনিধি।

জটা, কখন চঞ্চল চূর্ণকুন্তল, কখন লম্বমান, এবং কখন ঊর্দ্ধভাগে বদ্ধ হইয়া চূড়া সদৃশ হয়। আমি রাজার শ্যালক; সুতরাং আমি নানাবিধ বেশ ধারণ করি।

অপিচ বিষ গ্রন্থির মধ্যে প্রবিষ্ট কীটের ন্যায় ছিদ্র অন্বেষণ করিতে করিতে মহৎ ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন বসন্তসেনার হত্যা কাণ্ডটি কাহার উপরে নিক্ষেপ করি?। (স্মরণ করিয়া) হাঁ মনে হইয়াছে, সেই দরিদ্র চারুদত্তের উপরেই এই কাণ্ডটি ফেলিব। যেহেতু সে দরিদ্র; সুতরাং এতদ্বিষয়ক সমুদায়ই তাহার উপর সম্ভবিতে পারে। আচ্ছা, বিচারালয়ে গিয়া অগ্রে এইরূপ অভিযোগ লেখাইব, যে চারুদত্ত বসন্তসেনার গল দেশ টিপিয়া বধ করিয়াছে; অতএব বিচারালয়েই যাই। (ইতস্ততঃ পরিক্রমণ পূর্ব্বক তথায় গিয়া দেখিয়া) এই যে আসন সকল পাতিত হইয়াছে; অতএব বিচারকগণ এখনই আসিবে, তাহাদের প্রতীক্ষায় এই দূর্ব্বাপূর্ণ অঙ্গন ভূমিতে বসিয়া থাকি। (এই বলিয়া সেই স্থানে বসিল)।

শোধনক। (অন্য দিকে গিয়া সম্মুখে দেখিয়া) এই যে বিচারকগণ আসিতেছেন: অতএব ইহাঁদিগের নিকটে যাই। (এই বলিয়া চলিল)।

(তাহার পর শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ প্রভৃতির সহিত অধিকরণিকের * প্রবেশ। Judge

অধিকরণিক। ভো ভো শ্রেষ্ঠিন্! ও কায়স্থ!

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। আজ্ঞা করুন।

অধিকরণিক। অহো! বিচারকার্য্য কি ভয়ঙ্কর। দেখ, অভিযোগের বিচারকালে বাদী, প্রতিবাদী ও সাক্ষী প্রভৃতির বাক্যের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হয়; সুতরাং বুদ্ধি কৌশলে তাহাদের মনোগত অভিপ্রায়

* লোক রঞ্জন ও স্বর্ণাদি পরীক্ষার নিমিত্ত শ্রেষ্ঠী অর্থাৎ বণিক্ এবং লিখন কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত কায়স্থ নিয়োগের প্রথা পূর্ব্ব কালে ছিল। বিচারালয়ের নাম অধিকরণ, তাহাতে বসিয়া যিনি বিচার করেন তাঁহাকে অধিকরণিক বলিয়া থাকে।

গ্রহণ করা বিচারকের পক্ষে বড় কঠিন। যেহেতু বাদী প্রভৃতিরা যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করে, তাহা প্রায়ই ন্যায় বিরুদ্ধ এবং মিথ্যাদি দোষে প্রায়ই আচ্ছন্ন। তাহারা বিষয়াভিলাষ ও হিংসাদি দোষের পরবশ হইয়া আপন আপন মতের সমর্থন করিবার জন্য বিচারালয়ে স্বীয় স্বীয় দোষ কখনই প্রকাশ করে না। প্রত্যুত রাজপক্ষীয় অমাত্যাদির বুদ্ধি বৈকল্যে এবং বাদী প্রতিবাদী পক্ষীয় লোকদিগের কপটবাক্যে যে সকল দোষ উৎপন্ন হয়, রাজা তাহা ধরিতে না পারিলে তিনিই সেই দোষে দূষিত হয়েন। অতএব বিচারকারী রাজার প্রশংসা হওয়া দূরে থাকুক, যৎসামান্য কারণেই অপবাদ হইয়া থাকে।

অপিচ। লোকেরা ক্রোধান্ধ হইলে ন্যায় মার্গ ভ্রষ্ট হইয়া পরস্পরের দুশ্চরিত্র অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া বিচারালয়ে প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু আপন আপন দোষ কখনই প্রকাশ করে না। যাহারা স্বয়ং সাধু হইয়াও স্বপক্ষ ও বিপক্ষের দোষে দূষিত হইয়া পাপ কর্ম্ম করে, তাহারা নিশ্চয়ই ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। সুতরাং বিচার কার্য্যে বিচার কর্ত্তার প্রশংসা না হইয়া বরং হটাৎ নিন্দাই হইয়া থাকে।

অধিকরণিক ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও দেশাচারের অভিজ্ঞ হইবেন, অর্থী প্রত্যর্থী প্রভৃতির কপটতার আবিষ্কারে নিপুণ হইবেন, মিষ্টভাষী ও ক্রোধশূন্য হইবেন। মিত্র, অমিত্র এবং আত্মীয় জনগণের প্রতি সমদর্শী হইবেন। বাদী প্রতিবাদীদিগের বিরোধীয় বিষয়ের বিচার করিয়াই উত্তর দিবেন, অর্থাৎ লজ্জা ভয়াদি বশতঃ জয় পরাজয় বলিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিবেন না। দুর্ব্বল ও শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমন করিবেন, ধর্ম্ম্য কর্ম্মে অনুরক্ত হইবেন। বিবাদ বিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয়ে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিবেন। এবং সত্য বাক্যে রাজার কোপ নিবারণে যত্নবান হইবেন।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। আপনকারও গুণে দোষ আছে একথা বলিতেছেন; যদি ইহাই হয়, তবে চন্দ্রের আলোকেও অন্ধকার আছে এ কথাও বলা যাইতে পারে।

অধিকরণিক। অহে শোধনক! বিচারালয়ের পথ প্রদর্শন কর।

শোধনক। আসুন্ আসুন্ মহাশয়! আসুন্। (এই বলিয়া গমন করিয়া) এই অধিকরণ মণ্ডপ, মহাশয়! প্রবেশ করুন। (এই বলিয়া সকলেই প্রবেশ করিল)।

অধিকরণিক। শোধনক! বাহিরে গিয়া দেখ, কার্য্যার্থী কে কে আছে।

শোধনক। যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া বাহিরে গিয়া) আর্য্য অধি-করণিক বলিতেছেন, এখানে কার্য্যার্থী কে কে আছেন?

শকার। (সহর্ষে) তবে অধিকরণিক আসিয়াছে, (সগর্ব্বে চলিয়া) আমি প্রবল পুরুষ মনুষ্য বাসুদেব রাজার শ্যালক, আমিই কার্য্যার্থী।

শোধনক। (ব্যস্ত হইয়া) আঃ! প্রথমেই রাজার শ্যালক কার্য্যার্থী! আচ্ছা, মহাশয়! ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন, আমি অধিকরণিকের নিকট গিয়া জানাই। (তথায় গিয়া) মহাশয়! রাজার শ্যালক কার্য্যার্থী হইয়া উপস্থিত আছেন।

অধিকরণিক। আঃ প্রথমেই রাজার শ্যালক অর্থী! সূর্য্যোদয় কালে গ্রহণের ন্যায় ইহা মহাপুরুষের নিপাত সূচক হইতেছে। শোধনক! সে আসিলে অদ্য বিচারালয়ে বড় গোলমাল হইবে; অতএব তুমি গিয়া বল, যে অদ্য তোমার কার্য্য দেখিবেন না।

শোধনক। যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া বাহিরে শকারের নিকটে গিয়া) মহাশয়! অধিকরণিক বলিতেছেন, যে আজ্ তুমি যাও, তোমার কার্য্য আজ্ দেখিব না।

শকার। (সক্রোধে) কি? আমার কার্য্য দেখিবেন না?। যদি না দেখেন, তবে আমার ভগিনীপতি রাজা পালককে এবং আমার ভগিনীকে জানাইয়া এই অধিকরণিককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর এক-জনকে নিযুক্ত করাইব। (এই বলিয়া যাইতে লাগিল)।

শোধনক। আর্য্য! ক্ষণকাল থাকুন, একথা অধিকরণিকের নিকট জানাই। (অধিকরণিকের নিকটে গিয়া) সেই রাজার শ্যালক কুপিত হইয়া এই বলিতেছেন। (এই বলিয়া তাহার কথা বলিল)

অধিকরণিক। সেই মূর্খ সকলই করিতে পারে। শোধনক! তুমি গিয়া বল, যে তুমি আইস, তোমার কার্য্য দেখিবেন।

শকার। প্রথমে বলিলেন, দেখিব না, এখন বলিতেছেন দেখিব; অতএব বোধ হইতেছে অধিকরণিক ভয় পাইয়াছেন; আমি যাহা বলিব তাহাই বিশ্বাস যোগ্য করাইব। এখন অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। (প্রবেশ পূর্ব্বক নিকটে গিয়া) আমাদের উত্তম সুখ, তোমাদিগকেও সুখ দিব, নাই বা দিব।

অধিকরণিক। (স্বগত) অহো! এই কার্য্যার্থীর কি বুদ্ধির স্থিরতা! (প্রকাশপূর্ব্বক) এই স্থানে উপবেশন করুন।

শকার। এই স্থান ত আমারই; অতএব যেস্থানে আমার ইচ্ছা সেই স্থানেই বসিব। (শ্রেষ্ঠীর নিকটে গিয়া) এই স্থানে বসিলাম। (শোধনকের নিকটে গিয়া) এই স্থানে বসিলাম। (অধিকরণিকের মস্তকে হস্ত দিয়া) এই বসিলাম। (এই বলিয়া ভূমিতে বসিল)।

অধিকরণিক। আপনিই কার্য্যার্থী?।

শকার। হাঁ, আমিই কার্য্যার্থী।

অধিকরণিক। কি কার্য্য? বলুন।

শকার। কার্য্যটি আপনকার কর্ণে বলিব। পত্রপুট সদৃশ ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমার পিতা রাজার শ্বশুর, এবং রাজা আমার পিতার জামাতা। আমি রাজার শ্যালক এবং রাজাও আমার ভগিনীপতি হয়েন।

অধিকরণিক। হাঁ, আমি সমুদায়ই জানি: আপন কুলের পরিচয় দিবার প্রয়োজন কি? স্বভাবই সাধুতা ও অসাধুতার কারণ। দেখুন, কন্টকী তরু উর্ব্বর ক্ষেত্রে জন্মিলেও অধিক কন্টকময় ও বিশাল হইয়া থাকে। এখন আপন কার্য্য বলুন।

শকার। এই বলিতেছি, যে আমি অপরাধ করিলেও তুমি কিছুই করিতে পারিবে না। অনন্তর সেই ভগিনীপতি রাজা পরিতুষ্ট হইয়া আমার ক্রীড়ার জন্য সকল উদ্যান শ্রেষ্ঠ পুষ্পকরণ্ডক নামক জীর্ণোদ্যান আমাকে দিয়াছেন। আমি সেই উদ্যান দেখিতে এবং শুষ্ক, পরিষ্কৃত, পরিপুষ্ট ও শাখাদি ছিন্ন করাইতে প্রতিদিন তথায় গিয়া থাকি। দৈবযোগে দেখি অথবা দেখি নাই, এক মৃত স্ত্রীলোকের কলেবর পড়িয়া রহিয়াছে।

অধিকরণিক। সে স্ত্রীলোকটি কে? তুমি কি জান?।

শকার। অহে অধিকরণিক! তাহাকে কেন না জানিব, সেই স্ত্রী সৌন্দর্য্যাতিশয়ে এই নগরের ভূষণ স্বরূপ এবং শত শত স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত। কোনও পাপাধম যৎকিঞ্চিৎ অর্থের লোভে সেই বসন্তসেনাকে নির্জন পুষ্পকরণ্ডক নামক জীর্ণোদ্যানে লইয়া গিয়া বাহুপাশে গলদেশ বদ্ধ করিয়া মারিয়াছে, কিন্তু আমি মারি নাই। (এই বলিয়াই আপন মুখ হস্ত দ্বারা আবৃত করিল)।

অধিকরণিক। অহো! নগররক্ষীদিগের কি অনবধানতা!। ভো শ্রেষ্ঠিন্! ও কায়স্থ! "কিন্তু আমি মারি নাই" এইটি বিচার্য্য বিষয়, ইহা তোমরা প্রথমে লিখিয়া রাখ।

কায়স্থ। যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া লিখিয়া) মহাশয়! লিখিলাম।

শকার। (স্বগত) হায়! ত্বরাপূর্ব্বক উষ্ণ পায়সান্ন ভোজীর ন্যায় আমি ব্যস্ত হইয়া বলিতে গিয়া অদ্য আপনাকেই বিনাশিত করিলাম!। আচ্ছা, এইরূপ বলিব। (প্রকাশে) অহে অধিকরণিক! আমি দেখিয়াছি এইরূপ বলিতেছি, তোমরা গোল্‌মাল্ কর কেন?। (এই বলিয়া পদদ্বারা সেই লিখনটি মুছিয়া দিল)

অধিকরণিক। তুমি কি রূপে জানিয়াছ? যে অর্থের নিমিত্ত এবং বাহুপাশ দ্বারা মারিয়াছে?

শকার। অহে! গ্রীবা স্ফীত এবং গ্রীবা প্রভৃতি অবয়ব সকল অলঙ্কার শূন্য দেখিয়া তাহাই অনুমান করিতেছি।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। ইহা হইলেও হইতে পারে।

শকার। (স্বগত) ভাগ্যবশতঃ এতক্ষণে প্রত্যুজ্জীবিত হইলাম।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। মহাশয়! কোন্ ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া এ বিষয়ের বিচার কর্ত্তব্য?।

অধিকরণিক। এতাদৃশ স্থলে ব্যবহার দুই প্রকার।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। কি কি প্রকার?।

অধিকরণিক। বাক্যানুসারী ও অর্থানুসারী। বাক্যানুসারী ব্যবহার বাদীও প্রতিবাদীদিগের বাক্য দ্বারা এবং অর্থানুসারী ব্যবহার অধিকরণিকদিগের বুদ্ধি দ্বারা বিচার্য্য।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। তবে এ বিষয়ে বসন্তসেনার মাতাকে আনয়ন করা কর্ত্তব্য

অধিকরণিক। তাহাই হউক। শোধনক! তুমি বসন্তসেনার মাতাকে শান্তভাবে আনয়ন কর।

শোধনক। যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া বহির্গত হইয়া বসন্তসেনার বৃদ্ধা মাতার সহিত প্রবেশপূর্ব্বক) আর্য্যে! আসুন্ আসুন্।

বৃদ্ধা। আমার কন্যা বসন্তসেনা যৌবন সুখ সম্ভোগার্থে মিত্রের গৃহে গিয়াছেন। এদিকে এই দীর্ঘায়ু শোধনক বলিতেছে যে আসুন্ অধিকরণিক আপনকাকে আহ্বান করিতেছেন; অতএব আমার আত্মা মোহে পরবশ এবং হৃদয় কম্পিত হইতেছে। বৎস! বিচারালয়ের পথ প্রদর্শন কর।

শোধনক। আর্য্যে! আসুন আসুন।

(এই বলিয়া উভয়ে পরিক্রমণ করিতে লাগিল)।

শোধনক। আর্য্যে! এই বিচারালয়, আপনি প্রবেশ করুন। (উভয়ে প্রবেশ করিতে লাগিল)।

বৃদ্ধা। (অধিকরণিকের নিকটে গিয়া) আপনকারদের মঙ্গল হউক।

অধিকরণিক। ভদ্রে! ভাল আছেন ত? এই স্থানে বসুন।

বৃদ্ধা। হাঁ ভাল আছি। (এই বলিয়া বসিল)।

শকার। (আক্ষেপ পূর্ব্বক) আসিয়াছ? বৃদ্ধ কুট্টনি! আসিয়াছ?।

অধিকরণিক। অয়ে! তুমিই কি বসন্তসেনার মাতা?।

বৃদ্ধা। আজ্ঞা হঁা।

অধিকরণিক। অধুনা বসন্তসেনা কোথায়?।

বৃদ্ধা। মিত্রের গৃহে।

অধিকরণিক। তাহার মিত্রের নাম কি?।

বৃদ্ধা। (স্বগত) হায় হায়! একথা সাতিশয় লজ্জাজনক। (প্রকাশ পূর্ব্বক) একথা অন্যে জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়, বিচার পতির জিজ্ঞাসায় লজ্জা হয়।

অধিকরণিক। ব্যবহারই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে; অতএব লজ্জার প্রয়োজন নাই।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। ব্যবহার জিজ্ঞাসা করিতেছে, বলিতে দোষ নাই; অতএব আপনি বলুন।

বৃদ্ধা। কি! ব্যবহার জিজ্ঞাসা করিতেছে? ; যদি এরূপ হয়, তবে শ্রবণ করুন। সার্থবাহ বিনয়দত্তের পৌত্র এবং সাগর দত্তের পুত্র শুভ-নামা আর্য্য চারুদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ বণিকুপল্লীতে বাস করেন, আমার কন্যা তাঁহার নিকটে গিয়া যৌবনসুখ অনুভব করিতেছেন।

শকার। আপনারা শুনিলেন ত? ; এই কথা গুলি লিখিয়া রাখুন; চারুদত্তের সহিত আমার বিবাদ আছে।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। চারুদত্ত বসন্তসেনার মিত্র, ইহাতে তাঁহার দোষ কি?

অধিকরণিক। এই ব্যবহার চারুদত্তের অপেক্ষা করিতেছে।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। হাঁ মহাশয়।

অধিকরণিক। ধনদত্ত!* বসন্তসেনা আর্য্য চারুদত্তের গৃহে গিয়াছেন, ইহা লিখিয়া রাখ; এইটী বিবাদের প্রথম ভাগ হইল। আমরা আর্য্য চারুদত্তকে কি বলিয়া আহ্বান করিব!। অথবা ব্যবহারই তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে, ভাবিলে কি হইবে। শোধনক! তুমি আর্য্য চারুদত্তের নিকটে গিয়া প্রসঙ্গ ক্রমে, অধিকরণিক আপনকাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এই বলিয়া বিনয় বাক্যে সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে আহ্বান করিবে এবং যাহাতে তিনি উদ্বিগ্ন না হন ও মন্দ মন্দ গমনে প্রসন্নমনে আইসেন তাহা করিবে।

শোধনক। যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া বহির্গত হইয়া, চারুদত্তের সহিত পুনর্ব্বার প্রবেশ করিয়া) আর্য্য! আসুন আসুন।

চারুদত্ত। (চিন্তা করিয়া) অধিকরণিক আমাকে সুশীল ও সৎকুলোৎ-পন্ন বলিয়া জানেন। তথাপি তিনি যে আহ্বান করিতেছেন, ইহাতে আমার দারিদ্র্যাবস্থা দেখিয়া কোন বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ জন্মিয়াছে, এরূপ নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে। (তর্ক বিতর্ক করিয়া স্বগত) মহাত্মা আর্য্যক বন্ধনালয় হইতে পলায়ন করিয়া পথি মধ্যে উপস্থিত হইলে, আমিই তাঁহাকে আপন শকট দ্বারা নগর হইতে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছি, ইহা কি সকলে জানিতে পারিয়াছে?। অথবা এই বিষয় চার দ্বারা রাজা পালকের কর্ণগোচর হইয়াছে? ; যেহেতু আমি অভিযোগে

* কায়স্থের নাম।

আক্রান্ত প্রত্যর্থীর ন্যায় যাইতেছি। অথবা বিচারের প্রয়োজন কি? বিচার গৃহেই প্রবেশ করি। ভদ্র শোধনক! বিচার গৃহের পথ প্রদর্শন কর।

শোধনক। আসুন আসুন মহাশয়। (এই বলিয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিল)।

চারুদত্ত। (শঙ্কিত হইয়া) এ সকল কি হইতে লাগিল!, এই কাক কর্কশস্বরে শব্দ করিতেছে। অমাত্য ভৃত্যগণ বারংবার আহ্বান করিতেছে। এবং বাম চক্ষুও অকস্মাৎ স্পন্দিত হইতেছে। এই সকল দুর্নিমিত্ত দর্শনে আমার অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইতেছে।*

শোধনক। আসুন মহাশয়! ঈশ্বর গমনে আসুন।

চারুদত্ত। (পরিক্রমণ করিতে করিতে অগ্র ভাগে দেখিয়া) এই কাক শুষ্ক বৃক্ষের উপরি ভাগে বসিয়া সূর্য্যাভিমুখে শব্দ করায় এবং বাম চক্ষুর স্পন্দন হওয়ায় নিশ্চয়ই ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হইবে, জানিতেছি।†।

(অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) অয়ে! এই যে সর্প!। অতি নীলবর্ণ, এবং শুক্লবর্ণ দন্তচতুষ্টয় বিশিষ্ট ও আমার মার্গ রোধ পূর্ব্বক অবস্থিত এই ভুজগপতি রোষবশতঃ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিহ্বাদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক গর্জন করিতে করিতে আমার অভিমুখেই আসিতেছে ‡।

---

* কাকের কর্কশ শব্দের ও পুরুষের বাম চক্ষু স্ফুরণের ফল বৃহৎ সংহিতায় উক্ত আছে। যথা, কাক তরু কোটরে বসিয়া কর্কশ শব্দ করিলে মহা ভয় উপস্থিত হয়। পুরুষের দক্ষিণ অঙ্গের স্পন্দন প্রশস্ত, বাম অঙ্গের, পৃষ্ঠ দেশের, এবং বক্ষ স্থলের স্পন্দন অমঙ্গলসূচক হয়।

† কাক শুষ্ক বৃক্ষে বসিয়া সূর্য্যাভিমুখে শব্দ করিলে কলহ, রাজভয় প্রভৃতি উপস্থিত হয়, ইহা বৃহৎ সংহিতায় উক্ত আছে। যথা, কাক ভগ্নাগ্র বৃক্ষে বসিয়া শব্দ করিলে অঙ্গচ্ছেদ, ও শুষ্ক বৃক্ষে বসিয়া শব্দ করিলে কলহ হয়। অগ্রভাগে বা পশ্চাদ্ভাগে গোময় রাশির উপরে বসিয়া শব্দ করিলে ধনলাভ হয়। এবং গৃহের উপরি ভাগে থাকিয়া পূর্ব্বাদি দিকে অথবা সূর্য্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া শব্দ করিলে গৃহস্থের রাজভয়, চৌরভয়, বন্ধন, বিবাদ এবং পশুভয় উপস্থিত হয়।

‡ সর্প গমন কর্ত্তার অভিমুখে আসিলে শত্রুভয়, বন্ধন, বধ প্রভৃতি অনিষ্ট উপস্থিত হয়। গমন কালে অকস্মাৎ আপন পদের স্খলন, রথাদি যানের পতন কিংবা অঙ্গ ভঙ্গ, অশ্বাদি বাহনের পলায়ন, দ্বারদেশে আঘাত, ও শস্ত্রপাত হইলে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, ইহা বসন্ত রাজ শকুন গ্রন্থে উক্ত আছে।

পথ কর্দ্দমাদি দ্বারা পিচ্ছিল নহে, তথাপি আমার পাদ স্খলন হইতেছে। আমার বাম চক্ষু স্ফুরিত ও বাম বাহু কম্পিত হইতেছে। এবং সম্মুখবর্ত্তী দুর্নিমিত্ত সূচক অপর গৃধ্র বারংবার বিকট শব্দ করিতেছে। এই সকল দুর্নিমিত্ত দর্শনে আমার নিশ্চয়ই ঘোরতর বিপদ্ বা মৃত্যু উপস্থিত হইবে, বোধ হইতেছে। দেবতারাই সর্ব্বতো-ভাবে মঙ্গল করিবেন।

শোধনক। মহাশয়! আসুন আসুন, এই বিচারালয়, ইহাতে প্রবেশ করুন।

চারুদত্ত। (প্রবেশ পূর্ব্বক চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) অহো! বিচারালয়ের কি অপূর্ব্ব শোভা! (সমুদ্রের ন্যায় এই বিচারালয়ে জলের ন্যায় শান্ত প্রকৃতি মন্ত্রিগণ দুর্ব্বোধ বিচার্য্য বিষয়ের তত্ত্ব চিন্তায় আসক্ত হইয়া নিমগ্ন প্রায় হইয়া রহিয়াছেন। এক দিকে তরঙ্গমালা দ্বারা কূলে প্রসারিত শঙ্খ কুলের ন্যায় বার্ত্তাবাহী দূতগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অন্য দিকে কুম্ভীর ও মকর জন্তুর ন্যায় গুপ্তচর সকল উপবিষ্ট রহিয়াছে। অপর স্থানে বধের যোগ্য অপরাধিদিগের বিনাশের নিমিত্ত হস্তী ও অশ্বগণ বদ্ধ রহিয়াছে। অন্য স্থানে কূলচারী কঙ্কপক্ষীর ন্যায় নানারূপ জল্পনাকারী কর্ণেজপ খল ব্যক্তিরা বিচরণ করিতেছে। অপর প্রদেশে সর্প সদৃশ পররন্ধ্রানুসারী ও কুটিলমতি কায়স্থগণ বসিয়া রহিয়াছে। এবং অন্য প্রদেশে ভগ্ন নদী তটের ন্যায় দুর্গম নীতিশাস্ত্রে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

আচ্ছা, অভ্যন্তরে যাই। (প্রবেশ করিতে করিতে দ্বারদেশে শিরোঘাত প্রকাশ করিয়া চিন্তা করিয়া) হায়! ইহা আর একটী দুর্নিমিত্ত। আমার বাম চক্ষু স্পন্দিত হইতেছে। কাক বিকট শব্দ করি-তেছে। এবং পথি মধ্যে কৃষ্ণ সর্প ও দৃষ্ট হইল। এক্ষণে দেবতারা মঙ্গল করিলেই রক্ষা। এখন প্রবেশ করি। (এই বলিয়া প্রবেশ করিলেন)।

অধিকরণিক। ইনিই সেই চারুদত্ত?। যাঁহার মুখমধ্যে নাসিকা উন্নত এবং নেত্রদ্বয় অতি বিশাল, সুতরাং ইনি সুলক্ষণাক্রান্ত হইয়াও অকারণ ঘোরতর দোষের পাত্র হইবেন, এরূপ বোধ হইতেছে না; যে হেতু সৌম্য আকার বিশিষ্ট হস্তী, গো, তুরঙ্গ এবং মনুষ্য ইহারা সাধুজন প্রশংসিত সুচরিত্র কখনই পরিত্যাগ করে না।

চারুদত্ত। অধিকরণিকদিগের মঙ্গল হউক। অগো! শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ! আপনকারদের কুশল ত?।

অধিকরণিক। (ব্যস্ততাপূর্ব্বক) আর্য্যের কুশল ত?। শোধনক! আর্য্যের বসিবার আসন আনয়ন কর।

শোধনক। (আসন আনিয়া) এই আসন, আপনি ইহাতে বসুন। (চারুদত্ত বসিলেন)।

শকার। (ক্রোধ পূর্ব্বক) আসিয়াছ? রে স্ত্রীঘাতক! আসিয়াছ?। অহো! কি সুবিচার! অহো! কি ধর্ম্ম্য ব্যবহার! যে এই স্ত্রীঘাতককেও বসিতে আসন দত্ত হইল!। (সগর্ব্বে) আচ্ছা, দাও।

অধিকরণিক। আর্য্য চারুদত্ত! এই আর্য্যার দুহিতার সহিত আপনকার প্রসক্তি বা প্রণয় আছে?

চারুদত্ত। কাহার?

অধিকরণিক। ইহাঁর। (এই বলিয়া বসন্তসেনার মাতাকে দেখাইলেন)

চারুদত্ত। (উঠিয়া) আর্য্যে! অভিবাদন করি।

বৃদ্ধা। বৎস! চিরজীবী হও। (স্বগত) এই সেই চারুদত্ত!। বৎসা সুপুরুষেই যৌবন সমর্পণ করিয়াছেন।

অধিকরণিক। আর্য্য! গণিকা তোমার মিত্র?। (চারুদত্ত লজ্জা প্রকাশ করিলেন)।

শকার। মিথ্যাবাদী ব্যক্তি লজ্জা অথবা ভয়বশতঃ আপন দুশ্চরিত্র গোপন করিয়া থাকে। কিন্তু তুমি সাধু হইয়াও অর্থ লোভে স্বয়ং স্ত্রীবধ করিয়া এখন আপন দোষ গোপন করিতেছ; অতএব তুমি সাধু না হইয়া অতি নীচ রূপে পরিগণিত হইতেছ *।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। আর্য্য চারুদত্ত! বলুন, লজ্জা করিবেন না; যে হেতু ইহা বিচার্য্য বিষয়।

চারুদত্ত। (লজ্জিত হইয়া) অগো কর্ম্মচারিগণ! বেশ্যা আমার

* যে শ্লোকটির অর্থ উপরে লিখিত হইল তাহার অর্থ অন্য প্রকার হইতে পারে। তাহা এই। তুমি পূর্ব্বে অর্থলোভে স্বয়ং স্ত্রীবধ করিয়া এখন লজ্জা ও ভয় বশতঃ মিথ্যা বলিয়া আপন দুশ্চরিত্র গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছ। কিন্তু রাজা তাহা গোপন করিবেন না, অর্থাৎ প্রমাণাদি দ্বারা অবশ্যই প্রকাশ করাইবেন।

মিত্র ইহা কিরূপে বলিব ?। অথবা আমার যৌবনই এ বিষয়ে অপরাধী, চরিত্র নহে।

অধিকরণিক। এই বিচার্য্য বিষয়টী বিপজ্জনক ; অতএব লজ্জা পরিত্যাগ কর। এবং গাম্ভীর্য্য বশতঃ উপযুক্ত উত্তর দানে বিলম্ব করা উচিত নহে ; অতএব গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীঘ্র সত্য কথা বল। তোমার কথার ছল ধরা যাইবে না। বিবাদই এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে ; অতএব লজ্জা করিও না।

চারুদত্ত। অধিকরণিক ! কাহার সহিত আমার বিবাদ ?।

শকার। (সগর্ব্বে) অরে ! আমার সহিত বিবাদ।

চারুদত্ত। তোমার সহিত আমার বিবাদ অপরিহার্য্য।

শকার। অরে স্ত্রীঘাতক ! তুই তাদৃশ রূপ লাবণ্য সম্পন্না রত্নশত মণ্ডনা বসন্তসেনাকে মারিয়া এখন কটপতা পূর্ব্বক গোপন করিতেচিস্ ?।

চারুদত্ত। তুমি অসঙ্গত বাক্য বলিতেছ।

অধিকরণিক। আর্য্য চারুদত্ত ! ও সকল কথায় প্রয়োজন নাই, সত্য বল, বেশ্যা তোমার মিত্র কিনা ?।

চারুদত্ত। হাঁ, আমার মিত্র।

অধিকরণিক। আর্য্য ! বসন্তসেনা কোথায় ?।

চারুদত্ত। আপন গৃহে গিয়াছে।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। কিরূপে গিয়াছে ? কোন্ সময়ে গিয়াছে ? এবং কোন্ ব্যক্তিই বা তাহার সমভিব্যাহারে গিয়াছিল ?।

চারুদত্ত। (স্বগত) কি গুপ্তভাবে গিয়াছে একথা বলিব ?।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। আর্য্য ! বলুন।

চারুদত্ত। গৃহে গিয়াছে ; অন্য কি বলিব ?।

শকার। অরে ! আমার পুষ্পকরণ্ডক নামক জীর্ণোদ্যানে প্রবেশ করাইয়া অর্থের জন্য বাহু পাশ দ্বারা গলদেশ টিপিয়া মারিয়াছ ; এখন বলিতেছ সে গৃহে গিয়াছে ?।

চারুদত্ত। আঃ, অসম্বদ্ধ প্রলাপিন্ ! তুমি নীলকণ্ঠ পক্ষীর ন্যায় ধূর্ত্ত হইয়াও তাহার ন্যায় গগন মণ্ডলে উঠিয়া মেঘ মণ্ডল হইতে গলিত সলিলে অদ্যাপি স্নান করিতে শিক্ষা কর নাই। এবং যখন তোমার মুখমণ্ডল হেমন্ত কালীন কমলের ন্যায় মলিন হইতেছে, তখন তোমার

এই বাক্য গুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা। সুতরাং তোমার বাক্য অবশ্যই অশ্রোতব্য এবং বিচারের অযোগ্য।

অধিকরণিক। (চারুদত্তের অগোরে) পর্ব্বতরাজের উত্তোলন, সন্তরণ পূর্ব্বক সমুদ্রের পার গমন, এবং বায়ুর গ্রহণ যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ চারুদত্তের দোষও অসম্ভব। (প্রকাশে) ইনি আর্য্য চারুদত্ত, ইনি কিরূপে অকার্য্য করিবেন!। (যাঁহার নাসিকা উন্নত ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন)

শকার। কি! পক্ষপাত করিয়া বিচার করিবে?।

অধিকরণিক। মূর্খ! দূর হও। তুমি অতি নীচ হইয়াও বেদ ব্যাখ্যা কর, তথাপি তোমার জিহ্বা গলিয়া পড়ে না?। তুমি মধ্যাহ্ণ সময়ে সূর্য্য দর্শন কর, তথাপি তোমার নেত্রদ্বয় সহসা বিকল হয় না?। তুমি প্রজ্জ্বলিত অনলে কর প্রদান কর, তথাপি তোমার কর দগ্ধ হয় না?। তুমি মিথ্যা অপবাদে সুচরিত্র চারুদত্তকে বিশুদ্ধ চারিত্র হইতে ভ্রষ্ট করিতেছ, তথাপি তোমার দেহের পতন হইতেছে না?।

আর্য্য চারুদত্ত এতাদৃশ অকার্য্য কেন করিবেন?। যিনি সমুদ্রের জলমাত্র অবশিষ্ট করিয়া তাবৎ রত্নজাত আহরণ পূর্ব্বক পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া নিয়ত বিতরণ করিয়াছেন। সেই মহাত্মা চারুদত্ত অশেষ গুণের আকর হইয়াও, যে কর্ম্ম শত্রুতেও করিতে পারে না, তাদৃশ পাপজনক কর্ম্ম যৎসামান্য ধনের নিমিত্ত কেন করিবেন?।

শকার। কি! পক্ষপাত করিয়া বিচার করিবে?।

বৃদ্ধা। অরে হতভাগ! যিনি আমাদের গচ্ছিত সুবর্ণভাণ্ড চোরে অপহরণ করায়, তাহার পরিবর্ত্তে চারি সমুদ্রের সারভূত রত্নসমূহে গ্রথিত রত্নাবলী দান করিয়াছেন, সেই দাতৃবর চারুদত্ত এখন যৎকিঞ্চিৎ তুচ্ছ অর্থের জন্য এতাদৃশ সর্ব্বজন বিনিন্দিত স্ত্রীবধ রূপ পাপ কর্ম্ম করিবেন?। হা! বৎসে বসন্তসেনে! তুমি কোথায়! একবার আসিয়া দেখা দাও। (এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল)।

অধিকরণিক। আর্য্য চারুদত্ত! বসন্তসেনা পাদচারে গিয়াছে? অথবা শকটে আরোহণ করিয়া গিয়াছে?।

চারুদত্ত। সে আমার সাক্ষাতে যায় নাই; অতএব শকটে কিংবা পাদচারে গিয়াছে? তাহা আমি বলিতে পারি না।

বীরক। (ক্রোধপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া) চন্দনকের পদাঘাতে আমার অন্তঃকরণে বিজাতীয় দুঃখ ও বৈরিভাব উপস্থিত হওয়ায় অনুশোচনা করিতে করিতে সকল রাত্রি জাগরণেই যাপিত হইয়াছে। এখন বিচারালয়ে প্রবেশ করি। (প্রবেশ করিয়া হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক) মাননীয়দিগের মঙ্গল হউক।

অধিকরণিক। অয়ে! নগর রক্ষণে অধিকৃত বীরক আসিয়াছে! বীরক! তুমি কি নিমিত্ত আসিয়াছ?।

বীরক। মহাশয়! বন্ধন শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া আর্য্যক বন্ধনালয় হইতে পলাইলে, তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে পথিমধ্যে একখান শকট বস্ত্রে আবৃত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, ইহার অভ্যন্তরে থাকিলেও থাকিতে পারে এই বিবেচনা করিয়া, আমি চন্দনকের সহিত শকটের নিকট গিয়াছিলাম। চন্দনক অগ্রে শকট দেখিল। আমি বলিলাম চন্দনক! তুমি শকট দেখিলে, আমিও দেখিব। এই কথা বলিবামাত্র চন্দনক আমাকে পদাঘাত করিয়াছে। ইহা শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

অধিকরণিক। ভদ্র! তুমি জান? সে শকট কাহার?।

বীরক। সেই শকট এই আর্য্য চারুদত্তের। "ইহাতে বসন্তসেনা আছেন, পুষ্পকরণ্ডক নামক জীর্ণোদ্যানে বিহারার্থে আর্য্য চারুদত্তের নিকট ইহাঁকে লইয়া যাইতেছি" এই কথা শকট বাহক বলিয়া ছিল।

শকার। তোমরা সেই কথা পুনর্ব্বার শুনিলে ত?।

অধিকরণিক। অহো! এই নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র রাহু দ্বারা গ্রস্ত হইতেছে। এবং নির্ম্মল নদীর জল তট ভঙ্গে কলুষিত হইতেছে। বীরক! তোমার অভিযোগের বিচার পশ্চাৎ করিব। এই বিচারালয়ের দ্বারদেশে যে অশ্ব বদ্ধ রহিয়াছে, তুমি ইহাতে আরোহণ করিয়া পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে গিয়া দেখ, তথায় কোনও স্ত্রীলোকের মৃত দেহ পতিত আছে কিনা?)

বীরক। যে আজ্ঞা (এই বলিয়া নির্গত হইয়া প্রবেশ করিয়া) আমি তথায় গিয়াছিলাম, দেখিলাম হিংস্র জন্তুরা এক স্ত্রীলোকের শরীর ভক্ষণ করিতেছে।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। সেটি স্ত্রীলোকের শরীর, ইহা তুমি কিরূপে জানিলে?।

বীরক। অবশিষ্ট কেশ, হস্ত ও পাদদ্বারা স্ত্রীলোকের শরীর বলিয়া জানিয়াছি।

অধিকরণিক। অহো! লৌকিক ব্যবহারের কি বৈষম্য! আমি নির্দোষ চারুদত্তের প্রতি আরোপিত দোষের খণ্ডনার্থে যতই তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতেছি, ততই সঙ্কট উপস্থিত হইতেছে। অহো! বিচারের ব্যবস্থাবলী নিয়তই অবসন্ন। আমার মতি সেই ব্যবস্থাবলীর অনুসারিণী হইয়া পঙ্কে পতিত ধেনুর ন্যায় অবসাদ প্রাপ্ত হইতেছে।

চারুদত্ত। (স্বগত) যেরূপ পুষ্পের প্রথম বিকাশ সময়ে মধুপানের আশয়ে মধুপাবলী নানা স্থান হইতে আসিয়া পুষ্পের উপরে উপবিষ্ট হয়, সেইরূপ দৌর্ভাগ্য বশতঃ মনুষ্যের বিপদের সময় উপস্থিত হইলে চারিদিক হইতে অনর্থ সকল বহুল পরিমাণে আসিয়া মিলিত হয়।

অধিকরণিক। আর্য্য চারুদত্ত! সত্য কথা বল।

চারুদত্ত। দুষ্টাত্মা, পরগুণ বিদ্বেষী, রাগ দ্বেষাদি দ্বারা হত চিত্তবৃত্তি এবং পর হিংসায় নিয়ত ব্যাপৃত ব্যক্তি যে সকল মিথ্যা কথা বলে, তাহা শ্রবণের অযোগ্য; সুতরাং তাহা বিচারের যোগ্য হইতে পারে না। অপিচ। যে আমি পুষ্প চয়নার্থে কুসুমিতা লতাকেও ভঙ্গ ভয়ে কখনই আকর্ষণ করি নাই, সেই আমি ভ্রমর পক্ষের ন্যায় অতি নীল অথচ উজ্জ্বল এবং সুদীর্ঘ কেশ পাশ ধারণ করিয়া রোরুদ্যমানা অঙ্গনাকে কি রূপে বধ করিব!।

শকার। অহে অধিকরণিক! তুমি কি পক্ষপাত করিয়া বিচার করিবে? যেহেতু এই পাপিষ্ঠ চারুদত্ত অদ্যাপি আসনে বসিয়া রহিয়াছে!।

অধিকরণিক। শোধনক! ইহাকে নিরাসন কর। (শোধনক আসন গ্রহণার্থে চারুদত্তের নিকট গমন করিল)।

চারুদত্ত। ভো বিচারক! বিচার করুন, বিচার করুন। (এই বলিয়া আসন হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভূমিতে বসিলেন)।

শকার। (স্বগত এবং সহর্ষে নৃত্য করিয়া) আমি স্বয়ং পাপকর্ম্ম করিয়া প্রকারান্তরে তাহা অন্যের মস্তকে ফেলিলাম। এখন আমি চারুদত্তের আসনে গিয়া বসি। (এই বলিয়া তথায় বসিয়া) চারুদত্ত! আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এবং আমি মারিয়াছি বল বল।

চারুদত্ত। ভো বিচারক! দুষ্টাত্মা (ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন। এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বগত) ভো! মৈত্রেয়! এ কি! অদ্য আমার মৃত্যু উপস্থিত!। হা ব্রাহ্মণি! তুমি নিষ্কলঙ্ক বিপ্রকুলে জন্ম গ্রহণ ও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ বটে কিন্তু "ইহার পতি যৎকিঞ্চিদ্ধন লোভে স্ত্রীহত্যা করিয়া রাজদণ্ডে নিহত হইল" এইরূপ অশ্রোতব্য পতির কলঙ্ক শ্রবণে তুমি যাবজ্জীবন কলঙ্কিনী হইলে। হা! বৎস রোহসেন! বিনা অপরাধে তোমার পিতার প্রাণদণ্ড হইতেছে, তুমি দেখিতেছ না?। তুমি বাল্য সুলভ ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া বৃথা আনন্দ অনুভব করিতেছ; তুমি অকালে পিতৃবিয়োগ জনিত দুরত্যয় দুঃখে পতিত হইলে, ইহা বালকতা বশতঃ জানিতে পারিতেছ না।

বসন্তসেনার সংবাদ জানিবার নিমিত্ত, এবং রোহসেনের ক্রীড়ার জন্য স্বর্ণময় শকট নির্ম্মানার্থে বসন্তসেনা যে সকল স্বর্ণালঙ্কার দিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত আমি মৈত্রেয়কে বসন্তসেনার বাটীতে পাঠাইয়াছি। তিনি এখনও কেন আসিতেছেন না?।

(তাহার পর অলঙ্কার লইয়া বিদূষকের প্রবেশ)।

বিদূষক। আর্য্য চারুদত্ত আমার হস্তে এই অলঙ্কার গুলি দিয়া এই কথা বলিয়া বসন্তসেনার নিকটে আমাকে পাঠাইয়াছেন, যে আর্য্য মৈত্রেয়! বসন্তসেনা আপন অলঙ্কার দ্বারা বৎস রোহসেনকে সান্ত্ব করিয়া তাহার জননীর নিকটে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহার সেই অলঙ্কার প্রত্যর্পণ করা উচিত, গ্রহণ করা উচিত নহে; অতএব তুমি তাবৎ অলঙ্কার লইয়া তাঁহার হস্তেই সমর্পণ কর। এখন আমি বসন্তসেনার নিকটেই যাই। (যাইতে যাইতে আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে রেভিল আসিতেছেন!। ভো রেভিল! তোমাকে কেন উদ্বিগ্নের ন্যায় দেখিতেছি?। (শ্রবণ করিয়া) কি বলিতেছ? প্রিয়বয়স্য চারুদত্তকে বিচারালয়ে লইয়া যাইতেছে?। ইহাতে বোধ হয় গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে। (চিন্তা করিয়া) অতএব বসন্তসেনার নিকট পশ্চাৎ যাইব, এখন বিচারালয়ে যাই। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক দেখিয়া) এই বিচারালয়, ইহাতে প্রবেশ করি। (প্রবেশ করিয়া) অধিকরণিকদিগের মঙ্গল হউক। আমার প্রিয় বয়স্য কোথায়?।

অধিকরণিক। এই রহিয়াছেন।

বিদূষক। বয়স্য! তোমার মঙ্গল হউক।

চারুদত্ত। এখনই হইবে।

বিদূষক। তোমার কুশল ত?।

চারুদত্ত। ইহাও এখনই হইবে।

বিদূষক। বয়স্য! কি নিমিত্ত তোমাকে উদ্বিগ্নের ন্যায় দেখিতেছি? এবং কি নিমিত্তই বা তুমি এখানে আহূত হইয়াছ?।

চারুদত্ত। আমি অতি নিষ্ঠুর এবং পর কালের ভয় শূন্য হইয়া রূপলাবণ্যাতিশয়ে রতিস্বরূপা বসন্তসেনাকে, অবশিষ্ট কথা এই ব্যক্তি বলিবে।

বিদূষক। কি? কি?।

চারুদত্ত। (বিদূষকের কর্ণে) এই এই রূপ *।

বিদূষক। একথা কে বলিতেছে?।

চারুদত্ত। (সংজ্ঞা দ্বারা শকারকে দর্শাইয়া) সাক্ষাৎ কৃতান্ত স্বরূপ এই ব্যক্তি বলিতেছে।

বিদূষক। (শকারকে গোপন করিয়া) বয়স্য বসন্তসেনা গৃহে গিয়াছে. একথা কেন বল না!।

চারুদত্ত। আমি বলিতেছি, কিন্তু আমার দারিদ্র্যদশা বশতঃ তাহা গ্রাহ্য হইতেছে না।

বিদূষক। ভো ভো মহোদয় গণ! যে ব্যক্তি পুরস্থাপন, ক্রীড়াস্থান, উপবন, দেবালয়, সরোবর, কূপ ও জজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠ দ্বারা এই উজ্জয়িনী নগরীকে অলঙ্কৃতা করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যৎসামান্য অর্থের জন্য এতাদৃশ অকার্য্য করিবেন!। (ক্রোধ পূর্ব্বক)
অরে রে অনূঢ়াগর্ভজাত! রাজশ্যালক! সংস্থানক! উচ্ছৃঙ্খল! পরাপকারিন্! বহু দোষাকর! বহুবিধ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত মর্কট! বল বল আমার অগ্রে সেই কথা একবার বল; যে আমার প্রিয় বয়স্য পল্লবচ্ছেদ ভয়ে কখনও কুসুমিতা মাধবীলতাকেও আকর্ষণ করিয়া পুষ্পচয়ন করেন না, সেই দয়ালু ব্যক্তি উভয়লোক বিরুদ্ধ স্ত্রীবধ রূপ এতাদৃশ অকার্য্য

---

* অর্থাৎ আমিই অর্থের লোভে বসন্তসেনাকে বধ করিয়াছি, এইরূপ বলিতেছে।

কিরূপে করিবেন!। দাঁড়া রে কুট্টনীপুত্র! দাঁড়া, তোর মনের ন্যায় কুটিল এই দণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা আঘাত করিয়া তোর মস্তককে শত খণ্ড করিব।

শকার। (ক্রোধপূর্ব্বক) শ্রবণ করুন আর্য্যগণ! শ্রবণ করুন, চারুদত্তের সহিত আমার বিবাদ বা ব্যবহার হইতেছে। কাক পদের ন্যায় শিখাধারী এই ব্যক্তি কেন আমার মস্তক শত খণ্ড করিবে?। অরে দাসীর পুত্র দুষ্ট বটুক! তোকে আর বাঁচিতে হইবে না।

(বিদূষক। দণ্ডকাষ্ঠ উত্তোলন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত কথা পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল। শকার ক্রোধপূর্ব্বক উঠিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। বিদূষকও প্রতি প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে উভয়েই উভয়কে প্রহার করিতে লাগিল। বিদূষকের কক্ষদেশ হইতে অলঙ্কার সকল ভূতলে পতিত হইল)।

শকার। (অলঙ্কার লইয়া দেখিয়া আনন্দপূর্ব্বক) দেখুন দেখুন বিচারকগণ! দেখুন, ইহা সেই তপস্বিনীর অলঙ্কার। (চারুদত্তের প্রতি) এই যৎ কিঞ্চিৎ অলঙ্কারের জন্যই তুমি তাহাকে মারিয়াছ।

(অধিকরণিক প্রভৃতি সকলে অধোমুখ হইয়া রহিলেন)।

চারুদত্ত। (বিচারকদিগের অসাক্ষেতে) এতাদৃশ বিপৎ কালে আমার দুরদৃষ্ট বশতই আবার এই অলঙ্কার বিদূষকের কক্ষদেশ হইতে সর্ব্বজন সমক্ষে পতিত হইল। ইহাতেই আমার বিনাশ হইবে, সন্দেহ নাই।

বিদূষক। বয়স্য! তুমি যথার্থ কথা কেন বলিতেছ না?।

চারুদত্ত। বয়স্য! রাজা চারচক্ষু, সুতরাং তাঁহার চক্ষু দুর্ব্বল, একারণ তিনি বিবাদের দোষ গুণ বিচার করিয়া প্রকৃত কারণ বাহির করিতে পারেন না। এতাদৃশ অবস্থায় 'আমি মারি নাই' অতি-বিনয় পূর্ব্বক ইহা সত্য বলিলেও মৃত্যু ব্যতিরেকে আর কিছুই ফল হইবে না।

অধিকরণিক। আহা! এ কি কষ্ট! মঙ্গলগ্রহ প্রতিকূল হওয়ায় ক্ষীণবল বৃহস্পতি গ্রহের পার্শ্বে ধূমকেতুর ন্যায় অপর এক বিরুদ্ধগ্রহ উদিত হইল *।

---

* প্রকৃত পক্ষে শকার মঙ্গলগ্রহের তুল্য, চারুদত্ত বৃহস্পতির সদৃশ, এবং বিদূষকের কক্ষ হইতে পতিত অলঙ্কার ধূমকেতুর স্বরূপ।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। (অলঙ্কার দেখিয়া বসন্তসেনার মাতার প্রতি) আর্য্যে! অভিনিবেশ পূর্ব্বক এই স্বর্ণভূষণ গুলি দেখুন, ইহা সেই ভূষণ কি না!।

বৃদ্ধা। (দেখিয়া) ইহা তাহার তুল্য, কিন্তু তাহা নহে।

শকার। আঃ বৃদ্ধকুট্টনি! তুমি নেত্রদ্বারা বলিতেছ! কিন্তু বাক্য দ্বারা গোপন করিতেছ?।

বৃদ্ধা। হা হতভাগ্য! দূর হও।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। আর্য্যে! সাবধান হইয়া বলুন, ইহা সেই ভূষণ কি না?।

বৃদ্ধা। আর্য্য! শিল্পীর কৌশলে আমার নেত্রে তাহাই বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু তাহা নহে।

অধিকরণিক। ভদ্রে! তুমি এই আভরণ গুলি চিনিতে পার?।

বৃদ্ধা। মহাশয়! আমি বলিতেছি, ইহা আমার অনভিজ্ঞাত নহে, অথবা এক শিল্পী দ্বারাই ইহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে!

অধিকরণিক। ভো শ্রেষ্ঠিন্! এক বস্তুর সদৃশ অন্য বস্তুও হইতে পারে। যে হেতু শিল্পীরা অন্য বিরচিত কটক কুণ্ডলাদির আকার প্রকার দর্শন করিয়া হস্তলাঘব বশতঃ তত্তুল্য কটক কুণ্ডলাদি অবিকল নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহা দেখা গিয়াছে।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। তবে এই অলঙ্কার আর্য্য চারুদত্তেরই হইবে।

চারুদত্ত। না, না।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। তবে ইহা কাহার?।

চারুদত্ত। এই মাননীয় স্ত্রীলোকের কন্যার।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। ইহা কিরূপে তাহার অঙ্গ হইতে চ্যুত হইল?।

চারুদত্ত। একদিবস বসন্তসেনার সাক্ষাতে আমার পুত্র রোহসেন মৃত্তিকা নির্ম্মিত শকটে ক্রীড়া করিতে অনিচ্ছু হইয়া সৌবর্ণ শকটের নিমিত্ত সাতিশয় রোদন করায় বসন্তসেনা তাহার ক্রন্দনশ্রবণে কাতরা হইয়া 'সৌবর্ণ শকট নির্ম্মাণ করাইও' এই বলিয়া আপন অঙ্গ হইতে এই সকল স্বর্ণাভরণ লইয়া সেই মৃত্তিকার শকট পরিপূর্ণ করিয়া রোহসেনকে সান্ত্ব করিয়াছিলেন, এইরূপেই এই আভরণ তাহার অঙ্গ হইতে চ্যুত হইয়াছে।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। আর্য্য চারুদত্ত! অধুনা সত্যই বলা উচিত। দেখুন, সত্য দ্বারাই সুখ লাভ হয়, সত্যবাদীর কখনও পাপসঞ্চার হয় না। সত্য এই শব্দে দুইটিমাত্র অক্ষর আছে, সুতরাং বহু অক্ষর বিশিষ্ট অলীক দ্বারা সত্যের গোপন করা অনুচিত।

চারুদত্ত। আভরণ আভরণ এই কথা বারংবার বলিতেছ, এবিষয়ে আমি আর কিছুই জানি না, তবে এই মাত্র জানি যে এই আভরণ সকল আমার গৃহ হইতে আনীত হইয়াছে।

শকার। তুমি বসন্তসেনাকে উদ্যানে লইয়া গিয়া বধ করিয়া এখন কপটতা পূর্ব্বক গোপন করিতেছ ?।

অধিকরণিক। আর্য্য চারুদত্ত! সত্য বল; সত্য না বলিলে এখনই তোমার এই কোমল শরীরে আমাদের ইচ্ছানুসারে অতি কর্কশ কশাঘাত হইবে।

চারুদত্ত। আমি নিষ্পাপ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং আমার শরীরে কিছু মাত্র পাপের সঞ্চার নাই। তথাপি যদি আপনকারদের সূক্ষ্মবিচারে আমি পাপী বলিয়া পরিগণিত হই, তাহা হইলে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুণ; আমি বস্তুতঃ নিষ্পাপ হইলেও কিছুই করিতে পারিব না। (স্বগত) যখন আমি প্রাণসমা বসন্তসেনাকে হারাইয়াছি, তখন আমার জীবনের প্রয়োজন কি!। (প্রকাশে) ভো অধিকরণিক। অধিক কি বলিব। আমি নৃশংস হইয়া এবং ইহলোক ও পরলোক আছে ইহা না জানিয়া রূপলাবণ্যে কামপত্নী স্বরূপা কামিনীকে, শেষ কথা এই অর্থী বলিবে।

শকার। শেষ কথা আর কি? মারিয়াছি, অরে! তুমিও বল, যে আমি মারিয়াছি।

চারুদত্ত। তুমিই বলিয়াছ, মারিয়াছি।

শকার। মহাশয়রা শ্রবণ করুন, শ্রবণ করুন, ইনিই মারিয়াছেন। 'মারিয়াছি' এই বাক্যেই সংশয় অপনীত হইল। এখন ইহার শারীরিক দণ্ড বিধান করুন।

অধিকরণিক। শোধনক! রাষ্ট্রিয়* যাহা বলিতেছে তাহাই কর্ত্তব্য।

---

* রাজার শ্যালক শকার।

অহে রক্ষিপুরুষগণ! চারুদত্তকে ধরিয়া রাখ। (রক্ষিপুরুষেরা তাহাই করিল)

বৃদ্ধা। ভো বিচারকগণ! প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন। যে ব্যক্তি চোরে অপহৃত সুবর্ণভাণ্ডের পরিবর্ত্তে চারি সমুদ্রের সারভূত রত্নাবলী দান করিয়াছেন। (ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত পুনর্ব্বার বলিল) অতএব যদ্যপি ইনিই আমার কন্যাকে মারিয়া থাকেন মারুন, তথাপি এই দীর্ঘায়ু জীবিত থাকুন।

অপিচ। অর্থী ও প্রত্যর্থী এই উভয়কে লইয়াই ব্যবহার হইয়া থাকে। এ স্থলে আমিই প্রকৃত অর্থী, কিন্তু আমি ইহাঁর দণ্ড প্রার্থনা করি না; অতএব আপনারা বিনা দণ্ডে ইহাঁকে পরিত্যাগ করুন।

শকার। দূর হও গর্ভদাসি! দূর হও, ইহাতে তোমার প্রয়োজন কি?

অধিকরণিক। আর্য্যে! তুমি যাও। অহে রক্ষিগণ! তোমরা ইহাঁকে বিচারালয় হইতে বাহির করিয়া দাও।

বৃদ্ধা। হা জাত! হা পুত্র! (এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে বহির্গতা হইল।

শকার। (স্বগত) আমি আপন সদৃশ কর্ম্ম করিলাম। এখন যাই (এই বলিয়া নির্গত হইল)।

অধিকরণিক। আর্য্য চারুদত্ত! আমরা ব্যবহারের নির্ণয়কর্ত্তা, কিন্তু রাজা দণ্ডদাতা। তথাপি শোধনক! তুমি রাজার নিকটে গিয়া এই কথা বল, যে এই ব্রাহ্মণ স্ত্রীহত্যা করিয়া পাতকী হইয়াছেন; তথাপি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুর মতে ইনি ব্রাহ্মণ বলিয়া বধের যোগ্য হইতেছেন না। কেবল সমগ্র ধনসহকারে অক্ষত শরীরে ইহাঁকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে।

শোধনক। যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া নির্গত হইয়া পুনঃপ্রবেশ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে) মহাশয়! আমি তথায় গিয়াছিলাম। রাজা পালক বলিলেন, যে ব্যক্তি যৎসামান্য ধনের লোভে বসন্তসেনাকে মারিয়াছে, তাহার গলদেশে সেই সকল অলঙ্কার বন্ধন পূর্ব্বক সর্ব্ব-লোকের পরিজ্ঞানার্থে বাদ্যধ্বনি করিয়া তাহাকে দক্ষিণ শ্মশানে লইয়া গিয়া শূলে আরোপণ পূর্ব্বক তাহার প্রাণ দণ্ড কর। ইহাতে এই এক উপকার হইবে, যে যদি অন্য কোনও দুরাত্মা এতাদৃশ অকার্য্য করিতে

কখনও মানস করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই ব্যক্তির সনিকার দণ্ড দর্শনে তাহার অন্তঃকরণে অবশ্যই ভয়ের উদয় হইবে; তাহা হইলে সে ব্যক্তি স্বয়ংই সৎপথাবলম্বী হইবে, সন্দেহ নাই।

চারুদত্ত। অহো! রাজা পালকের কি অবিমৃষ্যকারিতা! অথবা তাঁহারই বা দোষ কি?, যে হেতু মন্ত্রী প্রভৃতিরা নিজের বুদ্ধি বৈকল্যে বিচার্য্যবিষয় স্বয়ং বুঝিতে না পারিয়া একবিধ ব্যবহারকে অন্যরূপে বুঝাইয়া নরপালগণকে এতাদৃশ ঘোরতর ব্যবহার অনলে নিক্ষিপ্ত করেন; কাজেই নরপালগণ দৈন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অপিচ। রাজার প্রকৃত নিয়মাবলী বুঝিতে অক্ষম, শ্বেত কাক সদৃশ, এতাদৃশ দুর্মন্ত্রীদিগের বিচারে শত শত নির্দ্দোষ সাধুজনের প্রাণদণ্ড হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে।

সখে! মৈত্রেয়! তুমি গৃহে যাও, তথায় গিয়া আমার মাতাকে আমার প্রণাম জানাইয়া এই কথা বলিবে, যে এজন্মের মত তোমার পুত্রের এই চরম প্রণাম হইল। এবং অতি শিশু আমার প্রিয়পুত্র রোহসেনকেও প্রতিপালন করিবে।

বিদূষক। মূল ছিন্ন হইলে বৃক্ষের প্রতিপালন কিরূপে হইতে পারে?।

চারুদত্ত। ও কথা বলিও না। পুত্র লোকান্তর গত মনুষ্যের প্রতিকৃতিস্বরূপ, সুতরাং আমার পুত্রকে আমারই প্রতিকৃতি মনে করিয়া আমার প্রতি যাদৃশ অকৃত্রিম স্নেহ প্রকাশ করিতে, রোহসেনের প্রতিও তাদৃশ স্নেহ ভরে দৃষ্টিপাত করিবে।

বিদূষক। বয়স্য! আমি তোমার প্রিয় বয়স্য হইয়া তোমার বিয়োগানলে নিয়ত দহ্যমান প্রাণকে কিরূপে ধারণ করিব?

চারুদত্ত। বয়স্য! রোহসেনকে আনিয়া একবার দর্শন করাও।

বিদূষক। ইহা উচিত বটে।

অধিকরণিক। শোধনক! এই বটুককে বাহির করিয়া দাও।

(শোধনক বিদূষককে বাহির করিয়া দিল)

অধিকরণিক। এখানে কে কে আছ?। চাণ্ডালদিগকে আদেশ কর। (এই বলিয়া চারুদত্তকে পরিত্যাগ করিয়া অধিকরণিক প্রভৃতি বহির্গত হইলেন)।

শোধনক। আর্য্য! এই দিকে আসুন।

চারুদত্ত। (করুণ স্বরে) মৈত্রেয়! একি! অদ্য আমার মৃত্যু উপস্থিত! (ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত পাঠ করিলেন। এবং আকাশে দৃষ্টি-পাত করিয়া) বিষ, সলিল, তুলা এবং অগ্নি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এতাদৃশ অভিযোগের তত্ত্ব নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া সামান্যতঃ বিচার পূর্ব্বক ক্লেশপ্রদ করপত্র দ্বারা অদ্য আমার শরীর চ্ছেদন করিবে। হে নরপাল! যদি আমার চিরবৈরী শকারের মিথ্যা বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অন্যায় বিচার করিয়া অনপরাধী ও অবধ্য এই ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড কর, তাহা হইলে তুমি পুত্র পৌত্রের সহিত ঘোরতর নরক মধ্যে অবশ্যই পতিত হইবে। এই আমি আসিলাম। (এই বলিয়া সকলেই বহির্গত হইল)।

(ব্যবহার নামক নবম অঙ্ক সমাপ্ত।

দশম অঙ্ক।

(তাহার পর চাণ্ডালদ্বয়ের সহিত চারুদত্তের প্রবেশ)।

চাণ্ডালদ্বয়। তুমি এখনও প্রকৃত কারণ কেন বলিতেছ না?। আমরা নূতন প্রকার বধ ও বন্ধন করিতে অতি নিপুণ, এবং ত্বরায় মস্তক চ্ছেদন ও শূলে আরোপণ করিতে বিশেষ দক্ষ।

সরিয়া যান আর্য্যগণ! সরিয়া যান! এই আর্য্য চারুদত্ত রক্ত-করবীর মালায় মণ্ডিত এবং এই ঘাতুক পুরুষদ্বয় দ্বারা পরিগৃহীত হইয়া মন্দ মন্দ গমনে যাইতেছেন। তৈলের অভাবে প্রদীপ যেরূপ ক্রমে ক্রমে নাশ প্রাপ্ত হয়, ইনিও সেই রূপ স্নেহশূন্য হইয়া ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইতেছেন।

চারুদত্ত। (খেদ পূর্ব্বক) আমার এই শরীর অবিরত নয়ন হইতে বিগলিত বাষ্পবারি দ্বারা অভিষিক্ত, ধূলিপুঞ্জে ধূসর, এবং বধ্যস্থানে গমনসূচক রক্তকরবীর মালায় পরিবেষ্টিত ও রক্তচন্দনে বিলিপ্ত হই-য়াছে, এখন কাককুল বলির ন্যায় আমাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত কর্কশ শব্দ করিতে করিতে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে।

চাণ্ডালদ্বয়। সরিয়া যান আর্য্যগণ! সরিয়া যান। আপনারা কি দেখিতেছেন?। কৃতান্তের পরশুর ন্যায় তীক্ষ্ণধার এই পরশু দ্বারা সুজনরূপ পক্ষিগণের আবাস তরু স্বরূপ এই মহাত্মা চারুদত্তের হস্ত পদাদি অবয়ব ছেদন করিতে হইবে। আইস রে চারুদত্ত! আইস।

চারুদত্ত। অহো! পুরুষের দৈব-বিলসিত অচিন্তনীয়; যেহেতু আমি নিরপরাধী হইয়াও এতাদৃশ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলাম!। আমি রক্তচন্দন ও কুঙ্কুমাদি গন্ধদ্রব্যের অঙ্গরাগ দ্বারা লিপ্তদেহ হইয়া মনুষ্য হইয়াও দেবতার উদ্দেশে ছেদ্য ছাগাদি পশুর ন্যায় যাইতেছি। (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) অহো! আমার এতাদৃশ শোচনীয় দশা দর্শনার্থে রাজপথে সমাগত ও শোকাকুলিত আবালবৃদ্ধ জনগণের অবস্থা নানা প্রকার দৃস্ট হইতেছে। এই সকল পুরবাসিগণ আমার শরীরে রক্তচন্দন ও করবীর মালা প্রভৃতি বধ্যচিহ্ন দর্শন করিয়া "মনুষ্যের জীবন বৃথা" এই বলিয়া বাষ্পাকুলিত লোচন এবং আমার পরিরক্ষণে অসমর্থ হইয়া "তোমার স্বর্গ লাভ হউক" এই রূপ বাক্য বলিতেছে।

চাণ্ডালদ্বয়। সরিয়া যান আর্য্যগণ! সরিয়া যান। আপনারা কি দেখিতেছেন?। বিসর্জ্জনার্থে নীয়মান ইন্দ্রধ্বজ, গোপ্রসব, নক্ষত্রপাত, এবং সাধু জনের প্রাণদণ্ড, এই চারিটি বিষয় দেখিতে নাই।

উভয়ের মধ্যে একজন। অহে আহীন্ত! * দেখ দেখ, কৃতান্ত সদৃশ পালকের আজ্ঞানুসারে এই নগরীর প্রধান পুরুষ আর্য্য চারুদত্তকে বধ্যস্থানে লইয়া যাইতেছি দেখিয়া অন্তরিক্ষই কি রোদন করিতেছে? অথবা বিনা মেঘে বজ্রপাত হইতেছে?

দ্বিতীয়। অহে গোহ! অন্তরিক্ষ রোদন করিতেছে না, এবং বিনা মেঘে বজ্রপাতও হইতেছে না। ঐ দেখ, অট্টালিকার বাতায়নস্থ মহিলাগণরূপ মেঘমালা হইতে অবিরত বাষ্পবারি পতিত হইতেছে। এবং আমরা এই আর্য্য চারুদত্তকে বধ করিবার নিমিত্ত বধ্যস্থানে লইয়া যাইতেছি দেখিয়া রোরুদ্যমান আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাবতেরই নয়ন পতিত বাষ্পবারি দ্বারা রাজপথ সিক্ত হওয়ায় ধূলি আর উত্থিত হইতেছে না।

চারুদত্ত। (ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া, খেদ পূর্ব্বক) এই সকল

---

* আহীন্ত এইটি দ্বিতীয় চাণ্ডালের নাম।

পৌরাঙ্গনা বাতায়নের কপাট অল্প উদ্ঘাটন পূর্ব্বক বদন কমল বহির্গত করিয়া, হা! চারুদত্ত! হা! চারুদত্ত!, এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে অবিরত নয়নজল বর্ষণ করিতেছে।

চাণ্ডালদ্বয়। আইস রে চারুদত্ত! আইস। দোষ প্রকাশের এই এক স্থান। অরে! ডিণ্ডিম বাজাও এবং দোষ ঘোষণা কর।

উভয়ে। শ্রবণ করুন আর্য্যগণ! শ্রবণ করুন। বণিক্ ব্যবসায়ী বিনয়দত্তের পৌত্র, এবং সাগরদত্তের পুত্র এই আর্য্যের নাম চারুদত্ত; কুকর্ম্মকারী এই ব্যক্তি প্রাতঃকালীন ভোজ্যবস্তুর ন্যায় যৎকিঞ্চিৎ অলঙ্কারের লোভে বারাঙ্গনা বসন্তসেনাকে নির্জ্জন পুষ্পকরণ্ডক নামক জীর্ণোদ্যানে লইয়া গিয়া বলপূর্ব্বক বাহুপাশে গলদেশ বদ্ধ করিয়া মারিয়াছেন, ইনি সেই সকল অলঙ্কারের সহিত গৃহীত হইয়াছেন এবং স্বয়ং স্বীকারও করিয়াছেন। তাহার পর রাজা পালক ইঁহার প্রাণ দণ্ড করিবার নিমিত্ত আমাদের প্রতি আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর যদি অন্য কোনও ব্যক্তি উভয় লোক গর্হিত এতাদৃশ অকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে রাজা পালক তাহারও এইরূপ শাসন করিবেন।

চারুদত্ত। হায়! আমার যে বংশ পূর্ব্বকালে শত শত যজ্ঞ দ্বারা সমুজ্জ্বল এবং যজ্ঞ শালায় দেবপূজাস্থানে নিয়ত বেদপাঠে পরিপূত হইয়াছিল। অদ্য সেই বংশ আমার মৃত্যু সময়ে মৃত্যুঘোষণার স্থানে অতি পাপিষ্ঠ চাণ্ডাল দ্বারা উচ্চারিত হইতেছে। (ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কর্ণে হস্ত দিয়া) হা চন্দ্র কিরণ সদৃশ শুভ্রদশনে! হা সমুজ্জ্বল প্রবাল তুল্য লোহিতাধরে! প্রিয়ে! বসন্তসেনে! আমি পূর্ব্বে তোমার সুমধুর বদনামৃত পান করিয়া এখন কিরূপে দুর্ব্বিষহ অযশরূপ বিষ পানে প্রবৃত্ত হইব?।

চাণ্ডালদ্বয়। অপসৃত হউন! আর্য্যগণ! অপসৃত হউন। অগণ্যগুণাধার এবং সাধুগণের দুঃখাপহারী এই মহাত্মা চারুদত্তকে স্বর্ণালঙ্কার শূন্য করিয়া এই নগরী হইতে লইয়া যাইতেছি। অপিচ। ইহ লোকে তাবৎ ব্যক্তিই সুখভোগি-জনগণের শুভানুচিন্তায় নিয়ত আসক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু বিপন্ন সাধু জনের বিপন্নিবারণে অগ্রসর হয়েন এতাদৃশ পুরুষ অতি দুর্লভ।

চারুদত্ত। (ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া) ঐ আমার মিত্রগণ, পাছে আমি উহাদিগকে দেখিয়া চিনিতে পারি, এই আশঙ্কায় বস্ত্রপ্রান্তে মুখ

আবৃত করিয়া দূরে গমন করিতেছেন। জানিলাম, সুখের সময়ে শত্রুও বন্ধু হইয়া থাকে। কিন্তু বিপৎকালে কেহই মিত্র হয় না।

চাণ্ডালদ্বয়। লোক সকলকে সরাইলাম, রাজমার্গ জনশূন্য হইল, এখন বধ্য চিহ্নধারী চারুদত্তকে লইয়া আইস।

চারুদত্ত। (নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) মৈত্রেয়! একি? অদ্য আমার মৃত্যু উপস্থিত! (ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন)

নেপথ্যে। হা পিতঃ! হা বয়স্য!।

চারুদত্ত। (শ্রবণ করিয়া করুণস্বরে) অহে স্বজাতিশ্রেষ্ঠ! পুরুষদ্বয়! আমি তোমাদের নিকটে কিঞ্চিৎ প্রতিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি।

চাণ্ডালদ্বয়। তুমি কি আমাদের হস্ত হইতে কিঞ্চিৎ প্রতিগ্রহ করিবে?।

চারুদত্ত। পাপ দূর হউক। চাণ্ডালজাতি রাজা পালকের ন্যায় অবিমৃষ্যকারী দুরাচার নহে। অতএব পরলোকার্থে পুত্রের মুখচন্দ্র দর্শন করিবার নিমিত্ত তোমাদের নিকটে সময় প্রার্থনা করিতেছি।

চাণ্ডালদ্বয়। আচ্ছা, তাহাই কর।

(নেপথ্যে)। হা তাত! হা পিতঃ!

চারুদত্ত। (শ্রবণ পূর্ব্বক করুণস্বরে) অহে স্বজাতিশ্রেষ্ঠ! (ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন)

চাণ্ডালদ্বয়। অগো পুরবাসিগণ! ক্ষণকাল অবকাশ দাও। এই আর্য্য চারুদত্ত আপন পুত্রের মুখ দর্শন করুক। (নেপথ্যের অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই দিকে আইস রে বালক! এই দিকে আইস।

(তাহার পর বালক লইয়া বিদূষক প্রবেশ করিতে লাগিল)

বিদূষক। ভদ্রমুখ! শীঘ্র শীঘ্র চল, তোমার পিতাকে বধ করিবার জন্য লইয়া যাইতেছে।

বালক। হা তাত! হা পিতঃ!

বিদূষক। হা প্রিয় বয়স্য! তোমাকে আর কোথায় দেখিব?।

চারুদত্ত। (পুত্র ও মিত্রকে দেখিয়া) হা পুত্র! হা মৈত্রেয়!। (করুণস্বরে) হায়! কি কষ্ট!। পরলোকে চিরকাল পিপাসায় আকুল হইয়া বাস করিতে হইবে। তবে যে কিঞ্চিৎ পুত্রদত্ত তর্পণজল পাইব, তাহা অত্যল্পমাত্র। পুত্রকে কি ধন দিব?। (আপন দেহের প্রতি

পাত করিয়া যজ্ঞোপবীত দেখিয়া) আমার এইমাত্র ধন আছে। যজ্ঞোপবীত মুক্তাময় ও স্বর্ণনির্ম্মিত নহে; তথাপি ইহা ব্রাহ্মণের উত্তম অলঙ্কার। যে অলঙ্কার ধারণ করিলে দ্বিজগণ দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য করিতে অধিকারী হয়। (এই বলিয়া যজ্ঞোপবীত প্রদান করিলেন)।

প্রথম চাণ্ডাল। আইস রে চারুদত্ত! আইস।

দ্বিতীয়। অরে! আর্য্য চারুদত্তকে আর্য্য ইত্যাদি বিশেষণ শূন্য নামে আহ্বান করিতেছ?। দেখ, যেরূপ ক্ষুদ্র হস্তী বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে অভিলষিত প্রদেশে গমন করে, সেই রূপ স্বৈরগতি দৈব কি অভ্যুদয়কালে কি দারিদ্রদশায় সকল সময়েই অভীষ্ট পুরুষের নিকটেই গিয়া থাকে। এবং এই আর্য্য চারুদত্ত দুর্দ্দৈব বশতঃ বিপদাপন্ন হইলেও ইহাঁর নাম কি একবারেই লুপ্ত হইয়াছে? যে অস্মদাদির ভক্তিপূর্ব্বক উচ্চারণ করিবারও যোগ্য হইবে না? অবশ্যই হইবে। দেখ, চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলেও জগতের অবশ্যই বন্দনীয় হন।

বালক। অরে রে! চাণ্ডালদ্বয়! আমার পিতাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?।

চারুদত্ত। বৎস! আমি গলদেশে রক্ত করবীর মালা, স্কন্ধ দেশে শূল, এবং হৃদয়ে দুর্ব্বিষহ শোক ধারণ করিয়া যজ্ঞীয় পশুর ন্যায় বধ্যস্থানে যাইতেছি।

চাণ্ডাল। বালক! আমরা চাণ্ডালকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেও ব্যবহারে চাণ্ডাল নহি। যাহারা সাধু জনকে বিনষ্ট করে, তাহারাই পাপী ও তাহারাই চাণ্ডাল।

বালক। তবে তোমরা কি নিমিত্ত আমার পিতাকে মারিবে?।

চাণ্ডাল। দীর্ঘজীবন! এ বিষয়ে রাজার নিয়োগই অপরাধী, আমরা অপরাধী নহি।

বালক। তোমরা আমাকে মার, পিতাকে ছাড়িয়া দাও।

চাণ্ডাল। দীর্ঘজীবিন্! তুমি এমন কথা বলিতে শিখিয়াছ! তুমিই চিরজীবী হইয়া থাক।

চারুদত্ত। (রোরুদ্যমান পুত্রকে আপন কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক) পুত্র পিতা মাতার স্নেহসমষ্টি-স্বরূপ, কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরই সমান আনন্দ জনক, এবং চন্দনরস ও বীরণমূল শূন্য অথচ হৃদয়ের

সন্তাপ—নিবারক অনুলেপনস্বরূপ। আমি গলদেশে রক্ত করবীর মালা (ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন)। (চারিদিক দেখিয়া স্বগত) এই সকল বন্ধুগণ বস্ত্রপ্রান্তে মুখ আবৃত করিয়া (ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন)।

বিদূষক। অহে পুরুষদ্বয়! তোমরা আমার প্রিয়বয়স্য চারুদত্তকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে বধ কর।

চারুদত্ত। পাপ দূর হউক। (দেখিয়া স্বগত) অদ্য জানিলাম। (ইত্যাদি পাঠ করিলেন) (প্রকাশে) এই সকল প্রাসাদস্থিত স্ত্রীলোকেরা গবাক্ষ দ্বারা দৃষ্টিপাত করিয়া। (ইত্যাদি পাঠ করিলেন)

চাণ্ডালদ্বয়। সরিয়া যান আর্য্যগণ! সরিয়া যান। আপনারা কি দেখিতেছেন?, জল-গ্রহণার্থে কূপে নিক্ষিপ্ত স্বর্ণ--কলস রজ্জু ছিন্ন হইলে যেরূপ কূপে নিমগ্ন হয়, সেইরূপ এই সাধু ব্যক্তি কলঙ্কভয়ে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া মরিতে যাইতেছেন।

চারুদত্ত। (সকরুণে) হে চন্দ্র-কিরণ-সদৃশ শুভ্রদশনে! ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন।

এক চাণ্ডাল। অরে! পুনর্ব্বার ঘোষণা কর।

দ্বিতীয় চাণ্ডাল। (তাহা করিল)।

চারুদত্ত। আমি বিপজ্জনিত মরণ প্রাপ্ত হইতেছি, তথাপি আমার দুঃখ হইতেছে না। কিন্তু 'চারুদত্ত বসন্তসেনার প্রাণ বধ করিয়াছে' এইরূপ যে ঘোষণা আমার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে, ইহাই আমাকে মর্ম্মন্তুদ ক্লেশ দিতেছে।

(তাহার পর প্রাসাদস্থিত হস্ত পদে বদ্ধ স্থাবরকের প্রবেশ)।

স্থাবরক। (ঘোষণা শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া) কি? নিষ্পাপ চারুদত্ত হত হইতেছেন!, আমার প্রভু শকার আমাকে নিগড়ে বদ্ধ করিয়াছেন। কি করি?। আচ্ছা, এই স্থান হইতেই উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া বলি। শ্রবণ করুন আর্য্যগণ! শ্রবণ করুন; এ বিষয়ে আমিই অপরাধী; যেহেতু শকটবিপর্য্যয়ে আমিই বসন্তসেনাকে পুষ্পকরণ্ডক নামে জীর্ণোদ্যানে লইয়া গিয়াছিলাম। তাহার পর আমার স্বামী "তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী হইলে না?" এই বলিয়া বাহুপাশ দ্বারা বলপূর্ব্বক বসন্তসেনাকে মারিয়াছেন, আর্য্য চারুদত্ত মারেন নাই। একি!

দুরবশতঃ যে কেহই শুনিতে পাইল না? এখন কি করি?। এখান হইতে কি লম্ফ দিয়া নিম্নে পতিত হইব?। (চিন্তা করিয়া) যদি তাহাই হই, তাহা হইলে আর্য্য চারুদত্তের বিনাশ হয় না। তাহাই হউক। এই প্রাসাদের উপরি ভাগে উঠিবার সিড়ির গৃহ হইতে ভগ্ন গবাক্ষ দ্বারা লম্ফ দিয়া নিম্নে পতিত হই। বরং ইহাতে আমার মৃত্যু হয় সেও ভাল, তথাপি সৎকুলোৎপন্ন এবং জনগণের শরণ্য আর্য্য চারুদত্তের যেন মৃত্যু না হয়। এ বিষয়ে আমার মৃত্যু হইলেও আমি অবশ্যই স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইব। (এই বলিয়া তথা হইতে পতিত হইয়া) কি আশ্চর্য্য! আমার ত মৃত্যু হইল না, বরং আমার দণ্ডনিগড় ভগ্ন হইল। এখন চাণ্ডালদিগের ঘোষণা শব্দের অনুসারে ঘোষণার স্থানে যাই। (অগ্রে দেখিয়া নিকটে গিয়া) অহে! অবকাশ দাও অবকাশ দাও।

চাণ্ডালদ্বয়। অরে! কে অবকাশ চাহিতেছে?।

স্থাবরক। শ্রবণ কর। (এই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত সমুদায় বলিল)।

চারুদত্ত। অয়ে! আমি কালপাশে বদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট-প্রায় হইয়াছি, এমত সময়ে, বৃষ্টির অভাবে শুষ্কপ্রায় শস্যের সম্বন্ধে শস্য-বর্দ্ধনকারী দ্রোণনামক জলধরের ন্যায়, আমার প্রাণ রক্ষার্থে এ কোন্ ব্যক্তি উপস্থিত হইল?।

ভো আর্য্যগণ! আপনারা শ্রবণ করিলেন ত?। আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, কেবল আমার যশোরাশি মহা কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতেছে, ইহাতেই আমি ভীত হইয়াছি। যদি আমার বিনা কলঙ্কে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাদৃশ মৃত্যুকেও আমি পুত্রোৎপত্তির ন্যায় আনন্দজনক মনে করিব। এবং আমি কখনই শকারের অপকার করি নাই, তথাপি নীচাশয় ও মূর্খ সেই শকার স্ত্রীবধ করিয়া স্বয়ং দূষিত হইয়াও বিষদিগ্ধ শরের ন্যায় আমাকেও অপ্রতিবিধেয় অভিযোগ দ্বারা দূষিত করিয়াছে।

চাণ্ডালদ্বয়। স্থাবরক! তুমি সত্য বলিতেছ?।

স্থাবরক। আমি সত্যই বলিতেছি। পাছে আমি এ কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করি এই জন্য প্রভু আমাকে প্রাসাদের উপরি ভাগে উঠিবার সিড়ির গৃহে নিগড় দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

শকার। (প্রবেশ করিয়া সহর্ষে) আমি আপন গৃহে শাক, শূপ, মৎস্য, মাংস এবং তিক্তরস-মিশ্রিত অম্লের সহিত অন্ন এবং শালি-

তণ্ডুলের পরমান্ন ভক্ষণ করিয়াছি। (শব্দ শ্রবণে কর্ণ পাতিয়া) যখন ভগ্ন কাংস্যের ন্যায় খন্ খন্ শব্দকারী চাণ্ডালদিগের বাক্যের স্বরসংযোগ এবং বধ্যডিণ্ডিমের ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে, তখন বোধ হয় দরিদ্র চারুদত্তকে বধ্যস্থানে লইয়া যাইতেছে। অতএব তথায় গিয়া দেখিব। শত্রুর বিনাশ দর্শনে অন্তঃকরণে সাতিশয় আনন্দ উপস্থিত হয়। ইহাও শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি শত্রুর মৃত্যু দর্শন করে, জন্মান্তরে তাহার চক্ষুর পীড়া হয় না। বিষগ্রন্থির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট কীটের ন্যায় আমি ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া দরিদ্র চারুদত্তের মৃত্যু ঘটাইয়াছি। এখন আমি আপন প্রাসাদের উপরি ভাগে সোপান গৃহে উঠিয়া স্বীয় পরাক্রম দর্শন করি। (তথায় উঠিয়া ও দেখিয়া) কি আশ্চর্য্য! এই দরিদ্র চারুদত্তকে বধ্যস্থানে লইয়া যাইতেছে, ইহাকে দেখিবার জন্যই যখন এতাদৃশ জনতা হইয়াছে, তখন যৎকালে মৎসদৃশ প্রবল ও মনুষ্যশ্রেষ্ঠ পুরুষদিগকে বধ্যস্থানে লইয়া যাইবে, তৎকালে যে কত জনতা হইবে তাহা বলা যায় না। (দেখিয়া আনন্দ পূর্ব্বক) এই সেই দরিদ্র চারুদত্তকে নব বলীবর্দ্দের ন্যায় উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া দক্ষিণ দিকে লইয়া যাইতেছে। একি? আমার প্রাসাদে উঠিবার সোপান গৃহের নিকটে ঘোষণা হইয়াই কি জন্য হটাৎ নিবৃত্ত হইল?। (সোপান গৃহ দেখিয়া) সেই স্থাবরক চেটও যে এখানে নাই!, সে কোথায় গেল?। সে এখান হইতে গিয়া রহস্য ভেদ করিবে না ত?। যাহা হউক, তাহার অন্বেষণ করি। (এই বলিয়া তথা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ঘোষণার স্থানে গমন করিল)

চেট। মহাশয়! এই সেই আমার প্রভু আসিতেছেন।

চাণ্ডালদ্বয়। সকলে সরিয়া যাও, পথ ছাড়িয়া দাও, দ্বারের কপাট বন্ধ কর, এবং সকলে নীরব হইয়া থাক, যেহেতু অবিনয়রূপ তীক্ষ্ণবিশানধারী দুষ্ট বলীবর্দ্দ এই দিকে আসিতেছে।

শকার। অরে রে! অবকাশ দাও অবকাশ দাও। (নিকটে গিয়া) অহে পুত্র! স্থাবরক চেট! আইস, আমরা গৃহে যাই।

চেট। হায় হায়! হে অনার্য্য! তুমি বসন্তসেনাকে মারিয়াও সন্তুষ্ট হও নাই; এখন আবার যাচক-জনগণের সম্বন্ধে কল্পতরুস্বরূপ এই আর্য্য চারুদত্তেরও প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইয়াছ?

শকার। আমি রত্নকুম্ভের তুল্য, আমি স্ত্রীহত্যা করি না।

সকল ব্যক্তি। অহো! তুমিই মারিয়াছ, আর্য্য চারুদত্ত কখনই মারেন নাই।

শকার। এ কথা কে বলে? ।

সকলব্যক্তি। (চেটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) এই সাধু বলিতেছেন।

শকার। (গোপনে সভয়ে) হায়! আমি কি স্থাবরক চেটকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করি নাই?। এই চেটই আমার অকার্য্যের সাক্ষী। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, এইরূপ বলিব। (প্রকাশে) অগো মহোদয়-গণ! এ সমুদায়ই মিথ্যা। এই ব্যক্তি আমার সুবর্ণ চুরি করিয়াছিল, এজন্য ইহাকে ধরিয়া প্রহার পূর্ব্বক বান্ধিয়া রাখিয়া ছিলাম, এই নিমিত্ত শত্রুতাবশতঃ এ ব্যক্তি যাহা বলিতেছে, তৎ সমুদায় কি সত্য?। (গোপনে চেটের হস্তে স্বর্ণবলয় প্রদান করিয়া আস্তে আস্তে বলিল) পুত্র স্থাবরক চেট! তুমি এই বলয় লইয়া অন্যপ্রকার বল।

চেট। (বলয় লইয়া) দেখুন মহাশয়রা! দেখুন, এই সুবর্ণবলয় দিয়া আমাকে প্রলোভিত করিতেছেন।

শকার। (উহার হস্ত হইতে বলয় কাড়িয়া লইয়া) এই সেই সুবর্ণ, যাহার নিমিত্ত আমি ইহাকে বান্ধিয়া রাখিয়া ছিলাম। (ক্রোধপূর্ব্বক) ওহে চাণ্ডালদ্বয়! আমি ইহাকে সুবর্ণভাণ্ডারে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, এব্যক্তি সুবর্ণ চুরি করায় আমি ইহাকে মারিয়াছি ও তাড়না করিয়াছি; যদি তোমাদের প্রত্যয় না হয়, তবে ইহার পৃষ্ঠদেশ দেখ।

চাণ্ডালদ্বয়। (দেখিয়া) ইনি সত্যই বলিতেছেন। ভৃত্য প্রহ-রাদিজনিত-রোষে উন্মত্ত হইয়া প্রভুর অনিষ্টকর্ম্ম কি কি না করিতে পারে?।

চেট। হায়! ঈদৃশ দাসত্ব, যে আমি সত্য বলিলেও দাসের কথা বলিয়া লোকের বিশ্বাস জনক হইল না!। (করুণস্বরে)। আর্য্য চারুদত্ত! আপনকার রক্ষা বিষয়ে আমার এই পর্য্যন্তই সামর্থ্য। (এই বলিয়া চারুদত্তের পদতলে পতিত হইল)।

চারুদত্ত। (করুণস্বরে) হে বিপন্ন-সাধুজনানুকম্পিন্! হে নিরত

পরহিতাচরণ-শীল! বন্ধো! চেট! তুমি উঠ, তুমি আমার প্রাণ রক্ষার্থে যতদূর যত্ন করিতে হয়, তাহা করিয়াছ, কিন্তু আমার দৈব প্রাতিকূল্য বশতঃ তৎসমুদায়ই বিফল হইল।

চাণ্ডালদ্বয়। মহাশয়! এই চেটকে মারিয়া দূর করিয়া দাও।

শকার। অরে! দূর হও। (এই বলিয়া তথা হইতে চেটকে অপসারিত করিয়া) অহে চাণ্ডালদ্বয়! তোমরা বিলম্ব করিতেছ কেন? শীঘ্র এই স্ত্রীবধকারীর প্রাণদণ্ড কর।

চাণ্ডালদ্বয়। যদি তুমি এত ব্যস্ত হইয়া থাক, তবে তুমিই মার।

রোহসেন। অহে চাণ্ডালদ্বয়! তোমরা আমাকে মার, পিতাকে ছাড়িয়া দাও।

শকার। পুত্রের সহিত ইহার প্রাণদণ্ড কর।

চারুদত্ত। এই মূর্খ সকলই করিতে পারে। অতএব বৎস! তুমি আপন মাতার নিকটে যাও।

রোহসেন। তথায় গিয়া আমি কি করিব?।

চারুদত্ত। বৎস! তুমি অদ্যই আপন মাতার সহিত মুনিজনের আশ্রমে গমন করিও, এই নগরে ক্ষণকাল থাকিও না। এবং পিতার দোষে তুমিও যেন অকারণে বধের যোগ্য হইও না। অতএব বয়স্য! তুমি রোহসেনকে লইয়া গমন কর।

বিদূষক। বয়স্য! তুমি কি এই মনে করিয়াছ? যে তোমার বিয়োগে আমি প্রাণ ধারণ করিব?।

চারুদত্ত। বয়স্য! যাহার জীবন স্বাধীন, তাহার প্রাণ পরিত্যাগ করা উচিত হয় না।

বিদূষক! (স্বগত) ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিলে পাপ হয়, এজন্য তাহা অনুচিত হইলেও প্রিয় বয়স্যের বিরহদুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্ষণকাল জীবন রাখিতে পারিব না; অতএব এই বালককে ইহার মাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন প্রিয়-বয়স্যের অনুগামী হইব। (প্রকাশে) বয়স্য! এই বালককে ত্বরায় লইয়া যাই। (এই বলিয়া চারুদত্তের গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া পদতলে পতিত হইল। বালকও রোদন করিতে করিতে পদতলে পতিত হইল)।

শকার। অরে! আমি বলিতেছি, পুত্রের সহিত চারুদত্তকে বিনাশ কর।

চারুদত্ত। (ইহা শুনিয়া ভয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন)

চাণ্ডালদ্বয়। রাজা সপুত্র চারুদত্তকে বিনাশ করিতে আমাদের প্রতি আজ্ঞা প্রদান করেন নাই। অতএব গৃহে যাও রে বালক! গৃহে যাও। (এই বলিয়া বালককে পাঠাইয়া দিল)

চাণ্ডালদ্বয়। এই তৃতীয় ঘোষণার স্থান, ডিণ্ডিম বাজাও। (এই বলিয়া পুনর্ব্বার ঘোষণা করিল)।

শকার। (স্বগত) এবিষয়ে পুরবাসীদিগের অদ্যাপি বিশ্বাস হয় নাই কেন?। (প্রকাশে) অহে চারুদত্ত! এই পুরবাসীগণ অদ্যাপি বিশ্বাস করে নাই। অতএব 'আমিই বসন্তসেনাকে মারিয়াছি' এই কথা তুমি আপন মুখে প্রকাশ কর।

চারুদত্ত। (নিরুত্তর হইয়া রহিলেন)।

শকার। অহে চাণ্ডাল মনুষ্য! চারুদত্ত স্বয়ং বলিল না, অতএব তোমরা এই জর্জর বংশখণ্ড দ্বারা প্রহার করিতে করিতে উহার মুখ হইতে ঐ কথা প্রকাশ করাও।

চাণ্ডাল। (প্রহার করিতে উদ্যত হইয়া) চারুদত্ত! তুমি স্বয়ং বল।

চারুদত্ত। (করুণ স্বরে) আমি এতাদৃশ বিপদ্‌সাগরে পতিত হইয়াও কিছুমাত্র ভীত বা দুঃখিত হই নাই। কেবল আমিই প্রিয়া বসন্তসেনাকে বিনষ্ট করিয়াছি এইরূপ যে একটী অলীক বাক্য জনসমাজে স্বয়ং উচ্চারণ করিতে হইবে, ইহাতেই আমি বিশেষরূপ পরিতাপিত হইতেছি।

শকার। (পুনর্ব্বার তাহাই বলিল)।

চারুদত্ত। ভো ভো পুরবাসিগণ! আমি অতি নিষ্ঠুর এবং পর-কালের ভয় শূন্য হইয়া রূপলাবণ্যাতিশয়ে রতিস্বরূপা প্রিয়া বসন্ত-সেনাকে, শেষ কথা এই ব্যক্তি বলিবে।

শকার। মারিয়াছি।

চারুদত্ত। তাহাই বটে।

প্রথম চাণ্ডাল। অরে! আজ তোমার বধ করিবার পালা।

দ্বিতীয়। অরে! আজ তোমার।

প্রথম। অরে! তবে লেখাপড়া করি। (এই বলিয়া বহুবিধ লিখিতে লিখিতে) অরে! আজ্ যদি আমার পালা হয়, তাহা হইলে কিছু কাল বিলম্ব করিব।

দ্বিতীয়। কি নিমিত্ত?।

প্রথম। অরে! আমার পিতা স্বর্গে যাইবার সময়ে আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন, যে পুত্র বীরক! যদি তোমার বধ্যস্থানের পালা হয়, তাহা হইলে তুমি সহসা বধ করিও না।

দ্বিতীয়। অরে! কি নিমিত্ত?।

প্রথম। কদাপি কোন সাধুব্যক্তি অর্থ প্রদান পূর্ব্বক বধার্হকে মুক্ত করিতেও পারেন। কদাপি রাজার পুত্র হইলে আনন্দ মহোৎসবে সকল বধ্যের মোচন করিতেও পারেন। কদাপি হস্তী মদমত্ত হইয়া বন্ধন রজ্জু ছিঁড়িয়া উৎপাত করিলে ব্যস্ততা বশতঃ বধ্যের পরিত্রাণ হইতেও পারে। এবং কদাপি রাজারও পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা হইলেও সকল বধ্যের মুক্তি লাভের সম্ভাবনা।

শকার। কি? কি? রাজপরির্ত্ত হয়?।

চাণ্ডাল। অরে! বধ্য-পালিকার লেখা পড়া করি।

শকার। অরে! চারুদত্তের সত্বর প্রাণদণ্ড কর। (এই বলিয়া চেটকে লইয়া এক পার্শ্বে রহিল)।

চাণ্ডাল। আর্য্য চারুদত্ত! এবিষয়ে রাজার নিয়োগই অপরাধী, আমরা চাণ্ডাল হইয়াও অপরাধী নহি; অতএব এ সময়ে যাহাঁকে স্মরণ করা উচিত, তাঁহাকে স্মরণ কর।

চারুদত্ত। প্রবল পুরুষ অধিকরণিক প্রভৃতির বাক্য বশতঃ এবং বিদূষকের কক্ষদেশ হইতে অলঙ্কারের পতনহেতু আমি অপরাধী হইলেও যদি আমার ধর্ম্মবল প্রবল থাকে, তাহা হইলে সেই প্রিয়া বসন্তসেনাই স্বর্গে, পৃথিবীতে অথবা যে কোন স্থানে থাকুন না কেন, ত্বরায় আসিয়া নিজ কারুণ্য গুণে আমার কলঙ্কের অপনয় করিবেন। অহে! আমায় কোথায় যাইতে হইবে?।

চাণ্ডাল। (অগ্রভাগে দর্শাইয়া) ঐ যে দক্ষিণ দিকে শ্মশান ভূমি দৃষ্ট হইতেছে, ঐ স্থানে যাইতে হইবে। যাহার দর্শনমাত্রেই বধ্যেরা অস্থির হইয়া যায়। দেখ দেখ, দীর্ঘাকার শৃগালেরা শূলে স্থিত মৃত-

দেহের অধোভাগ আকর্ষণ পূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইতেছে। এবং ঊর্দ্ধভাগ বিকট দন্তচয় প্রকটিত করিয়া শূলের উপরি ভাগে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

চারুদত্ত। (দেখিয়া) হায়! এই বারেই হত হইলাম। (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া বসিলেন)।

শকার। আমি এখন যাইব না, চারুদত্তকে মারিতে দেখিয়া যাইব। (এই বলিয়া ইতস্ততঃ পরিক্রমণ পূর্ব্বক দেখিয়া) এই যে চারুদত্ত বসিয়া রহিয়াছে।

চাণ্ডাল। চারুদত্ত! তুমি কি ভয় পাইয়াছ?।

চারুদত্ত। (সহসা উঠিয়া) মূর্খ! আমি মরণকে ভয় করি না। কিন্তু আমার চন্দ্রকিরণ-সদৃশ নির্ম্মল যশোরাশি কলঙ্কিত হইতেছে। (ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন)।

চাণ্ডাল। আর্য্য চারুদত্ত! চন্দ্র ও সূর্য্য গগন মণ্ডলে বাস করিলেও তাহাদেরও যখন বিপদ্ ঘটিয়া থাকে, তখন যাহাদের অবশ্যই মৃত্যু হইবে এরূপ মনুষ্যের কথা কি বলিব। ইহ লোকে কোন ব্যক্তি উন্নত হইয়াও অবনত হয়, কোন ব্যক্তি অবনত হইয়াও উন্নত হয়, সেই রূপ মৃত ব্যক্তিরও প্রাণবিয়োগে পতন এবং পুনর্ব্বার প্রাণসঞ্চারে উৎ-পতন হইয়া থাকে। ইহাই মনে করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন কর। (অপর চাণ্ডালের প্রতি) অরে! এই চতুর্থ ঘোষণার স্থান, অতএব এই স্থানে পুনর্ব্বার ঘোষণা করা যাউক। (এই বলিয়া পুনর্ব্বার ঘোষণা করিল)।

চারুদত্ত। হা প্রিয়ে বসন্তসেনে! হা চন্দ্রকিরণ-সদৃশ শুভ্রদশনে!। (ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন)

(তাহার পর ভিক্ষু ও বসন্তসেনা ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিতে লাগিল)

ভিক্ষু। আমি অস্থানে পরিশ্রান্তা বসন্তসেনার প্রাণ রক্ষা পূর্ব্বক ইহাকে লইয়া যাইতেছি, ইহাতে সন্ন্যাসধর্ম্ম দ্বারা আমি অনুগৃহীত হইয়াছি। বুদ্ধদেবের উপাসিকে! বসন্তসেনে! তোমাকে কোথায় লইয়া যাইব?।

বসন্তসেনা। আর্য্য চারুদত্তের গৃহেই লইয়া চলুন। শশধরের দর্শনে কুমুদিনীর ন্যায় তাঁহার দর্শনে আমি আনন্দ অনুভব করিব।

ভিক্ষু। (স্বগত) এখন কোন্ পথে গিয়া চারুদত্তের গৃহে প্রবেশ করি?। (বিবেচনা করিয়া) আচ্ছা, রাজপথেই যাইব। (প্রকাশ পূর্ব্বক) উপাসিকে! আইস, এই রাজপথ, এই পথে যাইব। (শ্রবণ করিয়া) একি! রাজপথে অতিশয় কোলাহল শুনা যাইতেছে কেন?।

বসন্তসেনা। (অগ্র ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া) অগ্র ভাগে ভদ্র ভদ্র লোকসমূহ একত্র সমবেত হইয়া রহিয়াছে কেন?। আর্য্য! কি নিমিত্ত এত জনতা হইয়াছে? একবার জানুন দেখি। বিষমভারে আক্রান্তা বসুন্ধরার ন্যায় এই উজ্জয়িনী নগরী এক অংশে ভারাক্রান্তা হইয়াছে কেন?।

চাণ্ডাল। অরে! এই শেষ ঘোষণার স্থান, অতএব ডিণ্ডিম বাজাও এবং ঘোষণা কর। (তাহাই করিয়া) চারুদত্ত! তুমি আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, এবং ভয় পাইও না, তোমাকে এখনই মারিতেছি।

চারুদত্ত। দেবতারাই ক্ষমা করিবেন।

ভিক্ষু। (ঘোষণা শ্রবণ করিয়া ব্যস্ত হইয়া) উপাসিকে! তোমাকে চারুদত্তই মারিয়াছে এই বলিয়া তাঁহাকে মারিতে লইয়া যাইতেছে।

বসন্তসেনা। (ব্যস্তা হইয়া) হায়! হায়! আমি অতি হতভাগিনী, আমার নিমিত্ত আর্য্য চারুদত্তের বিনাশ হইল!। আর্য্য! শীঘ্র শীঘ্র পথ প্রদর্শন করুন।

ভিক্ষু। উপাসিকে! আর্য্য চারুদত্তকে বাঁচাইবার নিমিত্ত শীঘ্র শীঘ্র চল। আর্য্যগণ! অবকাশ দাও অবকাশ দাও।

বসন্তসেনা। অবকাশ দাও অবকাশ দাও।

চাণ্ডাল। আর্য্য চারুদত্ত! প্রভুর আদেশই অপরাধী, আমরা নহি, এখন যাঁহাকে স্মরণ করা উচিত তাঁহাকে স্মরণ কর।

চারুদত্ত। অধিক কি বলিব। প্রবল পুরুষ অধিকরণিক প্রভৃতির বাক্য বশতঃ (ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন।

চাণ্ডাল। (খড়্গ আকর্ষণ পূর্ব্বক) আর্য্য চারুদত্ত! উত্তান হইয়া সমানরূপে শয়ন কর, এক প্রহারেই তোমাকে কাটিয়া স্বর্গ পাওয়াইব।

(চারুদত্ত সেই রূপ হইয়া থাকিলেন)

চাণ্ডাল। (প্রহারার্থ খড়্গ তুলিল। হস্ত হইতে হটাৎ খড়্গ পতন প্রকাশ করিয়া) কি আশ্চর্য্য! বজ্রসদৃশ ভয়ঙ্কর এই খড়্গ রোষপূর্ব্বক

কোষ হইতে আকৃষ্ট এবং মুষ্টি প্রদেশে দৃঢ়তররূপে ধৃতও হইয়াছিল, তথাপি হস্ত হইতে হটাৎ ভূতলে পতিত হইল কেন ?। যখন এরূপ হইল, তখন অনুমান করি চারুদত্তের আর বিনাশ হইবে না। ভগবতি সহ্যবাসিনি? প্রসন্না হউন প্রসন্না হউন, আর্য্য চারুদত্তের কি মুক্তি লাভ হইবে ?, যদি ইঁহার মুক্তি লাভ হয়, তাহা হইলে জানিব যে আপনি চাণ্ডাল কুলের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন।

দ্বিতীয় চাণ্ডাল। অহে! রাজার আদেশ যেরূপ, সেইরূপ করা যাউক।

প্রথম। আচ্ছা, তাহাই করা যাউক।

(এই বলিয়া উভয়ে চারুদত্তকে শূলে আরোপণ করিতে উদ্যত হইল)

চারুদত্ত। প্রবলপুরুষ অধিকরণিক প্রভৃতির বাক্য বশতঃ। (ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন)।

ভিক্ষু। (দেখিয়া) মহাশয় ! প্রহার করিও না, প্রহার করিও না।

বসন্তসেনা। (দেখিয়া) মহাশয় ! প্রহার করিও না, প্রহার করিও না। আমি সেই হতভাগিনী, যাহার নিমিত্ত এই মহাত্মা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন।

চাণ্ডাল। (দেখিয়া) এই একটি কামিনী উদ্বন্ধন কেশকলাপ বহন করিতে করিতে হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক 'প্রহার করিও না, প্রহার করিও না' এই কথা বলিতে বলিতে দ্রুতগমনে ব্যাকুলমনে এই দিকে আসিতেছে, এটি কে ?।

বসন্তসেনা। আর্য্য চারুদত্ত! একি ?। (এই বলিয়া শয়িত চারুদত্তের বক্ষস্থলে পতিতা হইল)।

ভিক্ষু। আর্য্য চারুদত্ত ! একি ?। (এই বলিয়া পদ তলে পতিত হইল)।

চাণ্ডাল। (সভয়ে নিকটে আসিয়া) এই যে বসন্তসেনা ! ভাগ্যে ত আমরা সাধুকে মারি নাই !।

ভিক্ষু। (উঠিয়া) অরে ! আর্য্য চারুদত্ত জীবিত আছেন ?।

চাণ্ডাল। জীবিত আছেন কি ? এক শত বৎসর জীবিত থাকিবেন।

বসন্তসেনা। (সহর্ষে) আ ! আমি পুনর্জীবিতা হইলাম।

চাণ্ডালদ্বয়। 'বসন্তসেনা বাঁচিয়া আছে' এই কথা যজ্ঞ-শালায়

রাজার নিকটে গিয়া জানাই। (এই বলিয়া উভয়ে গমন করিতে লাগিল)।

শকার। (বসন্তসেনাকে দেখিয়া সভয়ে) হায়! কি সর্ব্বনাশ! এই গর্ভদাসীকে কে বাঁচাইল? আমার প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইতেছে, এখন কি করি?, যাহা হউক, এখান হইতে পলাইয়া যাই। (এই বলিয়া পলায়ন করিতে লাগিল)।

প্রথম চাণ্ডাল। (দ্বিতীয় চাণ্ডালের নিকটে গিয়া) অরে আমাদের প্রতি এইরূপ রাজার আদেশ যে, যে ব্যক্তি বসন্তসেনাকে মারিয়াছে, তাহার প্রাণদণ্ড করিবে; অতএব রাজার শ্যালকেরই অন্বেষণ করা যাউক। (এই বলিয়া উভয়ে বহির্গত হইল)।

চারুদত্ত। (সবিস্ময়ে) প্রহারার্থ অস্ত্র উত্তোলিত হইয়াছে এবং আমিও মৃত্যু মুখে প্রবিষ্ট হইতেছি, এমত সময়ে অনাবৃষ্টিতে বিশুষ্ক শস্যের সম্বন্ধে শস্যবর্দ্ধনকারী দ্রোণমেঘের ন্যায় আমার প্রাণরক্ষার্থে ইনি কে আসিলেন?। (অবলোকন পূর্ব্বক) ইনি কি বসন্তসেনার সমানাকৃতি দ্বিতীয় বসন্তসেনা? অথবা তিনিই পুনর্ব্বার মানব দেহ-ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গ হইতে আসিলেন? কিংবা আমার মন নিরত তাঁহার চিন্তায় আসক্ত থাকায় সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখিতেছে? অথবা বসন্ত-সেনার মরণ বার্ত্তা অলীক, তিনি স্বয়ংই আসিয়াছেন?।

বসন্তসেনা। (ক্রন্দন করিতে করিতে উঠিয়া পদ তলে পতিতা হইয়া) আর্য্য চারুদত্ত! আমি সেই হতভাগিনী, যাহার নিমিত্ত আপনি এতাদৃশ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নেপথ্যে। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! বসন্তসেনা জীবিতা আছে। (এই কথা সকলেই বলিতে লাগিল)

চারুদত্ত। (শ্রবণ করিবামাত্র সহসা উঠিয়া বসন্তসেনার স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া নিমীলিত নেত্র হইয়া আনন্দ বশতঃ গদ্গদ স্বরে) তুমি কি সেই প্রিয়া বসন্তসেনা?।

বসন্তসেনা। আমি সেই মন্দভাগিনী।

চারুদত্ত। (নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষে) এই যে সেই বসন্তসেনা!। (আনন্দ পূর্ব্বক) আমি মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছি, এমত সময়ে তুমি নেত্রবারি বর্ষণে পয়োধর যুগল আর্দ্র করিতে করিতে মৃতসঞ্জীবনী

বিদ্যার ন্যায় কোথা হইতে আসিলে ?। প্রিয়ে বসন্তসেনে ! তোমার জন্যই আমার দেহপাত হইতেছিল, কিন্তু তুমিই আসিয়া দেহ রক্ষা করিলে। অহো ! প্রিয়-সমাগমের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা, যাহার প্রভাবে মৃতদেহেও প্রাণসঞ্চার হইল। প্রিয়ে ! দেখ, বিবাহকালে বরকর্ত্তৃক পরিধৃত রক্তবস্ত্র ও রক্ত করিবীরমালা, উত্তম স্ত্রীর লাভ হইলে, বরের যেরূপ আনন্দজনক হয়, মৃত্যুসময়ে মৎকর্ত্তৃক পরিধৃত এই রক্তবস্ত্র ও রক্তকরবীরমালা অদ্য তোমার দর্শনে আমার সেইরূপ সন্তোষজনক হইল।

বসন্তসেনা। আর্য্য ! আপনি অতি উদারস্বভাব, তথাপি আপনকার এরূপ বেশ কেন ?

চারুদত্ত। প্রিয়ে ! কি বলিব ! প্রবল পরাক্রান্ত ও দুর্দ্দান্ত চিরবৈরী শকার, আমিই তোমার প্রাণবধ করিয়াছি, এইরূপ অভিযোগ করিয়া আমাকে এতাদৃশ শোচনীয় দশায় নিক্ষেপ করিয়াছে।

বসন্তসেনা। (কর্ণে হস্ত দিয়া) আপনার পাপ দূর হউক। সেই নরাধম শকারই আমাকে মারিয়াছিল।

চারুদত্ত। (ভিক্ষুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) প্রিয়ে ! ইনি কে ?।

বসন্তসেনা। সেই পাপিষ্ঠ শকার আমাকে মারিয়াছিল, কিন্তু এই আর্য্যই আমাকে বাঁচাইয়াছেন।

চারুদত্ত। আপনি বিনা কারণে বন্ধু হইয়াছেন। আপনি কে ?।

ভিক্ষু। মহাশয় ! আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না ? আমি সেই আপনকার চরণ সংবাহনকারী ভৃত্য, আমার নাম সংবাহক। আমি দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত এবং পণদানে অসমর্থ হওয়ায় দ্যূতকর কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছিলাম, এই উপাসিকা আপনকার পরিচারক জানিয়া অলঙ্কাররূপ মূল্য দিয়া দ্যূতকরের হস্ত হইতে আমাকে ক্রয় করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার পর বৈরাগ্যবশতঃ আমি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছি। এই আর্য্যাও শকটবিপর্য্যয়ে পুষ্পকরণ্ডক নামক জীর্ণোদ্যানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় সেই দুরাচার শকার, 'তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী হইলে না ?' এই বলিয়া ইহার গলদেশ বলপূর্ব্বক বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া প্রাণসংশয় প্রহার করে, আমি জল প্রদানাদি দ্বারা ইহাকে বাঁচাইয়াছি।

নেপথ্যে। (মহা কোলাহলধ্বনি) দক্ষযজ্ঞনাশী বৃষধ্বজ মহাদেব, ও ক্রৌঞ্চনামক অসুরবিনাশী ক্রৌঞ্চদারণ কার্ত্তিকের জয়যুক্ত হইতেছেন। এবং আর্য্যক নামে গোপালতনয় সিদ্ধপুরুষের আদেশ বশতঃ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া চিরশত্রু রাজা পালকের প্রাণদণ্ডপূর্ব্বক কৈলাসপর্ব্বত পর্য্যন্ত পৃথিবী জয় করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইতেছেন।

শর্ব্বিলক। (সহসা প্রবেশ করিয়া) আমি সেই অনভিজ্ঞ রাজা পালকের প্রাণবধ পূর্ব্বক তাহার রাজ্যে আর্য্যচরিত আর্য্যককে অভিষিক্ত করিয়া প্রসাদদত্ত নির্ম্মাল্যের ন্যায় তাঁহার আদেশ মস্তকে বহন পূর্ব্বক কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত চারুদত্তের উদ্ধারার্থ যাইতেছি।

রাজা আর্য্যক সৈন্যবল ও মন্ত্রিবল শূন্য রাজা পালককে বিনষ্ট এবং স্বীয় প্রভাবে পুরবাসীদিগকে আশ্বাসিত করিয়া ঐন্দ্রপদের ন্যায় সুখপ্রদ সমস্ত বসুধার সাম্রাজ্য স্বয়ং হস্তগত করিয়াছেন।

(অগ্রভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া) যখন ঐ স্থানে জনসমূহ একত্র সমবেত হইয়া রহিয়াছে, তখন বোধ হয় ঐ স্থানেই আর্য্য চারুদত্ত থাকিবেন। ভূপাল আর্য্যকের পালকবধরূপ ব্যাপার কি আর্য্য চারুদত্তের জীবন দ্বারা সফল হইবে?।

(দ্রুতবেগে তথায় গিয়া) সকলে সরিয়া যাও সরিয়া যাও। (দেখিয়া সহর্ষে) এই যে আর্য্য চারুদত্ত ও বসন্তসেনা উভয়েই জীবিত রহিয়াছেন! আমাদের স্বামীর মনোরথ এখন সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ হইল। অহো! আমাদের সৌভাগ্য বশতই আর্য্য চারুদত্ত নৌকার ন্যায় গুণময়ী ও সুশীলা, বসন্তসেনা দ্বারা দুস্পার বিপদর্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গ্রহণমুক্ত ও জ্যোৎস্নাযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় ইহাঁকে বহুকালের পর দেখিতে পাইলাম। আমি পূর্ব্বে ইহাঁর গৃহ হইতে সুবর্ণভাণ্ড অপহরণ করিয়া মহাপাতকী হইয়াছি, এখন কিরূপে ইহাঁর নিকটে যাই?। অথবা, সরলতাই সর্ব্বত্র আদরণীয়। (সম্মুখে গিয়া অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক) আর্য্য চারুদত্ত!।

চারুদত্ত। আপনি কে?।

শর্ব্বিলক। যে ব্যক্তি আপনকার গৃহে সন্ধি খনন পূর্ব্বক সুবর্ণভাণ্ড অপহরণ করিয়াছিল, আমি সেই মহাপাতকী, এখন আপনকারই শরণাগত হইতেছি।

চারুদত্ত। সখে! ওকথা বলিও না। বরং তুমি আমার সহিত প্রণয়ই করিয়াছ। (এই বলিয়া গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন)।

শর্ব্বিলক। আর্য্যচরিত রাজা আর্য্যক কুল ও মান রক্ষা করিয়া যজ্ঞশালাস্থ দুরাচার সেই পালককে পশুর ন্যায় বিনষ্ট করিয়াছেন।

চারুদত্ত। কি বলিলে?।

শর্ব্বিলক। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে আপনকার শকটে আরোহণ পূর্ব্বক নগর হইতে পলায়ন করিয়া পুষ্পকরণ্ডক নামক উপবনে আপনকার শরণাগত হইয়াছিলেন, সেই মহাত্মা আর্য্যক অদ্য যজ্ঞস্থলে পশুর ন্যায় সেই পালককে বধ করিয়াছেন।

চারুদত্ত। যাহাকে গোপপল্লী হইতে আনাইয়া পালক বিনা অপরাধে বন্ধনালয়ে বদ্ধ করিয়াছিল, সেই আর্য্যককে তুমি কি মুক্ত করিয়াছ?।

শর্ব্বিলক। আজ্ঞা হাঁ।

চারুদত্ত। তবে আমার বড় সন্তোষ জন্মাইলে।

শর্ব্বিলক। আপনকার প্রিয়বন্ধু আর্য্যক রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই উজ্জয়িনীর অন্তর্গত বেণানদীর তীরে কুশাবতী নগরীতে ব্রাহ্মণদিগকে রাজ্য দান করিয়াছেন। অতএব বন্ধুর এই প্রথম প্রার্থনা রক্ষা করুন। (মুখ ফিরাইয়া) অরে! রে! সেই পাপিষ্ঠ রাজার শ্যালক শকারকে ধরিয়া আন।

নেপথ্যে। যে আজ্ঞা।

শর্ব্বিলক। আর্য্য! রাজা আর্য্যক এই জানাইতেছেন যে আমি আপনকারদিগের গুণপ্রভাবেই এই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আপনারা এই রাজ্য ভোগ করুন।

চারুদত্ত। কি? আমাদের গুণেই রাজ্য পাইয়াছেন?।

নেপথ্যে। অরে রে! রাজার শ্যালক শকার! আইস আইস, আপন দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ কর।

(তাহার পর পুরুষ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত পশ্চাদ্ভাগে বাহুদ্বয়েবদ্ধ শকারের প্রবেশ)।

শকার। হায়! আমি উন্মত্ত গর্দ্দভের ন্যায় দূরে পলায়ন করিয়াছিলাম, তথাপি আমাকে ভয়ঙ্কর কুক্কুরের ন্যায় বদ্ধ করিয়া আনিয়াছে।

(চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আমার চারিদিকেই বৈরিবর্গ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আমি নিরাশ্রয় হইয়াছি, এখন কাহার শরণাগত হইব?। (মনে মনে বিবেচনা করিয়া) আচ্ছা, শরণাগতরক্ষাকারী সেই আর্য্য চারুদত্তেরই নিকটে যাই। (এই বলিয়া চারুদত্তের নিকট গিয়া) আর্য্য চারুদত্ত! আপনি রক্ষা করুন। (এই বলিয়া পদতলে পতিত হইল)।

নেপথ্যে। আর্য্য চারুদত্ত! এই পাপিষ্ঠকে পরিত্যাগ করুন পরিত্যাগ করুন, আমরা ইহার প্রাণদণ্ড করিব।

শকার। (চারুদত্তের প্রতি) ভো নিরাশ্রয়ের আশ্রয়প্রদ! আর্য্য চারুদত্ত! আমাকে পরিত্রাণ করুন পরিত্রাণ করুন।

চারুদত্ত। (সদয় হইয়া) অহহ! শরণাগতের ভয় নাই ভয় নাই।

শর্ব্বিলক। (সসম্ভ্রমে) আঃ এই পাপাত্মাকে চারুদত্তের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও। (চারুদত্তের প্রতি) মহাশয়! কিরূপে এই দুরাচারের প্রাণদণ্ড করা যাইবে, তাহা আপনি আদেশ করুন। চাণ্ডালেরা ইহার পদদ্বয়ে রজ্জু বান্ধিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে? অথবা কুক্কুরেরা ইহার দেহ ভক্ষণ করিবে? কিংবা শূলে আরোপিত করিয়া বিনষ্ট করা যাইবে? অথবা করপত্র দ্বারা ইহার শরীর কর্ত্তন করা যাইবে?।

চারুদত্ত। আমি যাহা বলিব তাহা কি তুমি করিবে?

শর্ব্বিলক। সে বিষয়ে সন্দেহ কি? অবশ্যই করিব।

শকার। চারুদত্ত! আমি শরণাগত হইয়াছি, অতএব আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আপনি দয়ালু, সুতরাং দয়ালু ব্যক্তির যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করুন। আমি এতাদৃশ কুকর্ম্ম আর কখনই করিব না।

নেপথ্যে পুরবাসিগণ। শকারের প্রাণদণ্ড কর, কি নিমিত্ত পাতকী জীবিত থাকিবে?।

বসন্তসেনা। (বধের চিহ্নসূচক সেই করবীর মালা চারুদত্তের গলদেশ হইতে লইয়া শকারের উপরে নিক্ষেপ করিল)।

শকার। অগো গর্ভদাসীর পুত্রি! প্রসন্না হও প্রসন্না হও, আমি আর তোমাকে মারিব না; অতএব এই বিপদ্ হইতে আমাকে রক্ষা কর।

শর্ব্বিলক। অরে রে! এই নরাধমকে চারুদত্তের নিকট হইতে লইয়া যাও। আর্য্য চারুদত্ত! আপনি আদেশ করুন এই পাতকীর কি করা যাইবে?।

চারুদত্ত। আমি যাহা বলিব, তাহা কি করিবে?।

শর্ব্বিলক। সে বিষয়ে সন্দেহ কি? অবশ্যই করিব।

চারুদত্ত। সত্য বলিতেছ?

শর্ব্বিলক। হাঁ, সত্যই বলিতেছি।

চারুদত্ত। যদি সত্যই হয়, তবে ত্বরায় ইহাকে।

শর্ব্বিলক। বধ করিব?।

চারুদত্ত। না না, পরিত্যাগ কর।

শর্ব্বিলক। কি নিমিত্ত পরিত্যাগ করিব?।

চারুদত্ত। শত্রু অপরাধ করিয়াও যদি শরণাগত হইয়া পদতলে পতিত হয়, তাহা হইলে সে শস্ত্র দ্বারা বিনাশের যোগ্য হয় না।

শর্ব্বিলক। তবে কুক্কুরেরা ইহাকে ভক্ষণ করুক?।

চারুদত্ত। আমার শরণাগত-পালনজনিত উপকার নষ্ট করা উচিত হয় না।

শর্ব্বিলক। কি আশ্চর্য্য! তবে কি করিব, বলুন।

চারুদত্ত। ইহাকে মুক্ত কর।

শর্ব্বিলক। আচ্ছা, মুক্ত করিলাম।

শকার। হায়! এখন বাঁচিলাম। (এই বলিয়া সকলের সহিত বহির্গত হইল।

নেপথ্যে। কোলাহল ধ্বনি।

পুন র্নেপথ্যে। আর্য্য চারুদত্তের সহধর্ম্মিণী আর্য্যা ধূতা চরণ ও বসনধারী রোদনকারী পুত্রকে অপসারিত করিয়া, এবং জনগণের নিবারণবাক্য না শুনিয়া বাষ্পপূর্ণনয়নে প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন।

শর্ব্বিলক। (শ্রবণ পূর্ব্বক নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে চন্দনক! ; চন্দনক! এ কি কথা?।

চন্দনক। (প্রবেশ করিয়া) আর্য্য? রাজ প্রাসাদের দক্ষিণাংশে অত্যন্ত জনতা হইয়াছে, ইহা কি দেখিতে পাইতেছেন না? ;

আর্য্য চারুদত্তের সহধর্ম্মিণী (ইত্যাদি পুনর্ব্বার বলিয়া) আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আর্য্যে ! এতাদৃশ কর্ম্ম সহসা করিবেন না, আর্য্য চারুদত্ত জীবিত আছেন। কিন্তু শোকাকুল চিত্ত হওয়ায় কে বা আমার কথা শ্রবণ করে ? কে বা বিশ্বাস করে ? ।

চারুদত্ত। (সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া) হা প্রিয়ে ! আমি জীবিত থাকিতে তুমি এ কি করিতেছ ? (ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে চারুচরিত্রে প্রেয়সি ! যদ্যপি তোমার পতি-পরতা সুশীলতাদি পবিত্র গুণরাশি অস্থান বলিয়া পৃথিবীতে থাকিবার যোগ্য হইতেছে না, তথাপি হে পতিব্রতে ! ধূতে ! পতি পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গসুখ ভোগার্থে একাকিনীর স্বর্গে গমন যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। (এই বলিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন)।

শর্ব্বিলক। অহো ! প্রমাদ ঘটিল। কোথা আর্য্য চারুদত্তকে লইয়া আর্য্যার প্রাণ রক্ষার্থে তথায় ত্বরায় যাইব, না এখানে আর্য্যই মোহ প্রাপ্ত হইলেন। হায় ! দেখিতেছি, রাজা পালকেরবধ প্রভৃতি আমাদের তাবৎ প্রয়াসই সর্ব্বতোভাবে বিফল হইতে লাগিল।

বসন্তসেনা। আর্য্য চারুদত্ত ! স্থির হও স্থির হও। তথায় গিয়া আর্য্যার প্রাণ রক্ষা কর। নতুবা অনর্থ ঘটিবে।

চারুদত্ত। (সুস্থির হইয়া সহসা উঠিয়া) হা প্রিয়ে ! তুমি কোথায় ? একবার উত্তর দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।

চন্দনক। আর্য্য ! এইদিকে আসুন এইদিকে আসুন। (এই বলিয়া সকলে পরিক্রমণ করিতে লাগিল)। (তাহার পর যথানির্দ্দিষ্টা ধূতা, বস্ত্রাঞ্চলধারী পুত্র রোহসেন, বিদূষক এবং রদনিকা প্রবেশ করিল)।

ধূতা। (রোদন করিতে করিতে) বাছা ! আমাকে ছাড়িয়া দাও, আর তুমি বাধা দিও না, আমি আর্য্যপুত্রের অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণে নিতান্ত ভীতা হইয়াছি। (এই বলিয়া উঠিয়া রোহসেনের হস্ত হইতে অঞ্চল আকর্ষণ পূর্ব্বক অগ্নির অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন)।

রোহসেন। জননি ! আমাকে রক্ষা কর, তোমাকে না দেখিয়া আমি বাঁচিব না। (এই বলিয়া সত্বর নিকটে গিয়া পুনর্ব্বার অঞ্চল ধরিল)।

বিদূষক। আর্য্যে ! আপনি ব্রাহ্মণী, স্বামীর দেহ ব্যতিরেকে ব্রাহ্ম-

ণীর পৃথক্‌ চিতারোহণ পাপ জনক বলিয়া ঋষিরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং তোমার হুতাশনে প্রবেশ করা অনুচিত।

ধূতা। আমার পাপ হয় হউক, তথাপি আমি আর্য্যপুত্রের অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণ করিতে কখনই পারিব না।

শর্ব্বিলক। (অগ্রভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া) মহাশয়! আর্য্যা অগ্নির নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছেন; অতএব আপনি শীঘ্র চলুন।

চারুদত্ত। (সত্বর গমন করিতে লাগিলেন)।

ধূতা। রদনিকে! তুমি এই বালক কে ধারণ কর, আমি আপন অভিলষিত কর্ম্ম সম্পন্ন করি।

রদনিকা। (করুণ স্বরে) আমিও আপনকার অনুযায়িনী হইব।

ধূতা। (বিদূষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) আর্য্য! আপনিই ইহাকে ধারণ করুন।

বিদূষক। (দুঃখিত হইয়া) আর্য্যে! সকলেই আপন আপন অভিলষিত কর্ম্ম সম্পাদনার্থে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে অগ্রগামী করিয়া থাকেন। অতএব আপনি যখন স্বর্গলোকে স্বামীর সহিত সহবাসজনিত পরম সুখ লাভার্থে প্রবৃত্তা হইয়াছেন তখন আমিই আপনকার অগ্রগামী হইব।

ধূতা। তোমরা যে দুই জনেই আমাকে বাধা দিতে লাগিলে। (পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া) বাছা! তুমিই আপনাকে সান্ত্বনা কর, তিলমিশ্রিত তর্পণজল দানের নিমিত্ত আমাদের মনোরথ কি একবারেই অতীত হইবে?। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) আর্য্যপুত্র কি তোমাকে সান্ত্বনা করিবেন না?।

চারুদত্ত। (ঐ কথা শুনিয়া সহসা নিকটে গিয়া) আমিই বালক কে সান্ত্বনা করি। (এই বলিয়া বালককে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন)।

ধূতা। (দেখিয়া) কি আশ্চর্য্য! এই যে আর্য্যপুত্রেরই স্বরসংযোগ শুনা যাইতেছে! (বিশেষরূপে নির্ণয় করিয়া সানন্দে) ভাগ্যবশতঃ এই যে আর্য্যপুত্রই আসিয়াছেন! আ! বাঁচিলাম।

বালক। (দেখিয়া সানন্দে) অহো! পিতা আমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন! (ধূতার প্রতি) মাতঃ! পিতাই আমাকে সান্ত্বনা করিতেছেন। (এই বলিয়া প্রত্যালিঙ্গন করিল)।

চারুদত্ত। (ধূতার প্রতি) হা! প্রেয়সি! স্বামী বিদ্যমান থাকিতে তোমার হুতাশনে প্রবেশ রূপ ঈদৃশ কঠোর ব্যবসায়ের উদ্যোগ কেন?। দেখ, সূর্য্যদেবের অস্তগমনের পূর্ব্বে পদ্মিনী কি কখন পদ্ম সঙ্কুচিত করে? কখনই না।

ধূতা। আর্য্যপুত্র! এই নিমিত্তই সেই পদ্মিনী অচেতনা বলিয়া পরিচুম্বিতা হয়।

বিদূষক। (দেখিয়া সহর্ষে) অহো! এই চক্ষুতেই আবার প্রিয়বয়স্য কে দেখিলাম!। অহো! সতীর কি প্রভাব! যাহাতে অগ্নিপ্রবেশের উদ্যোগমাত্রেই প্রিয়সমাগম লব্ধ হইল। (চারুদত্তের প্রতি) প্রিয়-বয়স্যের জয় হউক জয় হউক।

চারুদত্ত। মৈত্রেয়! আইস, (এই বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন)।

রদনিকা। অহো! কি দৈবঘটনা!। আর্য্য! প্রণাম করি। (এই বলিয়া চারুদত্তের পদতলে পতিতা হইল)

চারুদত্ত। (রদনিকার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) রদনিকে! উঠ উঠ, (এই বলিয়া তুলিলেন)।

ধূতা। (বসন্তসেনার প্রতি) ভগিনীর কুশল ত?।

বসন্তসেনা। এখন কুশল হইল। (এই বলিয়া উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন)।

শর্ব্বিলক। আর্য্য! ভাগ্যবলেই আপনকার সুহৃদ্বর্গ জীবিত হইলেন।

চারুদত্ত। তোমাদের অনুকম্পাই তাহার কারণ।

শর্ব্বিলক। আর্য্যে বসন্তসেনে! রাজা আর্য্যক প্রসন্ন হইয়া তোমার প্রতি বধূশব্দ প্রয়োগ দ্বারা অনুগ্রহ করিতেছেন।

বসন্তসেনা। আর্য্য! আমি রাজার প্রসাদে কৃতার্থা হইলাম।

শর্ব্বিলক। (বসন্তসেনার শিরোবসনদ্বারা মুখ আবৃত করিয়া বধূ সাজাইয়া চারুদত্তের প্রতি) আর্য্য! এই ভিক্ষুর কি উপকার করিব?।

চারুদত্ত। ভিক্ষো! তোমার অভিমত কি?।

ভিক্ষু। এই তাবৎ ব্যাপারই অনিত্য জানিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মেই আমার দৃঢ়তর অনুরাগ জন্মিয়াছে।

চারুদত্ত। সখে! এই ভিক্ষুর বিষয়ভোগে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য

জন্মিয়াছে; অতএব ইহাকে পৃথিবীস্থ সকল বৌদ্ধালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ কর।

শর্ব্বিলক। যে আজ্ঞা।

ভিক্ষু। আমি সাতিশয় উপকৃত হইলাম।

বসন্তসেনা। আমি এতক্ষণে জীবন পাইলাম।

শর্ব্বিলক। স্থাবরকের কি উপকার করা যায়?।

চারুদত্ত। সে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হউক। সেই চাণ্ডালেরা সকল চাণ্ডালের অধিপতি হউক, চন্দনক দুষ্টের দমনাধিকারে নিযুক্ত হউক, এবং সেই শকারের সম্মানাদি ব্যাপার পূর্ব্বে যেরূপ ছিল অধুনা সেইরূপই থাকুক।

শর্ব্বিলক। আপনি যাহা বলিলেন তাহাই করিব। কিন্তু শকারকে পরিত্যাগ করুন ইহার প্রাণ বধ করি।

চারুদত্ত। শরণাগত ব্যক্তি নির্ভয় হউক। শত্রু অপরাধ করিয়াও (ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন।

শর্ব্বিলক। তবে আর কি প্রিয়কর্ম্ম করিব? আপনি বলুন।

চারুদত্ত। ইহা অপেক্ষাও কি প্রিয়কর্ম্ম আছে?। আমিই বসন্তসেনার প্রাণদণ্ড করিয়াছি বলিয়া যে জনসমাজে কলঙ্ক হইয়াছিল, তাহা অদ্য অপনীত হইল। এই শকার আমার বিনাশে উদ্যত হইলেও পদতলে পতিত হওয়ায় মুক্ত হইল। আমার প্রিয় সুহৃৎ আর্য্যক শত্রুকুল সমূলে উন্মূলন পূর্ব্বক সকলের অধীশ্বর হইয়া পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। আমি এই প্রাণসমা প্রিয়া বসন্তসেনাকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলাম। এবং তুমিও প্রিয়বন্ধুর সহিত মিলিত হইলে; অতঃপর আর অধিক প্রিয় কি আছে? যাহা তোমার নিকট প্রার্থনা করিব।

বিধাতা কাহাকেও ধনমানাদির অপনয়ন পূর্ব্বক তুচ্ছ করিতেছেন, কাহাকেও বা ধনমানাদি বিতরণ পূর্ব্বক পূর্ণমনোরথ করিতেছেন। কাহাকেও উন্নত, কাহাকেও বা অধোগত, এবং কাহাকেও বা শোকমোহাদি দ্বারা ব্যাকুল করিতেছেন। কূপযন্ত্রে বদ্ধ কলস যেরূপ কখন ঊর্দ্ধগত, কখন অধোগত, কখন পূর্ণ এবং কখন রিক্ত হয়, সেই রূপ সংসার যাত্রা নির্ধনতা সধনতা উন্নতি ও অবনতি প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মে পরিপূর্ণ, বিধাতা ইহাই সকলকে জানাইয়া যেন ক্রীড়া করিতেছেন।

তথাপি এই রূপ হউক।

ধেনুগণ অপরিমিত দুগ্ধশালী ও পৃথিবী শস্যপূর্ণা হউক। জলধর যথাসময়ে জলবর্ষণ করুক। সমীরণ প্রাণিপুঞ্জের সুখস্পর্শী হইয়া দিবারাত্র বহন করিতে থাকুক। প্রাণিগণ নিয়ত সুখভোগেই কালযাপন করুক। ব্রাহ্মণেরা সকলের অভিমত, ও সদাচারী সাধুরা শ্রীমান হউন, এবং রাজগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে অবিরত রত থাকিয়া দুষ্টের দমন পূর্ব্বক পৃথিবী পালন করুন।

(এই বলিয়া সকলেই বহির্গত হইল)

সংহার নামক দশম অঙ্ক সমাপ্ত।

এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।

PRINTED BY K. B. DASS, AT THE B. P. M'S PRESS,

No. 22 Jhama Pooker Lane, Calcutta.